লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৮ রবি: আউ:, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসাব্দ

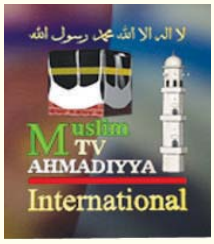

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০। (২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০। (৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০। (৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

কাদিয়ানের জলসা সালানা ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। হুযূর (আই.) বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন থেকে জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখবেন যা এমটিএ সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ সময় ২৮ ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

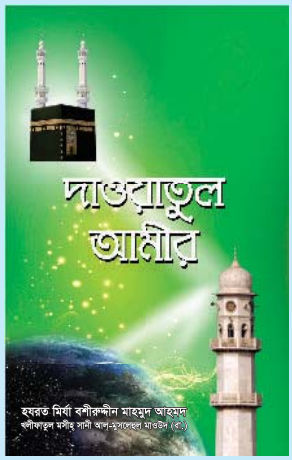

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ার মহান এক তাহরীক- ওয়াকফে জাদীদ

বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দা প্রকটভাবে দেখা দিলেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একনিষ্ঠ সেবকদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এই মন্দা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রগতির ওপর কখনই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর কারণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা খোদা ও তাঁর রাসূল করীম (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত পথে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কুরবানি করতে সদা প্রস্তুত থাকে। ঐশী জামা'তের সদস্যরা আল্লাহ্‌র মনোনীত যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যখন যে তাহরীক আসে তাতে অংশ নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুগ-খলীফার সকল তাহরীকে 'লাব্বায়েক'– বলে সাড়া দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনন্য বৈশিষ্ট ধারণকারী সৌভাগ্যশালী এক জামা'তে পরিণত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্!

ওয়াকফে জাদীদ তাহরীক বা আন্দোলন আহমদীয়া মুসিলম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রবর্তন করেছেন। যা এখন চিরস্থায়ী এক কল্যাণময় রূপ পেয়েছে। ওয়াকফে জাদীদ চাঁদার বছর শুরু হয় ১লা জানুয়ারী থেকে আর শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বরে। মহান খোদাতা'লার অশেষ কৃপায় এ তাহরীকের কল্যাণে আজ সারা বিশ্বে লাখো-লাখো পথহারা মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের আলোয় সমুজ্জল হচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের শেষ তাহরিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আসমানী তাহরীক। এই অবক্ষয়ের যুগে সকলকে অবক্ষয়মুক্ত করতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে প্রেরণ করেছেন।

আর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ওয়াকফে জাদীদের স্কীম চালু করেন। এই তাহরীকের অধীনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বেশী-বেশী শিক্ষক তৈরী করা, যাতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদান বাধাগ্রস্থ না হয়। আর এসবের জন্য বেশী-বেশী মালী কুরবানির প্রয়োজন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। আর এ আধ্যাত্মিক সিলসিলার ঐশী মনোনীত খলীফা সেই যুগ ইমামের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে ওয়াকফে জাদীদের স্কীম চালু করে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানির সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের কারণ। আলহামদুলিল্লাহ্!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তের তালিম তরবিয়তের যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ওয়াকফে জাদীদ অন্যতম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কুরআন শরিফের তালিমে জামা'তের শিশু-কিশোরদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর ভিত্তি রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) চেয়েছিলেন জামা'তের একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবক– যারা বাড়ি ঘর আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দূরে কোথাও সুফিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরামের মত ইসলাম ও কুরআনের আলো ছড়াবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।

সে সময়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছিলেন, আজও এমনই এক সময় যখন আমাদের যুবকেরা যাদের অন্তরে আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রেরণা আছে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানে নিজেদের জন্মস্থানের মত করে বসবাস করবে। আস্তে-আস্তে আশেপাশের এলাকায় ইসলামের আলো বা ঈমানের আলো ছড়াবে। তারা নিজেকে আমার সমীপে ওয়াকফ করবে। আমার মতে এটা কোন অসম্ভব কাজ নয়। আমার মাথায় স্কীম আসছে। এমন যুবকরা তাহরীকে জাদীদের আওতায় নয় বরং সরাসরি আমার সমীপে ওয়াকফ করবে। আমার নির্দেশ মত কাজ করবে। আমি মনে করি, আজ ধর্মের সেবায় এটি একটি বিরাট সুযোগ। (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৫৭)।

প্রথমত ওয়াকফে জাদীদ কেবল পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সনে সারা পৃথিবীর জন্য এই মহান তাহরীক প্রসারিত করে দিয়েছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বলেছিলেন, ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেমদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কম পক্ষে দুইশ' গ্রামে (সিন্দু প্রদেশে)– যেখানে সবাই হিন্দু ছিল এখন সেখানে কয়েক হাজার আহমদী মুসলমান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ঘোষণা করছে এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতি দুরুদ পাঠ করছে। এজন্য কেবল টাকার প্রয়োজন নয় বরং নিবেদিতপ্রাণ ওয়াকফ মোয়াল্লেমীনেরও প্রয়োজন। (আল ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বর্তমানে হাজার-হাজার ওয়াকফে জিন্দেগী এ তাহরীকের অধীনে কাজ করছেন। এজন্য প্রয়োজন অনেক অর্থের। ওয়াকফে জাদীদের এ বছরটি ৩১ ডিসেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে ওয়াকফে জাদীদ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতে বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করার পাশাপাশি নিজেদেরকে এই তাহরীকে সম্পৃক্ত করে কুরআনী শিক্ষার আলোয় জীবন গড়ে সর্বদা অগ্রনী ভূমিকা রাখারও তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৯
আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	১৭
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ই আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	২০
ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	২৮
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৩০
মধ্য পন্থা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৩
বিশ্বাসের আয়না মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান	৩৫
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (নভেম্বর ২৩, ২০১৫)	৩৮
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২৬ নভেম্বর, ২০১৫)	৪০
সংবাদ	৪১
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৫
বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷﴾

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۸﴾

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹﴾

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۰﴾

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۲۱﴾

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ
اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۲﴾ ع

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ
مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۲۳﴾

১৭। (তিনি) আরো (সৃষ্টি করেছেন) পথনির্দেশক চিহ্নাবলী। আর তারা (অর্থাৎ মানুষ) তারকাদের মাধ্যমেও পথের দিশা লাভ করে থাকে[১৫৩৯]।

১৮। অতএব যিনি সৃষ্টি করেন আর যে (কিছুই) সৃষ্টি করে না তারা কি এক (হতে পারে)? তোমরা কি তবে উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৯। আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

২০। আর তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর (সবই) আল্লাহ্ জানেন।

২১। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২২। (তারা সবাই) মৃত, জীবিত নয়। আর তাদের কখন পুনরুত্থিত করা হবে এ বিষয়ে তাদের কোন চেতনাই নেই।

২৩। তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের অন্তর অবিশ্বাসপ্রবণ এবং তারা অহংকারী।

১৫৩৯। এ আয়াতে এই মর্মই ব্যক্ত হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল হতো এবং নদনদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতমালা উঁচু নিচু না হতো তাহলে মানুষের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমনের পথ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। ভূপৃষ্ঠে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিন্নতা সূচক প্রাকৃতিক গঠনশৈলী মানুষকে তার চলার পথে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে এ সব প্রাকৃতিক চিহ্নসমূহ আকাশযান চলাচলে খুবই সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রসমূহও জলে এবং স্থলে পথচারীকে পথ চিনতে সাহায্য করে।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়।"

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব: ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তা'লা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তা'লা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

তত্ত্ব-জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হতে দোয়া কর

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মুহাদ্দাসের মর্যাদা নবীর পদমর্যাদার সাথে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দুইয়ের মাঝে অন্তর্নিহিত যোগ্যতা এবং এর কার্যকারিতার পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। এরা আমার কথা না বুঝে বলে বসেছে, এই ব্যক্তি নবী হবার দাবী করে! খোদা তা'লা জানেন, তাদের এ কথাটি ডাহা মিথ্যা, এর সাথে সত্যের কোন সংশ্রব নেই এবং প্রকৃতপক্ষে এর কোন ভিত্তিই নেই। মানুষকে নিছক কুফরী, গালমন্দ, অভিশম্পাত, শত্রুতা ও নৈরাজ্যে উসকে দেয়া আর মু'মিনদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যেই তারা একথা রটিয়েছে।

খোদার কসম! আমি খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, আর আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি খাতামান নবীঈন। অবশ্য আমি একথা বলেছি, সকল তাহদিসেই (বান্দার সাথে খোদার কথোপকোথন) নবুওয়তের অংশ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অন্তর্নিহিতভাবে থাকে, কার্যতঃ নয়। অতএব, মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও স্বরূপের দিক থেকে নবী হয়ে থাকেন। যদি নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে কার্যতঃ তিনি নবীই হতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, মোহাদ্দাসের পরম উৎকর্ষের নামই নবী। কেননা, তিনি তাঁর সকল গুণাবলীর সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রতিফলন হয়ে থাকেন .....একইভাবে একথা বলাও বৈধ হবে, মুহাদ্দাস নিজ সুপ্ত-গুণাবলীর নিরিখে নবী, অর্থাৎ-মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতার নিরিখে নবী। নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ পুরোপুরিই মুহাদ্দাসের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও সুপ্ত থাকে। নবুওয়তের প্রতিবন্ধকতাই কার্যতঃ এর প্রকাশ ও আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ রেখেছে।

মহানবী (সা.) 'আমার পরে নবী থাকলে ওমর নবী হতো' উক্তিতে এদিকেই ইশারা করেছেন। ওমর (রা.)-এর মুহাদ্দাস হবার ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছেন। অতএব তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মুহাদ্দাসের মাঝে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও বীজ সুপ্ত থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেই অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে কার্যকর রূপ দিতে চাননি। আর ইবনে আব্বাসের ***'ওয়া মা আরসালনা মির রসূলীন ওয়া লা নবীইন ওয়া লা মুহাদ্দাসিন'*** কেরাআতটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করে। দেখ! কীভাবে নবী, রাসূল ও মুহাদ্দাসদের, এই কেরাআতে একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে! আর খোদা তা'লা বলেন, তাঁরা সকলেই নিষ্কলুষ ও রাসূলদের অন্তর্গত।

নি:সন্দেহে, মুহাদ্দাসীয়্যত সম্পূর্ণভাবে খোদার দান। এটি আদৌ চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। যেভাবে নবুওয়তের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তিনি মুহাদ্দাসদের সাথে সেভাবেই কথা বলেন, যেভাবে নবীদের সাথে কথা বলেন। মুহাদ্দাসদের সেভাবে প্রেরণ করা হয় যেভাবে রাসূলদের প্রেরণ করে থাকেন। মুহাদ্দাস সেই একই ঝর্ণা থেকে আধ্যাত্মিক সুধা পান করেন, যেখান থেকে নবী পান করেন। যদি দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী হতেন। রাসূলুল্লাহ্ যে হযরত ওমর (রা.)-কে মুহাদ্দাস আখ্যা দিয়েছেন, তার রহস্য এটিই, যার সাথে তাঁর এই উক্তিও রয়েছে, 'আমার পর নবী হবার থাকলে ওমর নবী হতো'। এটি কেবল এদিকে ইঙ্গিত করে, একজন মুহাদ্দাস নিজের মাঝে নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ ধারণ করে থাকেন। অতএব, তফাৎ কেবল প্রকাশিত গুণ এবং অন্তর্নিহিত গুণের এবং অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতার বাহ্যিক প্রতিফলনের। কাজেই নবুওয়তের উপমা হলো, একটি বাহ্যিক ফলবতী গাছের মত, যা অজস্র ফলবহন করে, আর তাহদীস এক বীজ সদৃশ, যাতে অন্তর্নিহিত সেসব কিছু থাকে, যা কার্যতঃ ও বাহ্যতঃ বৃক্ষে থেকে থাকে। যারা ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধানে থাকে, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ঈস্রাইলী নবীদের ন্যায়'-এ হাদীসে মহানবী (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখানে ওলামা বলতে সেসব মুহাদ্দাসদের বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে নিজ প্রভুর সন্নিধান থেকে জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে এবং তারা সম্বোধিত হন।

কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নবুওয়ত ও তাহদীসের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু অন্তর্নিহিত সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রকাশিত কার্যে রূপায়িত ব্যক্তির। যেমনটি এখনই আমি বৃক্ষ ও বীজের দৃষ্টান্তের আলোকে স্পষ্ট করেছি। অতএব, আমার এ কথা গ্রহণ করো, আর খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করো না। এছাড়া খাদার কাছে দোয়া করো, যেন তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের শ্রেণীভূক্ত হতে পারো।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ১৪৬-৪৭ থেকে উদ্ধৃত]

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

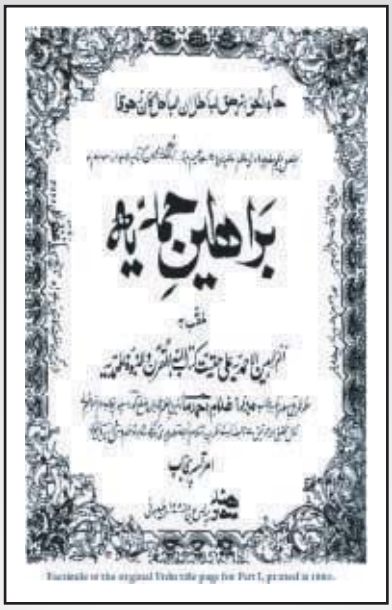

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৮ম কিস্তি)

মুখবন্ধঃ

কিছু বিষয় এতে প্রকাশ করা আবশ্যক যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রধানতঃ প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের বিরোধী, তার কাছে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও বিনয়ের সাথে নিবেদন করা হচ্ছে যে কারো মনে আঘাত দেয়া বা অনর্থক কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া আদৌ আমাদের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। বরং আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য ও পরম বাসনা হলো, সত্য ও সততার বহিঃপ্রকাশ। এ গ্রন্থে আমাদের কোন বিরোধীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত উল্লেখ করা আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বরং নিজের কাজ ও উদ্দেশ্য সাধনই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, কেননা নিখুঁত গবেষণা আর সকল সত্য-নীতি ও উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি যথাযথভাবে বর্ণনা করা সেসব ধর্মের নীতি নির্ধারকদের ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকার প্রমাণাদি তুলে ধরার ওপর নির্ভর করে যারা সত্য-নীতির পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী রাখে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকে তাদের উল্লেখ এবং তাদের সন্দেহের নিরসন আবশ্যক। এটি স্পষ্ট কথা যে, দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তির যথাযথভাবে খণ্ডন করা ছাড়া কোন প্রমাণ সঠিক গণ্য হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে নাস্তিক বা বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে, যদি তাদের রুগ্ন চিন্তাধারা ও সন্দেহ দূরীভূত করা হয় কেবল তবেই এই বিতর্কের যথাযথ সুরাহা হবে। আর আল্লাহ্ তা’লা যে আত্মা ও দেহের স্রষ্টা, এর অনুকূলে যদি প্রমাণাদি উপস্থাপন করি তাহলে ন্যায়পরায়ণতার আবশ্যকীয় দাবি হবে খোদা তা’লা সম্পর্কে আর্যসমাজীদের* সন্দেহ ও ভুলধারণার নিরসন করা, যারা খোদা তা’লা যে স্রষ্টা সেকথা অস্বীকার করে ।

*টিকা (১) : এটি হিন্দুদের মাঝে মাথা চাড়া দেয়া একটি নব্য ফিরকা বা দল যারা নিজেদের ধর্মীয় দলের নাম করণ করে ‘আরিয়া সমাজ’ বা আর্য সমাজ। আজকাল এর তত্ত্বাবধায়ক বরং বলতে হবে এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন, দিয়ানন্দ নামের এক পন্ডিত। এই ফিরকা বা দলকে যে আমরা ‘নব্য’ আখ্যায়িত করছি এর কারণ হলো, যে সকল নীতির এরা অনুসরণ করে আর বেদ-সংক্রান্ত তাদের ধ্যান-ধারণা ও তাদের কৃত বেদের ব্যাখ্যা, সর্ব-সাকুল্যে কোন আদি হিন্দু ফিরকায় দেখা যায় না। অধিকন্তু সম্মিলিতরূপে বেদের কোন তফসীরে এবং হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে এর কোন হদিস পাওয়া যায় না। বরং সেসব পাঁচ-মিশালী চিন্তাধারার সমাহারের কিছু হলো, পন্ডিত দিয়ানন্দ সাহেবের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ফসল, অপর কিছু হলো এমন উদ্ভট তছরুপ যে কিছু নেয়া হয়েছে এক স্থান হতে আর অন্য কিছু সংগৃহীত হয়েছে ভিন্ন স্থান হতে।

(চলমান টিকা)

এছাড়া যখন এলহামের আবশ্যকতা-সংক্রান্ত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করবো তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হবে সেসকল সন্দেহের নিরসন করা যা ব্রাহ্ম সমাজীদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে। অধিকন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথাও প্রমাণিত যে, এযুগের ইসলাম বিরোধীদের মাঝে যে অভ্যাস দানা বাঁধছে তাহলো, তারা যতক্ষণ না এটি দেখবে যে তাদের গৃহীত নীতি মিথ্যা ও সত্য পরিপন্থি আর যতক্ষণ স্বীয় ধর্মের ত্রুটি সম্পর্কে তারা অবহিত না হবে ততক্ষণ সততা ও ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপও করে না। ঐশী ধর্মের সত্যতার সূর্য তাদের কাছে যতই দেদীপ্যমান প্রতিভাত হোক না কেন, তারা এই সূর্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতএব এমন পরিস্থিতিতে অন্য ধর্মের উল্লেখ কেবল বৈধই নয় বরং সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যিকার সহমর্মিতার দাবি হবে তা অবশ্যই উল্লেখ করা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সন্দেহের নিরসন ও তাদের বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরতে কোন ত্রুটি না করা এবং কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় না নেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। বিশেষ করে যেখানে আমাদের জানা মতে তারা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত আর আমরা মনেপ্রাণে তাদের ভ্রান্তিতে নিপতিত জ্ঞান করি, তাদের রীতিনীতিকে সত্য পরিপন্থী হিসেবে জানি এবং তাদের এ সকল বিশ্বাসের সাথে এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবী ত্যাগ করাকে বড় আযাব বা শাস্তির কারণ বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। সেখানে আমরা জেনে-শুনে যদি তাদের সংশোধনের বিষয়ে চোখ বন্ধ করে রাখি, তাদের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকা এবং অন্যদের ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেয়ার কাজ জেনে বুঝে যদি চলতে দেই, তাহলে আমাদের ঈমান ও ধর্ম কোন্ কাজের আর আমরা আমাদের খোদাকেই বা কী উত্তর দেবো? যদিও একথাও মনে হয় যে, কতক বস্তুপূজারী যারা খোদা এবং তাঁর ধর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ভ্রুক্ষেপহীন, স্বীয় ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ইসলামের অনুপম গুণাবলীর বিবরণ শুনে মর্মাহত হবে, মুখ বিকৃত করবে, আর কিছু বলতে গিয়ে অন্য কিছু বলে বসবে।

কিন্তু আমরা আশা করি, এমন অনেক নিষ্ঠাবান সন্ধানীরও দেখা মিলবে যারা এ গ্রন্থ পাঠে সত্য ও সরল পথ লাভ করে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করবে। খোদা আমাদের যা বুঝিয়েছেন তাদেরও বোঝাবেন, আমাদের সামনে যা প্রকাশ করেছেন তাদের সামনেও তা প্রকাশ করবেন; সত্যিকার অর্থে এ গ্রন্থ তাদের জন্যই লেখা হয়েছে। তাদের জন্যই এই বোঝা আমরা শিরোধার্য করেছি। তারাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্বোধিত। তাদের হিতৈষণা ও সহমর্মিতা আমাদের হৃদয়ে এত ব্যাপক যে, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই বা কলম তা লিপিবদ্ধ করার শক্তি রাখে না।

আমি সত্য সন্ধানীদের জন্য হৃদয়ে যে ব্যথা লালন করি, সে ব্যথা আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আমার অন্তরাত্মা তাদের চিন্তায় এতটা উদ্বেলিত যে, আমি স্বীয় হৃদয় সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন আর নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন।

একারণে আমি আনন্দিত যে, আমি খোদার সৃষ্টির বেদনায় ব্যথিত; আমার হৃদয় থেকে বেদনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাতে আমি আনন্দ পাই।

আমার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বাসনা হলো সৃষ্টির সেবা; এটিই আমার কাজ এটিই আমার বিশ্বাস, এটিই আমার অভ্যাস আর এটিই আমার পথ।

আমি আমার নিজের ইচ্ছায় ওয়াজ-নসীহতের পথে পা রাখি না। এটি সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিই যা আমাকে এদিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আল্লাহর সৃষ্টির বেদনায় কেবল মুখে দুঃখ প্রকাশ করা কোন্ কাজের? এর জন্য শত জীবনও যদি উৎসর্গ করি আমি যথেষ্ট মনে করব না আর তারপরও ক্ষমাপ্রত্যাশী হবো। যখন আমি পৃথিবীর অন্ধকার ও অমানিশাকে দেখি (আমি চাই) খোদা পৃথিবীর জন্য আমার শেষ রাতের দোয়া গ্রহণ করুন।

অতএব সকল নিষ্ঠাবান ও সৎ লোকের কাছে নিবেদন, এই অধমকে একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ও সমব্যথী মনে করে আমার এই গ্রন্থ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। মানুষ নিজের বন্ধুর কথা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে থাকে আর তার আন্তরিক উপদেশকে যথাসাধ্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা থেকে বিরত থাকে; অধিকন্তু সেসকল কথা যদি প্রকৃতই তার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে হঠকারিতা পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করে। কেবল তাই নয় বরং যে বন্ধু আন্তরিক ভালবাসা ও নিষ্ঠার কারণে নিজ বন্ধুর হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং কল্যাণকর সকল বিষয় তাকে অবহিত করে, এমন বন্ধুর প্রতি সে কৃতজ্ঞ থাকে।

অনুরূপভাবে সকল ধর্মের জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী আর শ্রেষ্ঠ লোকদের কাছে আমিও আশা রাখব যে, ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে আমি যে সকল প্রমাণাদি লিখেছি আর যে সকল দৃষ্টিকোন থেকে পবিত্র কুরআন খোদার বাণী হওয়ার এবং অন্যান্য ইলহামী গ্রন্থের মাঝে এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণাদি দিয়েছি, যদি সে সকল প্রমাণাদিকে উৎকৃষ্ট ও অখণ্ডনীয় দেখেন তাহলে ন্যায়নিষ্ঠা ও খোদাভীতির দাবি অনুসারে তা গ্রহণ করুন আর অনর্থক

এক কথায় এ ধরনের ভেল্কিবাজিই হলো এ ফিরকার বৈশিষ্ট্য। এ ফিরকার প্রথম নীতি বা বিশ্বাস হলো, পরমেশ্বর আত্মা ও বস্তুর স্রষ্টা নন বরং এ সব কিছু পরম ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত আর নিজেরাই নিজ অস্তিত্বের পরমেশ্বর বা স্রষ্টা। পরমেশ্বর তাদের দৃষ্টিতে এমন এক সত্ত্বা যিনি ভাগ্যচক্রে বা নিজের বীরত্বের কারণে ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং নিজের মত বিভিন্ন বস্তু নিচয়ের ওপর রাজত্ব করেন। তিনি তাদের ওপরই নির্ভর করেন বা তাদের সমর্থনে তাঁর ঈশ্বরত্ব চলছে। যদি সে সব বস্তু-নিচয় না হতো তাহলে কোন গত্যন্তর ছিল না! তাদের বিশ্বাস হলো– আত্মা ও বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ নিজ অস্তিত্বের জন্য আদৌ পরমেশ্বরের ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন পরমেশ্বর মারা গেছেন বলেও যদি ধরে নেয়া হয়, তাদের কিছু যায় আসে না। আমরা এমন কান্ডজ্ঞানহীন বিশ্বাস হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ঔদাসীন্য ও কুধারণাবশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। *

আমি এক বিনয়ী মানুষ, পরম বিনয়ের সাথে কথা বলি আল্লাহ্ জানেন, কারো বিরুদ্ধে আমি হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ লালন করি না। আমি নিরর্থক এ কাজ আরম্ভ করিনি, বরং আমার বন্ধুর সৌন্দর্য্যের ঔজ্জ্বল্য আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে।

সাথীগণ! যে সকল নীতি ও বিশ্বাস মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী সৌভাগ্য বা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের কারণ হবে তা এ পৃথিবীতেই ভালভাবে অবগত হয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও মিথ্যাকে পরিহার করা আর যে সকল স্পর্শকাতর বিশ্বাসকে সে মুক্তির মূলমন্ত্র ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের কারণ মনে করে উৎকর্ষ ও দৃঢ় প্রমাণের ওপর সেসবের ভিত্তি রাখার মাঝেই মানুষের সমূহ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা নিহিত।

এমন সকল কাহিনী নিয়ে অহংকার করা বা ঘোরের ভেতর থাকা সমীচীন নয় যা শৈশবে মা বা নানী শিখিয়েছেন। কেননা যে সকল বিষয়ের সত্যতার পক্ষে একটি প্রমাণও নেই কেবল সে সকল সন্দেহ ও ধারণা-প্রসূত কথার ওপর নীর্ভর করে বসে থাকা সত্যিকার অর্থে আত্মপ্রতারণার নামান্তর। সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে ও বুঝে যে এমন গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর এমন নীতি, যাকে বিভিন্ন জাতি খোদার পরম সন্তুষ্টি ও নিজেদের মুক্তির কারণ ভেবে বসে আছে আর যা না মানার প্রেক্ষিতে এক জাতি অন্য জাতিকে দোষখী আখ্যায়িত করে, তার অনুকূলে ইলহামী সাক্ষ্যের পাশাপাশি যৌক্তিক প্রমাণাদি থাকাও একান্ত আবশ্যক। কেননা ইলহামী সাক্ষ্য যদিও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিষয় আর একীন বা বিশ্বাসের সোপান সফলভাবে অতিক্রম করা এর ওপরই নির্ভর করে; কিন্তু ইলহামের দাবিদার কোন গ্রন্থ যদি এমন কোন বিষয়ের শিক্ষা দেয় যা নিষিদ্ধ হওয়া সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত; তাহলে তা কোনভাবে সঠিক হতে পারে না। বরং যে গ্রন্থে এমন অবাস্তব বিষয় লিখা হয়েছে সে গ্রন্থই মিথ্যা, প্রক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত আখ্যা পাবে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

টিকা নং –২

ইসলামের কোন বিরোধী যদি এই আপত্তি করে যে, কুরআন শরীফকে সকল ইলহামী গ্রন্থের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও মহান আখ্যা দিলে অন্য সকল গ্রন্থ আবশ্যকীয়ভাবে নিম্ন মানের আখ্যা পায়, অথচ এর প্রত্যেকটি এক খোদার বাণী– তাই কীভাবে একথা বলা সঙ্গত হতে পারে যে, এর কোনটি তুচ্ছ আর কোনটি উচ্চ? এর উত্তর হলো, এলহাম হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে সকল গ্রন্থ সমান। কিন্তু ধর্মের সম্পূর্ণতা সংক্রান্ত বিষয়াদীর বিশদ বিবরণের দৃষ্টিকোন হতে কিছু অপর কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এ দৃষ্টিকোন থেকে কুরআন শরীফ সকল ঐশী গ্রন্থের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। কেননা একত্ববাদ, সর্ব প্রকার প্রকার শিরক হতে বারণ, আধ্যাত্মিক ব্যাধির নিরাময়, মিথ্যা ধর্মাবলীকে মিথ্যা প্রমাণের যুক্তি এবং সত্য বিশ্বাসের পক্ষে প্রকৃত ও সত্য যুক্তি যতটা উৎকর্ষতার সাথে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তা অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ নেই। এ দাবির সপক্ষে প্রমাণ আমরা এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্ববিস্তারে উপস্থাপন করব।

যদি কারো মনে এই সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগে যে, খোদা তা'লা ধর্মীয় তথ্য ও তত্ত্ব, সকল ঐশী গ্রন্থে সমানভাবে কেন উল্লেখ করলেন না? কুরআন শরীফকে কেন উৎকর্ষের সবচেয়ে মহান সমাহার বানিয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এমন সন্দেহ কেবল সে ব্যক্তির হৃদয়ে দানা বাঁধবে যে ওহীর বাস্তবতা বা প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না আর ওহী কোন্ কারণে এবং কীভাবে অবতীর্ণ হয় তা জানে না? সুতরাং জানা থাকা উচিৎ যে, এমন কোন কারণ ছাড়া ওহী আদৌ অবতীর্ণ হয় না যা ওহী নাযিল হওয়ার জোর দাবি রাখে; এ হলো ওহীর সত্যিকার বাস্তবাতা। প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই ওহী অবতীর্ণ হয়। যখনই প্রয়োজন দেখা দেয়, ক্রমাগতভাবে সে অনুসারেই ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে। কেননা ওহী সম্পর্কে এটিই আল্লাহ্‌র চিরায়ত রীতি যে, যতক্ষণ ওহী অবতরণের কারণ না দেখা দেবে ততক্ষণ ওহী নাযিল হবে না। স্পষ্ট কথা যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কোন আবশ্যকীয় কারণ দেখা দেয়া ছাড়া অনর্থক ওহী নাযেল হওয়া একটি বৃথা কাজ যা খোদা তা'লার মত মহা প্রজ্ঞাশীল সত্তার প্রতি আরোপিত হতে পারে না যিনি সকল কাজ প্রজ্ঞা, যথার্থতা ও সময়ের দাবি অনুসারে করে থাকেন। তাই বুঝতে হবে, কুরআন শরীফে যে ঐশী শিক্ষা উৎকর্ষরূপে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়নি। অথবা ধর্মের সম্পূর্ণতা-সংক্রান্ত বিষয়াদি যা এতে লেখা হয়েছে তা অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এর কারণ হলো, অতীত গ্রন্থাবলীর যুগে ওহী নাযিল হওয়ার সে কারণগুলো দেখা দেয় নি যা কুরআন শরীফের সামনে ছিল। অধিকন্তু কুরআনের পূর্বে অন্য কোন যুগে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সে কারণগুলো প্রকাশ পেয়ে যাওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। একথার প্রমাণও প্রথম পর্বে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হবে। (লেখক)

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' এবং 'আল ইস্তিফ্‌তা' আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা আরো উত্তম কোন শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হবে বলে মনে করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়-

পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা, ১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
masumon83@yahoo.com

জুমুআর খুতবা

ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্রপূর্ণ শিক্ষা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি এখানকার এক পত্রিকার একজন কলামিস্ট লিখেছেন একইভাবে একজন অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদও বলেছেন, ইসলামী শিক্ষায় জিহাদ এবং অপরাপর যত নির্দেশাবলী রয়েছে তার কারণেই মুসলমানরা উগ্রপন্থী হয়ে উঠছে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের একজন রাজনীতিবিদও এই কথাই বলেছেন, ইসলামী শিক্ষায় অবশ্যই কিছু কিছু উগ্র বা চরমভাবাপন্ন শিক্ষা রয়েছে যে কারণে মুসলমানরা আজ উগ্র মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।

আজকাল ইসলামের নামে ইরাক এবং সিরিয়ায় যেই উগ্রপন্থী গোষ্ঠী কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকারকে কেবল যে হুমকি-ধমকীই দিয়েছে তা-ই নয় বরং কোন কোন স্থানে পাশবিক এবং নৃশংস আক্রমন চালিয়ে প্রাণহানিও ঘটিয়েছে, যার কথা আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছি। এ বিষয়টি যেখানে সাধারণ মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে তুলেছে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতক নেত্রীবৃন্দকে তাদের অজ্ঞতা বা ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলাম সম্পর্কে মুখ খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। বক্তারা এবং লেখকরা একথা বলে এবং লিখে যে,

নিঃসন্দেহে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষায়ও কিছু কঠোর আদেশ-নিষেধ থেকে থাকবে কিন্তু সেসব ধর্মের মান্যকারীরা হয়তো তা অনুসরণ করে না বা পরিস্থিতি অনুসারে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়েছে আর যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষায় পরিবর্তন এনেছে। তারা এ কথার ওপর জোর দিচ্ছে যে, কুরআনের শিক্ষায়ও যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন আনা উচিত। যাহোক এতে অন্ততঃপক্ষে একথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের কথা অনুসারে এদের শিক্ষা আর খোদার শিক্ষা রইল না বরং তা মানুষেরই মনগড়া শিক্ষা। আর এমনই হওয়ার ছিল কেননা; এসব শিক্ষা স্থায়ী হওয়ার বা কিয়ামত পর্যন্ত এগুলোর অনুসরণকারী জন্ম নেয়া সংক্রান্ত খোদা তা'লার কোন প্রতিশ্রুতি নেই, কিন্তু কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

অর্থাৎ, এই যিক্‌র বা এই কুরআনকে আমরাই নাযিল করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা করবো (সূরা আল্ হিজর-১০) সেখানে তিনি এর সুরক্ষা বা হিফাযতের ব্যবস্থাও হাতে নিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে এই আয়াতের তফসীর করেছেন।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **এটিই আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি যে, তিনি যখন কোন জাতিকে কোন কাজ করতে বারণ করেন তখন তাদের কতকের সেই অপকর্মে লিপ্ত হওয়া একটি অবধারিত নিয়তি। যেভাবে তওরাতে তিনি ইহুদীদের বারণ করেছিলেন যে তোমরা তওরাত এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা প্রক্ষেপণ করবে না। কিন্তু তাদের কতক তাতে প্রক্ষেপণ করেছে। কিন্তু কুরআনে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কুরআনে প্রক্ষেপণ করবে না বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে না বরং বলা হয়েছে,**

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলছে, এই শিক্ষাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার মানসে যখন এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে তখন খোদা তা'লা ঊর্ধ্বলোক থেকে তাঁর কোন প্রেরিতের মাধ্যমে এর সুরক্ষা বিধান করবেন।"** অতএব বিভিন্ন সময় কুরআনী শিক্ষার ওপর আপত্তি করে এরা এর শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় কেননা; তাদের নিজেদের শিক্ষা হয়তো বিলুপ্ত গেছে বা শুধু গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আজকাল তথ্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন রীতি রয়েছে যেমন, টুইট করা হয় বা হোয়াট্‌স এ্যাপ ইত্যাদি করা হয়। সম্প্রতি হোয়াট্‌স এ্যাপ ইত্যাদিতে একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্য প্রামান্য চিত্র আদান-প্রদান হচ্ছে। তাতে দেখা যায়, দু'জন যুবক একটি বই থেকে মানুষকে কিছু আয়াত বা আয়াতের অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছে যার মলাটে লেখা ছিল কুরআন। তারা বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞাসা করছিল এবং তাদের মতামত জানতে চাচ্ছিল যে, এগুলো কেমন শিক্ষা? এর মলাটে যেহেতু কুরআন বা কুরআন সংক্রান্ত বই লেখা ছিল, তাদের সবাই শুধু একারণে ইসলামী শিক্ষার সমালোচনা করছিল এই বলে যে, দেখ! প্রমাণ হয়ে গেছে, ইসলামী শিক্ষাই এমন, যে কারণে মুসলমানরা এমন অপকর্ম করে বেড়ায়। এর কিছুক্ষণ পরে সেই যুবকরা সেই গ্রন্থের মলাট খুলে ফেলে এবং দেখায় যে, এটি ইসলাম নয় বরং বাইবেলের শিক্ষা, তারা বলে যে আমরা আসলে বাইবেল পড়ছিলাম। কিন্তু কেউ তখন আর কোন নেতিবাচক মন্তব্য করেনি। ইসলামের নাম শুনলে তাৎক্ষণিকভাবে সমালোচনামুখর হয়ে মন্তব্য আরম্ভ হয়ে যায়, কিন্তু তখন তারা হেসে চুপ হয়ে যায়। পুরুষ মহিলা সবাই মন্তব্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন মহিলা অবাক হয়ে বলে, আশ্চর্যের বিষয়, আমি তো খ্রিস্টান স্কুলে পড়ালেখা করেছি, বাইবেলও পড়েছি। আমার এদিকে দৃষ্টিই যায় নি। এই হলো এদের স্বরূপ। কোন মুসলমান যদি অপকর্ম করে সেটিকে তারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে কিন্তু যদি অন্য ধর্মের কেউ এমন করে তাহলে তারা বলে, এই বেচারা অক্ষম বা পাগল। আমরা মানি এবং জানি, ইসলাম সম্পর্কে কতিপয় মুসলমান গোষ্ঠীর ভ্রান্ত আচরণ এই ধর্মকে দুর্নাম করে রেখেছে কিন্তু এর জন্য কুরআনী শিক্ষাকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা আর এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ের হিংসা এবং বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর এক চরম বহিঃপ্রকাশ হলো আজকাল আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীর ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা।

যাহোক ইসলাম সম্পর্কে এরা যা ইচ্ছা বলতে পারে। কিন্তু ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মোকাবিলা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও করতে পারবে না আর তাদের নিজেদের প্রণীত কোন আইনও নয়। পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ধর্মীয় পুস্তকে পরিবর্তন আনলেও পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআনের সুরক্ষার জন্য তাঁর এক মনোনীত মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন। যিনি ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"পবিত্র কুরআন, যার অপর নাম হলো যিক্‌র বা উপদেশবাণী, তা সেই প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত সত্য এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতার কথা স্মরণ করানোর জন্য এসেছিল। খোদার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি**

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(সূরা আল্ হিজর-১০)

অনুসারে এ যুগেও ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন শিক্ষক এসেছেন যিনি

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

(সূরা আল্ জুমু'আ-৪) এর সত্যায়নকারী এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। তিনিই সে ব্যক্তি, যিনি এখন তোমাদের মাঝে কথা বলছেন।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুরআন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং মুসলমানদের এই পরীক্ষা এবং নৈরাজ্যের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া হতে রক্ষা করেছেন। তাই সৌভাগ্যবান তারা যারা এই জামাতকে মূল্যায়ন করে এবং এর থেকে উপকৃত হয় অর্থাৎ তাঁর জামাতভুক্ত হয়।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে পাঠিয়েছেন। কুরআনের সাহায্য এবং সমর্থন আমাদের সাথে রয়েছে। এটি আজ অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মের অনুসারীদের ভাগ্যে জোটেনি।"**

অতএব এ বিষয়গুলো ইসলাম বিরোধীদের আপত্তির যথেষ্ট উত্তর। তাদের এই কথা বলা যে, অন্যান্য ধর্ম যুগের দাবি অনুসারে নিজের মাঝে বা নিজের রূপে পরিবর্তন করেছে এটি এ কথার স্বীকারোক্তি যে, সেসব ধর্ম প্রাণহীন। কিন্তু একইসাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই প্রতাপান্বিত বাণীতে মুসলমানদেরও আহ্বান করা হচ্ছে যে প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের ওপর যে আক্রমন হচ্ছে তা খন্ডনের জন্য সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরার মাধ্যমে এসব বিরোধীর মুখ বন্ধ করুন যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং উগ্রতার অপবাদ আরোপ করে থাকে। যারা বা যেই গোষ্ঠী তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারের দাবি করে তারা সত্যিকার অর্থে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতের ক্রীড়নক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন, **এ যুগ তরবারির জিহাদের যুগ নয়**। আর তরবারির জিহাদের অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেয়া হয়েছিল যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সৃষ্টি হয়েছিল; অর্থাৎ শত্রুরা ইসলামকে তরবারির জোরে নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্ন দেখছিল। ইসলাম শান্তি এবং প্রেম-প্রীতির শিক্ষায় পরিপূর্ণ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এই শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

অতএব বর্তমান যুগে এই শিক্ষা প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। আর প্রত্যেক আহমদীর এই শিক্ষা অনুধাবন করা প্রয়োজন রয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে এটি মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। কেবল তবেই আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। আজ কেবল আমরা আহমদীরাই মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় শ্রেণীকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারি।

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে তারা অজ্ঞ। আর তাদেরকে তাদের অজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের-ই অবহিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা, শান্তি এবং নিরাপত্তার শিক্ষা। কুরআনী শিক্ষার আলোকেই এই শিক্ষা পৃথিবীবাসীকে দেখাতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, তোমরা না জেনেই যে বলে বস, ইসলামী শিক্ষায় উগ্রতা রয়েছে, এ কারণে মুসলমানরা উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছে– এটি তোমাদের জ্ঞানহীনতা এবং অজ্ঞতার পরিচয়। মুসলমানদেরও বলতে হবে, পারস্পরিক হত্যা, খুন এবং দলাদলির মাধ্যমে তোমরা ইসলামের দুর্নাম করছ। যদিও আমাদের কাছে খুব বেশি রিসোর্সেস বা উপায়-উপকরণ নেই তথাপি যতটা আমরা প্রেস বা প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করতে পারি তা সব দেশে এবং সব শহরে আমাদের করতে হবে। এখন পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের সঠিক চিত্র দেখানো একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রায় সর্বত্রই এদিকে জামাতের দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি হলো, অনবরত এ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। তাদের মাধ্যমে জনসাধারণকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আমেরিকায় জামাতের ব্যাপক যোগাযোগ রয়েছে। অন্যান্য দেশেও রয়েছে। এখানেও কিছু যোগাযোগ আছে এবং জার্মানীতেও রয়েছে। এখন যোগাযোগের এই পরিধিকে আরো ব্যাপকতর করা প্রয়োজন ।

সম্প্রতি এখানে ব্রিটিশ সংসদে গ্লাসগোর একজন এমপি ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ইসলামের শান্তি এবং নিরাপত্তাপূর্ণ শিক্ষা যারা মেনে চলে তারা হলো, আহমদী মুসলমান। আমি গ্লাসগোতে তাদের একটি শান্তি সম্মেলনে অর্থাৎ পিস সিম্পোজিয়ামে যোগ দিয়েছিলাম; তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।' তখনই সেখানে উপস্থিত বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোম সেক্রেটারী বলেন, 'আহমদীরা যে ইসলাম তুলে ধরে তা সত্যিই সেই শিক্ষা থেকে পৃথক যা উগ্রপন্থী মুসলমানরা তুলে ধরে। আর সত্যিকার অর্থে আহমদীরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক। **সত্য কথা হলো, আহমদীরা নতুন কোন শিক্ষা তুলে ধরে না বরং কুরআনী শিক্ষাই উপস্থাপন করে।**' কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর আমরা যদি নীরব হয়ে যাই তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ভুলে যাবে যে, হ্যাঁ বৃটিশ সংসদে একটি প্রশ্ন উঠেছিল আর এটিই সবকিছু! এটিকে এখন সবসময় স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষা কী। একবার প্রচার মাধ্যম হয়তো সংবাদ প্রকাশ করে এরপর তারা নীরব হয়ে যায়। কিন্তু উগ্রতামূলক কোন ঘটনা যদি ঘটে বা না ঘটলেও এর বরাতে পত্রিকায় লাগাতার শিরোনাম ছাপা হয় আর তখনই ইসলাম বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সুযোগ পায়।

সম্প্রতি আমার জাপান সফরকালে সেখানেও শিক্ষিত শ্রেণী একথারই বহিঃপ্রকাশ করছিল বরং একজন খ্রিস্টান পাদ্রীও বলেন, **এই ইসলামী শিক্ষা যা আপনি কুরআনী শিক্ষার আলোকে তুলে ধরছেন, জাপানীদের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে বরং পৃথিবীবাসীর এর প্রয়োজন রয়েছে**। তিনি বলেন, **এটি তখনই কল্যাণকর হবে যদি এই কথাকে এই অনুষ্ঠান পর্যন্তই সীমিত না রাখা হয় যাতে আপনি বক্তৃতা করছেন বরং এই শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার অব্যাহত চেষ্টা করুন**। অতএব ন্যায়পরায়ণ অ-মুসলমানরাও বলছেন যে, গুটিয়ে বসে থাকবেন না বরং অবিরত পৃথিবীবাসীর সামনে এই শিক্ষা যদি তুলে ধরেন বা তুলে ধরা অব্যাহত রাখেন তবেই লাভজনক হবে। এখন জাপান জামাতের কাজ হবে, সঠিক পরিকল্পনা করে এই কথাকে স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা। ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার জ্ঞান এবং বুৎপত্তি যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের লাভ হয়েছে একে যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচার এবং প্রসার করুন।

এই সুন্দর শিক্ষার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না। আর এসব কথা কুরআনী শিক্ষার আলোকে তিনি (আ.) আমাদের অবহিত করেছেন। জামাতের বই-পুস্তক এবং সাহিত্যেও তা বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সঠিক তফসীর এবং ব্যাখ্যা করার জন্য বা তফসীর ও ব্যাখ্যা প্রচার এবং প্রসারের জন্য, এর সঠিক অর্থ প্রচার এবং প্রসারের জন্য এবং কুরআনের সুরক্ষা ও হিফাযতের জন্য তাঁকে (আ.) পাঠিয়েছেন– যেমনটি কিনা তিনি নিজেই বলেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচনাবলী, তাঁর মলফুযাত ও বক্তৃতার মাধ্যমে যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুতরাং এ যুগে কুরআনের হিফাযত ও সুরক্ষার কাজ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে সাধন করেছেন আর প্রত্যেক আহমদীর এখন দায়িত্ব হলো, সব শ্রেণী এবং সব প্রকৃতির মানুষের কাছে এই বাণী পৌঁছানো। সর্বত্র এই বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে তাঁর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা পালন করুন। এখন আমি কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যা ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ, ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। (সূরা আল্ বাকারা-২৫৭)

এরপর বলেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'লা নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাইতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে যত মানুষ আছে সবাই ঈমান আনতো। (সূরা ইউনুস-১০০)

অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লাও বাধ্য করেন না সেখানে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "ইসলাম কখনো জোর-জবরদস্তির শিক্ষা দেয়নি। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি আল্লাহ্ তা'লা চাইতেন তাহলে

لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

পৃথিবীতে যারাই আছে তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতো কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তা চাননি। তাই মহানবী (সা.)-এর বাসনা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন , এই কাজ তুমি চাইলেই হবে না।" অতএব একথা সব সময় দৃষ্টিগোচর রাখা চাই আর এই একটিমাত্র শিক্ষাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, ইসলামে কোনরূপ জোর জবরদস্তির সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ইসলাম কখনো বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়নি। যদি কুরআন এবং সমস্ত হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হয় আর মানুষ যদি যথাসাধ্য প্রণিধানের সাথে পড়ে ও শুনে এবং বোঝার চেষ্টা করে তাহলে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের শিক্ষা দেয় মর্মে আপত্তিটি অত্যন্ত লজ্জাস্কর এবং ভিত্তিহীন একটি আপত্তি প্রমাণিত হবে দিয়েছে। এটি তাদের ধারণা মাত্র যারা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি বরং মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করেছে। কিন্তু আমি জানি, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে যখন সততার সন্ধানী ও ভিখারীদের সামনে এভাবে অপবাদ আরোপের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা কি সেই ধর্মকে জোর-জবরদস্তিমূলক ধর্ম আখ্যা দিতে পারি যার ঐশীগ্রন্থ কুরআনে স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে যে,

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ, জোর করে কাউকে ধর্ম গ্রহণের বাধ্য করা যাবে না, ধর্মের বিষয়ে জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়। আমরা সেই সম্মানিত রসূলকে জোর-জবরদস্তির জন্য অভিযুক্ত করতে পারি কি যিনি তের বছর পর্যন্ত দিবারাত্র মক্কায় নিজের অনুসারীদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, অনিষ্টের মোকাবিলা করবে না, ধৈর্য ধারণ কর? অবশ্য শত্রুর দুস্কৃতি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সব জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে তখন ঐশী আত্মাভিমানের দাবি ছিল যারা তরবারি হাতে নেয় তাদেরকে তরবারির মাধ্যমেই হত্যা করা। নতুবা পবিত্র কুরআনে কোথাও বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়া হয়নি। যদি জোর জবরদস্তির শিক্ষা দেয়া হতো তাহলে আমাদের রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ জোর- জবরদস্তি মূলক শিক্ষার কারণে পরীক্ষার সময় প্রকৃত বিশ্বাসীদের মতো নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতেন না। জোর-জবরদস্তি বা বাহুবল যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে তারা কখনো আন্তরিকতার সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের নেতা ও মনিব, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিশ্বস্ততা এমন একটি বিষয় যা এখানে বিষদভাবে তুলে ধরার আমাদের প্রয়োজন নেই।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **তিন প্রকার যুদ্ধের বাইরে কোন ইসলামী যুদ্ধ ছিল না। ইসলামে তিন ধরনের যুদ্ধ ছিল অর্থাৎ তিনটি ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিরক্ষামূলক বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থাৎ কেউ আক্রমন করলে তখন হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শাস্তিস্বরূপ, অর্থাৎ হত্যার অপরাধে হত্যা অর্থাৎ, কেউ হত্যা করলে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। অর্থাৎ কেউ আক্রমন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে তখন শাস্তি স্বরূপ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বা শাস্তি দেয়া হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে; যুদ্ধ হোক বা শান্তির যুগ হোক উভয় ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। আর তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ আক্রমনকারীদের শক্তিকে পদদলিত করার জন্য। যারা মুসলমান হওয়ার দোষে হত্যা করতো, এমন শত্রু যারা শুধু এ কারণে হত্যা করতো যে, তোমরা মুসলমান কেন হলে? মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করা এটি একটি ধর্মীয় হত্যাকান্ড, অর্থাৎ, ধর্ম পরিবর্তন করেছ বলে তোমাকে হত্যা করা হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরা মুসলমানদের হত্যা করছে, তাই এদের বিরুদ্ধেও তরবারি হাতে নেয়া বৈধ।**

তিনি বলেন, **এই তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন কারণে তরবারি হাতে তুলে নেয়ার**

বা কঠোর ব্যবহারের অনুমতি নেই।

তিনি (আ.) বলেন, কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য তরবারি হাতে তুলে নেবে না। ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যাবলী তুলে ধর আর উত্তম আদর্শের মাধ্যমে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ কথা মনে করো না যে, সূচনাতে বা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে তরবারি হাতে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে! সেই তরবারি ধর্ম প্রচারের জন্য হাতে তুলে নেয়া হয়নি বরং শত্রুর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য বা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল। ধর্মের জন্য বলপ্রয়োগ এর উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি (আ.) বলেন, **যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে শুধু এতটুকুই জানে যে, তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা উচিত; তারা ইসলামের অভ্যন্তরিন সৌন্দর্যকে স্বীকার করে না। আর তাদের বা এদের কার্যক্রম পশুর কাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখে অর্থাৎ এরা পশু।** অতএব জোর করে ইসলামভুক্ত না করার ঘোষণা আপত্তিকারীর আপত্তি খন্ডনের জন্য যথেষ্ট। যারা বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান তারা জানে এবং বুঝে যে অনর্থক এবং অন্যায়ভাবে ইসলামের দুর্নাম করা হয়। যেমনটি আমি বলেছি, অনেক শিক্ষিত মানুষ এমনকি খ্রিস্টান পাদ্রীও অনুরোধ করেছেন যে, ইসলামের এই শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষার অনেক বেশি প্রচার কর । মানুষ যে বলে, ইসলামী শিক্ষা প্রচার কর– এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি' সততার সন্ধানী এবং ভিখারীরা এসব অপবাদ সম্পর্কে অবহিত হবে, যখন তারা জানতে পারবে যে, মূল শিক্ষা কী'– পূর্ণতা লাভ করছে। কিন্তু একই সাথে তিনি (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে তুলে ধর। আর আর এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকলেই এটি সম্ভব হতে পারে; অতএব জ্ঞান বৃদ্ধি কর। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, উত্তম আদর্শের মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর, উত্তম আদর্শ প্রদর্শন কর যেন তোমাদের দেখেই মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তাই সব আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হলো, ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, এরপর ব্যক্তিগত উত্তম আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। আর এই জ্ঞান এবং কর্মগুণেই এযুগে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাসত্বের শৃঙ্খলে এসে কুরআন এবং ইসলামের সুরক্ষা বা হিফাযতের কাজে আমরা অবদান রাখতে পারি আর পৃথিবীবাসীকে বলতে পারি, যদি পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে কুরআনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ইসলাম যারা গ্রহণ করে না, তাদের চিত্র এক জায়গায় পবিত্র কুরআন এভাবে অঙ্কন করেছে,

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

অর্থাৎ, তারা বলে, তোমার প্রতি যে হিদায়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমরা যদি তার অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে (সূরা আল্ কাসাস-৫৮)। তাই ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে করা হয় না যে, এটি অন্যায় এবং জোর-জবরদস্তির শিক্ষা দেয় বরং যারা গ্রহণ করে না তারা যে আপত্তি করছে এর কারণ হলো তারা বলে, তোমার শিক্ষা যা শান্তির শিক্ষা, যা নিরাপত্তার শিক্ষা, তা অনুসরণ করলে চতুস্পার্শ্বের বিভিন্ন জাতি আমাদের ধ্বংস করে দেবে। অতএব ইসলামী শিক্ষা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করার শিক্ষা, শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা, প্রেম এবং ভালোবাসার বাণী প্রচার এবং প্রসারের শিক্ষা। কতিপয় মুসলমান দল যদি এই শিক্ষা না মানে এটি তাদের দুর্ভাগ্য। কুরআন নিঃসন্দেহে মূলরূপে তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে কিন্তু এর ওপর তাদের কোন আমল নেই, তারা এটি মেনে চলে না। কুরআন এবং কুরআনী শিক্ষার যেভাবে হিফাযত বা সুরক্ষা করা উচিত সেই হিফাযতের দায়িত্ব তারা পালন করছে না। এর সুরক্ষার দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতকেই পালন করতে হবে। জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে আমাদেরই পৃথিবীবাসীকে অবহিত করতে হবে, পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তা ইসলামের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন নয় বরং তাদের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন যারা এর বিরুদ্ধে চলছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি আমি পড়েছি তাতে তিনি বলেন, এরা যে ইসলামকে দুর্নাম করে এরা আসলে তারা মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপ করছে। সত্যিকার অর্থে তাদের এই মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্ত করছে। এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, পৃথিবীতে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। মুসলমান দেশে যেসব নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেখানেও কিছু পরাশক্তির হাত রয়েছে। এখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের আপনজনরাই বলছে, মুসলমান দেশের এই উগ্রপন্থী দলগুলো আমাদের সরকারেরই সৃষ্ট যা আমরা ইরাক যুদ্ধের পর বা সিরিয়ার পরিস্থিতির পর সৃষ্টি করেছি বা জন্ম দিয়েছি। এই কথা বলে আমি মুসলমান এবং যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে উগ্রতা এবং ইসলামী শিক্ষার ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরছে তাদেরকে দায়মুক্ত আখ্যাতিয়ত করছি না কিন্তু এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলোর অবশ্যই হাত রয়েছে। এ সবকিছুর বড় কারণ হলো সুবিচার না করা। এখন আর সেই যুগ নেই যে, কোন পরাশক্তি কোন বিবৃতি দিলেই পুরো পৃথিবী তা মাথা পেতে নিবে। বরং প্রচার মাধ্যমের সুবাদে সকল বিশ্লেষকের সেখানে পৌঁছা বা নিজের মতামত তুলে ধরা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখনও এক দিকে উগ্রপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার বুলি আওড়ানো হয়, তাদের ওপর বোমা বর্ষণ করা হয় আর অপর দিকে তাদের অস্ত্র সরবরাহকারী এবং অন্যায়ভাবে অর্থ সরবরাহকারী বা আর্থিক লেনদেন-কারীরদের জানা সত্ত্বেও অর্থাৎ, যদিও তারা জানে এ সবকিছু কীভাবে হচ্ছে তথাপি তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে।

অতএব পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাকে কেবল মুসলমান দলগুলোই হুমকিগ্রস্ত করছে না বরং যারা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায় অবিচার করছে বরং

পৃথিবীর বড় বড় সরকারগুলোও রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং পৃথিবীর শান্তি তাদের কাছে একটি কথার কথা বা গৌণ বিষয় মাত্র। একজন সত্যিকার মুসলমান জানে, আল্লাহ্ তা'লা হলেন, সালাম বা শান্তি। আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টির জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তাই চান। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শান্তি প্রদান এবং পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কতই না শিক্ষা দিয়েছেন, আর কত প্রকার পথের দিশা দিয়েছেন বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন; মুসলমানদের মাঝে আজ সত্যিকার অর্থে কেবল আহমদীরাই একথার জ্ঞান এবং বুৎপত্তি রাখে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলেন,

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ, আর সে যখন বললো, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা ঈমান আনছে না, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের উপেক্ষা কর আর এতটা বল যে, সালাম, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, এরা অচিরেই জানতে পারবে, এরা অচিরেই ইসলামের সত্য এবং বাস্তবতা অনুভব। (সূরা আয্ যুখরুফ-৮৯, ৯০)

অতএব এহলো কুরআনী শিক্ষা। মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্ তা'লার দিকে ডাকেন তখন শ্রোতারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমি এদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে ডাকি আর এরা অস্বীকার করছে। এরা শুধু অস্বীকারই করছে না বরং এরা এমন জাতি যারা শুধু ঈমান না এনেই ক্ষ্যান্ত দিচ্ছে না, শান্তির বাণীকে শুধু অবজ্ঞাই করছে না বরং তারা আমাকেও নিরাপদে থাকতে দেয় না এবং মুসলমানদের শান্তিকে বিনষ্ট করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ

তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তারা জানে না বা এরা নির্বোধ তাই বুঝে না, এরা রেগে যায়, ক্রোধান্বিত হয়। তাদের কথা শুনে এটিই বল, আমি তোমাদের জন্য শান্তি নিয়ে এসেছি, আমার কাজ হলো, শান্তির বার্তা প্রচার আর এই বাণীই আমি প্রচার করে যাব।

অতএব, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে বিরোধীদের সকল সীমালঙ্ঘন দেখে এবং সহ্য করে কেবল এই উত্তরই দেবে, আমি তোমাদের শান্তির বার্তাই দিয়ে থাকি এবং দিয়ে যাব, যেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যও যদি নির্দেশ এটিই হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানের জন্য এটি কত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আজকের পরিস্থিতিতে এভাবেই পয়গাম পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। আমাদের কাজ হলো, শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী প্রচার করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, যদি ইসলামের পক্ষ থেকে কোন সময় তরবারি উঠানো হয়ে থাকে তবে তা-ও আত্মরক্ষামূলকভাবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যুলুম এবং অন্যায় করার জন্য নয়। তাই প্রশ্নই উঠে না যে, কুরআন করীম কোন সময় বা কোন স্থানে এই নির্দেশ দিয়ে থাকবে যে তোমাদের কথা যে মানবে না তার বিরুদ্ধে তোমরা তরবারি হাতে তুলে নাও, তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেল। যদি কোন মুসলমান গোষ্ঠী এবং মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান আপন কর্মে এর পরিপন্থী কোন আচরণ করে আর দাবি করে, আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি তার জানা উচিত, এটি সত্যিকার ইসলাম নয়, এগুলো এমন মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ যা সে চরিতার্থ করতে চাচ্ছে বা পরাশক্তিগুলোর নিজস্ব স্বার্থ যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমানদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, ইসলামী শিক্ষাই এমন। একজন প্রকৃত মুসলমান এবং রহমান খোদার বান্দার যে পরিচয় আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন তাহলো,

وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

অর্থাৎ, যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তারা বিবাদ-বিষম্বাদ না করে বলে, আমরা তোমাদের জন্য শান্তিরই দোয়া করি। (সূরা আল্ ফুর্কান-৬৪)

অতএব এহলো কুরআনী শিক্ষা, আর এ শিক্ষাই সর্বস্তরে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। অতএব আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যুব সমাজকে কোন প্রকার হীনমন্যতার স্বীকার হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা; ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে আর এটি কুরআন এবং কেবল কুরআনই যা শান্তি এবং নিরাপত্তার বিস্তার এবং উগ্রতার অবসানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

তাই এই শিক্ষার ব্যুৎপত্তি এবং জ্ঞানার্জন সবার জন্য আবশ্যক, এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে শিরোধার্য করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা অনুসরণ করুন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জগদ্বাসীকে অবহিত করুন, আজকে কুরআনের সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, এটি তাঁর কৃপা। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাই এর অর্থের সুরক্ষা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন আর তিনি (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক দিয়ে এই কাজের জন্য আমাদেরও মনোনীত করেছেন এবং বেছে নিয়েছেন। অতএব এই সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তারের কাজ করা সব আহমদীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সব আহমদী ছেলে-মেয়ে এবং নর-নারীর চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবী এখন অগ্নিকুন্ডের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পরিস্থিতি এমন মোড় নিতে পারে যার ফলে তাদের তাতে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীবাসীকে এই অগ্নিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করা আর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করা একজন আহমদীর দায়িত্ব আর কেবল আহমদীরাই তা করতে পারে।

অতএব এর জন্য চেষ্টার প্রয়োজন। আর

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা, তাঁর সামনে বিনত হওয়া, তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করা, হৃদয়ে তাঁর ভীতি এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করা; কেবল তবেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এবং পৃথিবীবাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারি। এমনই মুহূর্তের জন্য এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے
جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار

অর্থাৎ, আগুন সর্বত্র আগুন, কিন্তু এই আগুন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে যারা মহা বিস্ময়ের অধিকারী খোদাকে ভালোবাসে।

অতএব আমাদের এই বিস্ময়ের মালিক এবং সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই খোদা-প্রেমের জগতে আমাদের আরো উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন আর দুনিয়ার কীটদেরও বিবেক বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদার ডাকে সাড়া দেয় এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে আর ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

নামাযের পর একজনের জানাযা হাযের এবং দু'জনের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। জানাযা হাযের হলো জনাব এনায়েতউল্লাহ্ আহমদী সাহেবের যিনি ২০১৫ সনের ৯ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'।

তিনি জামাতের মুবাল্লিগ ছিলেন, দীর্ঘকাল মুবাল্লিগ হিসেবে জামাতের খিদমত করেছেন। তার পিতার নাম হলো আল্লাহ্ বক্স সাহেব, যিনি কাদিয়ানের আল্লাহ্ বক্স টিম প্রেসের মালিক ছিলেন। এনায়েতুল্লাহ্ আহমদী সাহেব ১৯২০ সনের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বছর বয়সে কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন এবং কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সনে কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৯ সনে পূর্ব আফ্রিকায় সেনাবাহীনিতে যোগ দেন আর ১৯৪৬ সনে জুলাইয়ে পাশ করেন। ১৯৪৪ সনের ৩০শে মে, ২৪ বছর বয়সে জীবন উৎসর্গ করেন এবং ১৯৪৬ সনের জুলাই থেকে পূর্ব আফ্রিকায় মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ৬০ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বহির্বিশ্বে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ৪ বছর ৪মাস কেনিয়াতে, ১৮ বছর ১১ মাস তাঞ্জানিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেছেন। এরপর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত পাকিস্তানের শিয়ালকোট এবং ঝঙ্গ জেলায় মুরুব্বী জেলা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সন্তান-সন্ততিদের মাঝে চার ছেলে এবং তিনজন মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে জনাব হাবীবুল্লাহ্ আহমদী সাহেবেরও ওয়াক্‌ফ হিসেবে কাজের সৌভাগ্য হয়েছে। এনায়েতুল্লাহ্ আহমদী সাহেব যখন তাঞ্জানিয়ায় ছিলেন, সেখানে কাজের গন্ডি প্রসারিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সনে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জনাব মওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবকে সাহায্যের জন্য যেসব মুবল্লিগ পাঠিয়েছিলেন তাদের মাঝে চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন স্থানে জামাতের কাজ করেছেন। অনুরূপভাবে শেখ মুবারক সাহেব যখন সোহেলী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করছিলেন তখনও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার সাহায্যকারীদের মাঝে চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব এবং মওলানা জালাল উদ্দীন ক্বমর সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে সোহেলী ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদের কাজ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি দারুস সালামেও ৩বছর মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

একবার তিনি পাঙ্গালে জামাতের মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য সাইকেলে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে আহমদী বন্ধুরা বলে, গয়ের আহমদী ইমাম অন্যান্য লোকদের নিজের দলে ভিড়িয়েছে এবং মসজিদে আগুন দিয়ে মসজিদকে ধুলিস্যাৎ করার পরিকল্পনা রয়েছে, তাই আপনি সেখানে যাবেন না। তিনি তখন বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, আমি অবশ্যই যাব এবং তিনি তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন। যেমনটি বলেছি, সাইকেলে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক জায়গায় পাঙ্গালের চীফ-এর সাথে দেখা হয়। তিনি তাকে সাইকেল যোগে যেতে দেখে ব্রেক করেন এবং বলেন, গাড়ীতে বসুন। তিনি বলেন, আমি সাইকেলে যাচ্ছি এবং ঠিক আছি। যাহোক চীফের অনুরোধে অবশেষে তিনি কারে গাড়ীতে উঠেন আর চীফ তাকে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রামের পরিস্থিতির যে সংবাদ তিনি পেয়েছেন রাস্তায় চীফকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন চীফ সবাইকে ডাক দেন এবং বলেন, ইনি আমাদের অতিথি আর অতিথির সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করবে না। এমনটি আমি হতে দিব না। তার যা সাহায্য করা যায় আমি তা করবো। ইমামকে তিনি বকা-ঝকা করেন এবং বলেন, আমি তার পিছনে নামায পড়বো। এরপর নামাযের সময় হলে চীফ তার পিছনে তার ইমামতিতে নামায পড়েন। এলাকার লোকদের ওপর তার সুগভীর প্রভাব ছিল এবং তার যোগাযোগের গন্ডিও ছিল ব্যাপক। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রজন্মকে ও সন্তান-সন্ততিকে জামাত এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয়টি হলো গায়েবানা জানাযা, যা কাদিয়ানের দরবেশ মৌলভী বশীর আহমদ সাহেবের জানাযা। ৮৭ বছর বয়সে গত ৭ই ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'। মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব বদর সংখ্যায় প্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেন, এই অধমের গ্রামের এক বন্ধু মোহাম্মদ আহমদ সাহেব কালা আফগানা কাদিয়ান আসেন। আমি ডেরা বাবা নানকে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরীর সন্ধানে ছিলাম। জনাব মোহাম্মদ সাহেব পয়গাম পাঠান, আমি টোল আদায় বিভাগে চাকুরী ছেড়ে আল্ ফযল অফিসে কাজ করতে চাই, তুমি আমার জায়গায়

টোলে কাজে নিয়োজিত হও, তিনি তখন আহমদী ছিলেন না, এটি ১৯৪৬ সনের কথা। তিনি বলেন, আমি আমার গ্রাম থেকে কাদিয়ান স্থানান্তরিত হই আর টোল আদায় বিভাগে কাজ আরম্ভ করি। এরপর যখন আমি কাদিয়ানে চাকুরীর জন্য আসি তখন আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে খুব একটা জানা ছিল না। তিনি বলেন, আমি এক অমুসলমান বন্ধুকে বলি, নামাযের জন্য এমন কোন মসজিদের সংবাদ দাও যা কাদিয়ানীদের মসজিদ হবে না, আহমদী মসজিদে আমি যেতে পারি না। সেই অমুসলমান আমাকে মসজিদে আক্বসার রাস্তা সম্পর্কে অবহিত করে।

তিনি বলেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখি অনেক বড় মসজিদ, কেউ নামায পড়ছে, কেউ তিলাওয়াত করছে, সুন্দর মিনার দেখতে পাই। আমি মনে মনে আনন্দিত হই যে আমাদের মসজিদ তো খুবই ভালো, আমি এখন আর কাদিয়ানীদের মসজিদে যাব না। একদিন জানতে পারলাম, এটি আহমদীদেরই মসজিদ। তিনি বলেন, এরপর একদিন আহরারীদের মসজিদে যাই, সেখানকার অবস্থা দেখে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম যে এখন সবসময় মসজিদে আক্বসাতেই নামায পড়বো। এরপর ধীরে ধীরে এক আহমদী বন্ধুর সাথে তার পরিচয় হয়, তিনি তাকে জামাতী বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তবলীগে হিদায়াত ও অন্যান্য বই-পুস্তক পড়তে দেন। তিনি বলেন, এরফলে এই অধম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

১৯৪৭ সনে যখন দেশ বিভাগ হয় তখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে খোদ্দামরা দূর-দূরান্ত থেকে কেন্দ্রের হিফাযতের জন্য আসে। তখন এই অধমও কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য নাম লেখায় যা গৃহীত হয় আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, বয়আতের পর আমার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে পিতা-মাতা ভয়াবহ বিরোধিতা করে। এরপর দেশ বিভাগের সময় তারা আমাকে বলে, আমাদের সাথে চলে আস। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে হাহুতাশ করে কিন্তু আমার অস্বীকারের পর আমার পিতা-মাতা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চেষ্টা করে কিন্তু আমি যাইনি। আমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেই বরং তিনি বলেন, আমার এই দুঃখে আমার মায়ের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। ১৯৫২ সনে হায়দ্রাবাদের জহুর উদ্দীন সাহেবের কন্যা মুক্তারুন নেসা সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তার ঔরশে তার দুই ছেলে, মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং শোয়েব আহমদ সাহেব রয়েছেন। শোয়েব সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং নাযের বায়তুল মাল খরচ হিসেবে কাদিয়ানে কাজ করছেন। তার এক জামাতা ক্বারী নওয়াব সাহেবও ওয়াকেফে যিন্দেগী। তিনিও দেহাতী মুবাল্লিগ হিসেবে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমের তবলীগের সুগভীর আগ্রহ ছিল, কোন বোর্ডে বা শ্লেটে লিখে রাখতেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন যেন মানুষ পড়তে পারে এবং এরপর তবলীগ আরম্ভ করে দিতেন। অনুরূপভাবে তার বিভিন্ন অফিসেও কাজের সৌভাগ্য হয়েছে। বদর পত্রিকার ম্যানেজারও ছিলেন । অতিথিসালা এবং অন্যান্য স্থানেও কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগে এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে তার ব্যাপক যোগাযোগ ছিল, তারা তাকে সম্মান করতেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও সব সময় মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। মৃত্যুর দিনও যোহর ও আসর নামায মসজিদে পড়েছেন। মসজিদে মোবারকের পুরনো অংশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। রূইয়া এবং কুশুফে (সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের) অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি ছিলেন। মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রায় সময় নতুন ওয়াকেফে যিন্দেগী যুবক শ্রেণী তার সাহচর্যে বসে অনেক কল্যাণমণ্ডিত হতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদ মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা কানেতা সাহেবার, যিনি উড়িষ্যার অধিবাসীনি। আমাদের ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং কাদিয়ানের নূর হাসপাতালের ইনচার্জ ডাক্তার তারেক আহমদ সাহেবের মাতা ছিলেন। তিনি গত ১৬ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'। তিনি স্বল্পেতুষ্ট, সরল প্রকৃতির, ধৈর্যশীলা, দরিদ্রের লালনকারিনী এবং পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন। নিজের সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষা এবং উত্তম তরবীয়তের প্রতি তার সুগভীর দৃষ্টি ছিল। তার স্বামী সরকারী চাকুরে ছিলেন। সীমিত আয় ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও নিজের দরিদ্র এবং অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের খিদমত করতেন বা সেবা করতেন আর এক্ষেত্রে কানেতা সাহেবার সার্বাত্মক সহযোগিতা ছিল। তিনি কখনো আপত্তি করেন নি বরং সব সময় উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন এবং তার পুণ্য যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সঞ্চালিত হয়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের
তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৯ম কিস্তি)

হে যুবকগণ! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন। তোমরা বিশ্বে এক মহাবিপ্লব সাধিত হতে দেখছ, আর বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করছ। এ যুগের সবচেয়ে দুর্ভাগা জাতি হলো, মুসলমান। তাদের জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর তাদের অনেকেই ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। সকল বিপদাপদ তাদের ওপরই নিপতিত হয়। বিপদাপদ কেবল তাদেরকে ধ্বংস করে। যখনই কোনো বিদাত যা মাথা চাড়া দেয় তা তাদের মাঝেই অনুপ্রবেশ করে। পৃথিবী বা বস্তুজগত যখনই তাদের সামনে স্বর্ণ বা জাগতিক ধন-সম্পদ উপস্থাপন করে তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় আর তারা এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা দেখছি যে, তাদের যুবকরা ইসলামী মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছে আর নবী (সা.)-এর আদর্শের ছাপ পর্যন্ত মুছে ফেলেছে। খ্রিস্টানদের পোশাক পরিধানের পাশাপাশি তারা দাড়ি কামিয়ে গোঁফ লম্বা করেছে। তারা এ যুগে আকাশের নীচে বা ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে দূর্ভাগা জাতি। আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হলে তারা তা উপেক্ষা করে, আর তাঁর করুণা বর্ষিত হলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খাঞ্চা বা দস্তরখান অবতীর্ণ হলে তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আর ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। তারা আগুনের দাহন শক্তি বা উত্তাপ ও স্ফুলিঙ্গকে ভয় করে না, কিন্তু ইহজাগতিক তিক্ততা বা কষ্ট সম্পর্কে ত্রস্ত থাকে। যে পথের অর্ধেকও শয়তান অতিক্রম করতে পারে নি, তারা এর পুরোটাই অতিক্রম করেছে; চরম বিদ্রোহী খান্নাসকেও তারা হার মানিয়েছে।

তাদের ভেতর এমন মানুষও আছে যারা আলেম হওয়ার দাবি রাখে কিন্তু তাদের আচার-আচরণ নির্বোধের ন্যায়। অজ্ঞ এবং হিদায়াত-বিচ্যুত হয়েও এরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তারা সে সত্যকে উপেক্ষা করে যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রদীপ্ত। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে মাটিতে দাফন করে আর ঈসাকে সুউচ্চ আকাশে আরোহন করায়; এটি অনেক বড় একটি অন্যায় এবং অসম বন্টন। তারা দেখেও দেখে না। সত্য দেখে তারা জেনে-শুনে

অন্ধ সাজে। তারা সেই সত্যকে গোপন করে যা দিবাকরের ন্যায় স্পষ্ট। খোদার সাহায্য কত মহিমার সাথে অবতীর্ণ হলো তারা কি দেখে নি? আল্লাহ্ তা'লা বছর বছর তাদের এমন সব নিদর্শন দেখান যা তারা দেখা পছন্দ করে না* কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এমনভাবে অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে যায় যেন তারা কিছুই দেখে নি। তারা তাক্বওয়ার পথ এমনভাবে এড়িয়ে চলে যেন কোনো সিংহ সে পথে শিকারের উদ্দেশ্যে বসে আছে বা অন্যান্য বিপদাপদ তাদের পিছু ধাওয়া করছে। তারা কি মনে করে যে, তারা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তাদের বিস্মৃত বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত নিদর্শনাবলী দেখে না? কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে কি আল্লাহ্‌র এমন ব্যবহার তারা দেখেছে যেমনটি তাঁর (এই অধম) ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে? তাদের কি হয়েছে যে, তারা কষ্ট দেয়া, গালমন্দ ও অপমান করার অভ্যাস পরিত্যাগ করে না? তারা কি তাঁর বিরোধিতার কসম খেয়েছে বা শপথ করেছে এবং বিরোধিতার অঙ্গীকার করে রেখেছে? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাদের জন্য আক্ষেপ। তারা তাক্বওয়ার সীমারেখা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তারা নৈশভোজ ও অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা সৃষ্টিকে ভয় করে, স্রষ্টাকে (আল্লাহ্‌কে) নয়। তারা আগুনের তাপ ও লেলিহান শিখাকে ভয় করে না। তাদেরকে ধর্মশালার চাবি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাতে প্রবেশ করে নি। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করুক তাও তারা পছন্দ করে নি, তাই যুগ ইমামকে মানবে! এটি তাদের কাছে কী-করে আশা করা যায়?

পক্ষান্তরে তারা বলে, এ ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী, যে সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে। সে মুসলমানের পোশাকে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুস্তফা (সা.)-কে বিশ্বাস করে না। পরিতাপ! তারা আমার হৃদয় চিরেতো দেখেনি! তাই প্রশ্ন হলো তারা আমার গুপ্ত অবিশ্বাস সম্পর্কে কী-করে অবগত হলো? তারা এমন অনেক নিদর্শন দেখেছে, যা পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো দেখলে তারা ইহকাল ও পরকালে শাস্তি পেতো না।

সুতরাং এ হলো তাদের দুর্ভাগ্য। তাদের জন্য সূর্য উদিত হয়েছে এবং স্পষ্ট আলোর বিচ্ছুরণও ঘটেছে কিন্তু তারা গুহায় আত্মগোপন করে রয়েছে আর অন্ধকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসঘাতকের মাঝে এবং দিন ও তিমির রাতের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে না। তারা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তা নির্বাপিত করতে চায়। তাদের ষড়যন্ত্র পর্বতকে স্থানচ্যুত করার মত ভয়াবহ হলেও আল্লাহ্ যা করতে চান, তা করার তিনি পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তারা কি নিজেদের এমন জাতি মনে করে, যাদের পতন ঘটবে না? আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবেন, হোক না তা শিরা ও ধমনীতে সহজেই সঞ্চালনশীল সুপেয় দুধের ন্যায় বা অতি উন্নত ও সুমিষ্ট খাবার তুল্য। তারা কি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের শক্তি রাখে? আমাদের সর্বোচ্চ মহিমার অধিকারী প্রভু অতীব পবিত্র, তিনি সদা জয়যুক্ত হন, তাঁকে পরাজিত করা যায় না। তিনি আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র স্বীয় ইচ্ছা প্রবর্তন করেন। এমন কোনো যুবা আছে কি, যে তাঁকে ভয় করবে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না? স্বাধীন বা হীন ধ্যান-ধারণার দাসত্ব হতে মুক্ত কোনো মানুষ আছে কি, যে বাধ্য হবে অবাধ্য নয়? তারা কি পিতা-পিতামহের মতামতের ওপর নির্ভর করে? অথচ তাদের মতামতের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। তুমি তাদের সে সকল মতামতের ক্ষেত্রে বহুধা বিভক্ত দেখবে; তাদের মত কখনও এক পক্ষে কখনও ভিন্ন পক্ষে। এর কোনো স্থিতি নেই বরং মুহূর্তে-মুহূর্তে এতে পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি সত্যবাদী। আমি যা নিয়ে এসেছি, কোনো জ্ঞান ও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহলে আমি মৃত্যুদন্ড বা এর চেয়েও বড় যে কোনো শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। তারা কেবল অদৃশ্য সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে অদৃশ্য সম্পর্কে তারা অবহিত নয়।

তারা বলে, এ সকল হতভাগাদের কারণেই ভূমিকম্প ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে; তারাই হতচ্ছাড়া জাতি। দেখ, এরা কীভাবে অপলাপ করে! হে ঐশী গ্রন্থ ও রসূলের শত্রুগণ! তোমরা কেন আমাদের দোষারোপ করছ? সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং উদাসীন জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে প্রেরণ করেছেন; এটিই কি শাস্তি আসার কারণ?

***টিকা:**

আমি একাধিকবার লিখেছি, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা যে সব নিদর্শনের সংবাদ দিয়েছেন তার ভেতর সবচেয়ে বড়টি হলো আমার অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য, আমার কাছে দলে-দলে মানুষের আগমন এবং তাদের এই জামাতভুক্ত হওয়া। এই ওহী এমন যুগে হয়েছে, যখন আমি একজন অখ্যাত মানুষ ছিলাম আর যখন সাধারণ ও বিশেষ মানুষের কেউ আমাকে জানত না। এরপর আমার অনুসারীদের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যাদের সঠিক সংখ্যা দৃশ্য ও অদৃশ্যে জ্ঞাত খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা এদেশ ও অন্যান্য দেশে প্রবল বৃষ্টির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে যা দেশের সকল প্রান্তকে সমানভাবে কল্যাণমন্ডিত করেছে। সুতরাং চিন্তা কর! এসব কি মহান নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়? মিশর থেকে আমার কাছে ১৯০৭ সনের জানুয়ারীর শেষ দিকে যে পত্র এসেছে তা আমার এই কথার সত্যায়ন ও সমর্থন করে। আমি সুবিচারকদের দেখানোর জন্য এর দু'টো লাইন তুলে ধরছি; তা হলো: মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত পাঞ্জাব নিবাসী মসীহ্ মাওউদ, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রতি: আমার সালাম গ্রহণ করবেন, পরসমাচার এই যে, এ দেশে আপনার অনুসারীদের সংখ্যা অজস্র। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, বালুকণা বা কংকর কণিকার মত তারা অগণিত। তাদের সকলেই আপনার কথা অনুসারে চলে আর আপনার সাহায্যকারীদের অনুসরণ করে। আহমদ যোহরী বদরুদ্দীন, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ -লেখক

তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা বলছ কী? এ সবের আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সবই দেখেন। তোমরা অস্বীকারের তমসাচ্ছন্ন রাতগুলো ও এর অমানিশা প্রত্যক্ষ করছ। তোমরা একজন প্রেরিত পুরুষের প্রয়োজন এবং তার আগমনের লক্ষণাবলী অনুধাবনও কর; এরপরও অন্ধের মত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ!

যখন ইসলামের রাঙ্গা প্রভাত উদিত হলো আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহান নিদর্শনের মাধ্যমে শিরক্‌কে বিলুপ্ত করতে চাইলেন, তোমরা তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেলে যেন মানুষ সত্যের দিকে আসতে না পারে। তোমরা সূরা নূরে স্পষ্টভাবে পড় যে, সকল খলীফা এই উম্মত থেকেই আসবেন তারপরও ইস্রাঈলী ঈসাকে পেতে চাও; আর তাঁদের (ইস্রাঈলী খলীফা) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তোমরা ভুলে যাও। তোমরা আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর হাদীসে পড় যে, إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম আসবেন কিন্তু জেনে-শুনে তোমরা অজ্ঞ সাজো।

তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর, যে রহমানের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে? কাফিররা কীভাবে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? তোমরা ধর্ম ছেড়ে তাদের মত শয়তানের অনুসারী হয়ে যাও; এ হলো তাদের বাসনা। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন। জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র আত্মাভিমানের দাবি ছিল এ যুগে স্বীয় বান্দাকে প্রেরণ করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও সীমালংঘনকারীদের হাত থেকে স্বীয় বাহিনীকে রক্ষা করা; আর আমি হলাম সেই প্রত্যাদিষ্ট বান্দা– যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি সে সময় যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং তোমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে আর এর সময়ও নির্ধারিত হয়েছে; সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে, যে তোমরা বুঝ না? পরিতাপ তোমাদের জন্য! তোমরা আমাকে সর্বপ্রথম অস্বীকার করলে; অথচ তোমরা ইতোপূর্বে অপেক্ষায় ছিলে? তোমরা কি দেখ না, কীভাবে শির্‌ক ভূ-পৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে তথা সকল প্রান্তে এবং দেশের সকল কোনে ছড়িয়ে পড়েছে? আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা কি জেনে-শুনে তা অস্বীকার করছ? হে জাতির আলেমগণ! জেনে-শুনে ঘুমের পেয়ালা পান করো না অর্থাৎ জেগেও ঘুমের ঘোরে থেকো না; অথচ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মহা দুর্বিপাকের মাধ্যমে জাগ্রত করছেন। আর তোমাদেরকে মহা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করছেন। হায়! পুণ্যবানরা যেমন ভয় করে, সেই ভীতি কোথায় গেল? অশ্রুধারা কোথায় হারিয়ে গেল যা প্রবল-পরাক্রমশালী খোদার স্মরণে প্রবাহিত হওয়া উচিত? তোমরাই ধর্মের ধারক-বাহক (পেয়ালা) ছিলে কিন্তু তোমাদের (পেয়ালারূপী) সত্তা থেকে কেবল অবিশ্বাসই উপচে পড়ছে বরং প্রবাহিত হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হই, তোমাদের হৃদয়-পাখি ডিমও দিল না আর ছানাও ফুটল না। হে সীমালঙ্ঘনকারীরা! তোমারা কি কেবল পরিস্কার দস্তরখানে বসে বিভিন্ন প্রকার কাবাব দিয়ে নরম নরম রুটি খাওয়ার (বা রাজকীয় ভুরিভোজের) জন্য সৃষ্টি হয়েছ? অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ

(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। তিনি বলেননি যে, আমি কেবল খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ্ পবিত্র! তোমরা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছ? আর কোন্ রাস্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছ? তোমরা কি মরবে না? পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত জীবিত থাকবে? তোমরা কি চিরঞ্জীব হয়ে এর ফল-ফলাদি উপভোগ করবে আর ধ্বংস হবে না? পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পরিসমাপ্তির দ্বার প্রান্তে, তোমরা কেন জাগ্রত হচ্ছ না? এদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, অন্যান্য সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়েছে; তোমরা কি দেখ না? যদি তোমরা গালি দাও বা বাজে কথা বল তাহলে এর পরিণতি তোমরা এড়াতে পারবে না আর তা তোমাদের পিছু ছাড়বে না। তোমরা কি দেখ না? তোমাদের কী রাতকানা রোগ হয়েছে, না কি তোমরা অন্ধ জাতি? হরেক রকম সমস্যা ও বিপদাপদ তোমাদের সামনে মাথাচাড়া দিয়েছে; এমনকি তা তোমাদের ওপর তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং তোমাদের নারীগণ ও নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেক বছর তোমাদের প্রিয়জন তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, হা-হুতাশ ও ক্রন্দন ব্যতীত তোমরা আর কিছুই করার শক্তি রাখ না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রীতি হলো রসূল প্রেরণ করা ছাড়া কোনো জাতিকে তিনি শাস্তি দেন না –যেন সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গ্রন্থে এভাবেই বলেছেন আর পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ক্ষেত্রে তাঁর এ-রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের প্রতি যে ইমাম প্রেরিত হয়েছেন তোমরা তাঁকে কেন চিনে নিতে পারছ না? তোমাদের মাঝে যাকে খোদার দিকে আহ্বানকারী নিযুক্ত করা হয়েছে তোমরা তাঁর অনুসরণ কর না! যে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অস্বীকার করে তার পরিণাম কি হয়, তোমরা কি জান না? তোমরা কি অজ্ঞতার মৃত্যু নিয়ে সন্তুষ্ট? পরকালে যে জিজ্ঞাসিত হবে সে ভয় কি আদৌ নেই? তোমাদের কি পবিত্র জীবনের (বাণীর) অধিকারী করা হবে? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কলুষতাকে প্রাধান্য দাও, আর যা সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তা পরিত্যাগ কর? যে তোমাদের কাছে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করে এক মৃতকে আকাশ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ! তোমরা গালমন্দ কর, আর মুখে যা আসে তাই বল; আর সেদিনকে ভয় কর না যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃতকর্মের ফলাফল দেখার জন্য উপস্থিত করা হবে। নবী কেবল স্বদেশেই অপমানিত হয়; এই চিরাচরিত রীতি অনুসারে তারা গালমন্দ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

জুমুআর খুতবা

৪৯তম সালানা জলসা যুক্তরাজ্য – ২০১৫: আতিথিয়তা ও আমাদের কর্তব্য

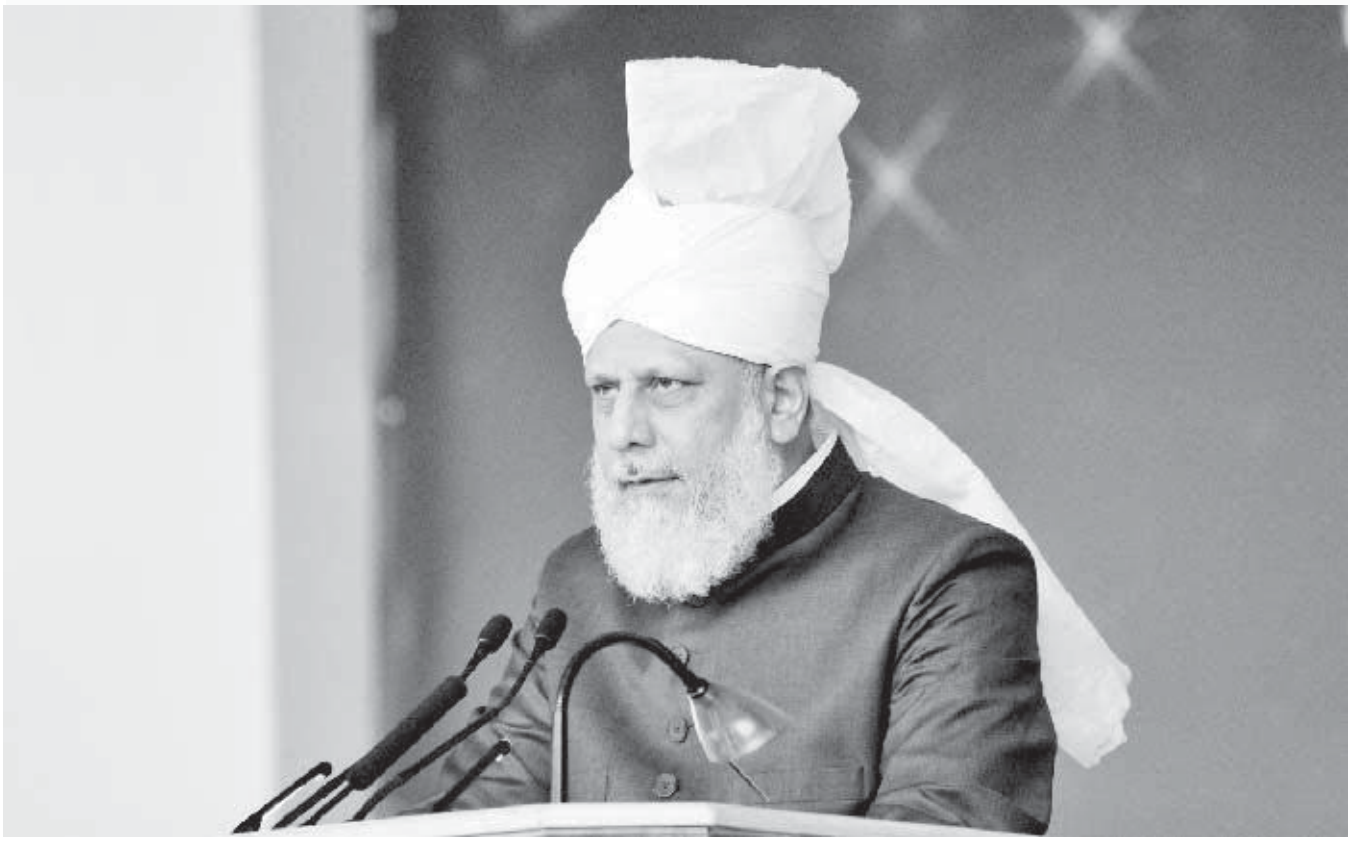

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ই আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আগামী জুমুআ হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। জলসার প্রস্তুতির জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বেচ্ছাসেবীরা হাদীকাতুল মাহ্দী যাচ্ছেন আর গত সপ্তাহ বা দশ দিন থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং অন্যান্য কর্মীরা পুরোদমে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেখানে কাজ করছেন। জঙ্গলে জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্যে সব ব্যবস্থা নেয়া কোন সামান্য বিষয় নয়, কিন্তু যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত খোদ্দাম এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এমন দক্ষতার সাথে কাজ করেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অন্য কোন সংগঠনে এমনটি চোখে পড়ে না।

অতএব এটিও খোদার কৃপায় সেই প্রেরণা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আল্লাহ্ তা'লা যুব-সমাজ ও কর্মীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টি হোক বা রৌদ্র এসব যুবকরা সে সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত এই জলসার জন্য সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জলসার দিনগুলোতে আরও সহস্র সহস্র কর্মী, অতিথি সেবা এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে সঠিক ভাবে সমাধা করার জন্য নিজেদের সেবা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। এরপর জলসা শেষেও পুনরায় সবকিছু গুটানোর জন্য আর সকল সাজ-সরঞ্জাম সুরক্ষিত করার জন্য দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়। এসব কর্মীর মাঝে পুরুষও রয়েছেন যারা আসবেন বা কাজ করছেন, মহিলারাও রয়েছেন, ছেলেরাও রয়েছে মেয়েরাও, শিশু এবং বৃদ্ধরাও রয়েছেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার এই অসাধারণ প্রেরণা আজ একমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত ছাড়া আর অন্য কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেখানে জাগতিক আয়-উপার্জন এবং বস্তুবাদিতার পেছনে ছোটা দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সচরাচর সবার কাছেই অগ্রগণ্য সেখানে আহমদী যুবকরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকেন। অতএব আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, অনবরত এসব কর্মীর জন্য দোয়া করতে থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সর্বোত্তমভাবে সেবাদানের পাশাপাশি সবসময় সর্বপ্রকার অনিষ্ট, দুঃশ্চিন্তা এবং কষ্ট থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখুন।

এখন আমি ঐতিহ্যগতভাবে ও প্রয়োজনের নিরিখে আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবো। এতে সন্দেহ নেই, জামাতের সকল কর্মী যেমনটি আমি বলেছি, পুরো আন্তরিকতা এবং মনোযোগ দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় নবাগত এবং সেসব ছেলে-মেয়ে যারা প্রথমবার খিদমত করছেন, এছাড়া পুরোনো কর্মীদের স্মরণ করানোর জন্যও আতিথেয়তা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাসের কর্মপন্থা এবং তাঁর নসীহতকে সামনে রাখা এবং পুনরাবৃত্তি করা আমাদের জন্য আবশ্যক, যাতে আতিথেয়তার ক্রমোন্নত মান আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আতিথেয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অতিথিদের কথা বলেন। যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে অতিথি আসেন তখন সর্বপ্রথম এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ স্বাগত জানানো এবং নিরাপত্তার দোয়ার পর তিনি যা ব্যক্ত করেন তাহলো, তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে খাবার প্রস্তুত করান। এরপর হযরত লূত (আ.)-এর অতিথিদের জন্য তাঁর যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ছিল এর উল্লেখ রয়েছে, আমার জাতি-গোষ্ঠির মানুষ যেন অতিথিদের কষ্ট না দেয়। আর অতিথিদের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁকে বিচলিত করে।

অতএব অতিথির কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া উচিত। আর অতিথির কষ্ট মেজবান বা অতিথিসেবকের অসম্মানের কারণও হয়ে থাকে, এ কথাও এথেকে আমরা শিখতে পারি। অতএব একথা স্মরণ রাখা উচিত, অতিথির কষ্ট এমন কোন সামান্য বিষয় নয় যাকে অবজ্ঞা করা যেতে পারে। বরং কোনভাবে যদি অতিথির কষ্ট হয় তাহলে তা মেজবানের জন্য লজ্জা বা অসম্মানের কারণ। ইসলাম এ জন্যই অতিথির সম্মানের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে বা নসীহত করেছে। মহানবী (সা.)-এর যে অনুপম গুণাবলী হযরত খাদিজা (রা.)-এর চোখে পড়েছে যার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.) প্রথম ওহী লাভের পর তাঁর বিচলিত অবস্থা দেখে তাঁকে বলেন, এসব গুণাবলীর অধিকারীকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করতে পারেন না। সেসব গুণাবলীর একটি তিনি (রা.) এটি বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন; কেননা আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য আপনার মাঝে পরম মার্গে উপনীত। এছাড়া তিনি (সা.)-এর জীবনে একটি-দু'টি বা পাঁচটি-দশটি নয় বরং শত শত বরং এর চেয়েও বেশি এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ছিল তাঁর (সা.) অতিথি পরায়ণতা এবং আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা। এছাড়া নিজের সাহাবী এবং উম্মতকেও তিনি এ রীতিই শিখিয়েছেন। সাহাবীদের জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়, তারা কত অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে অতিথিসেবা করতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের আতিথেয়তাকে আশিসমন্ডিত করতেন এবং সাধুবাদ জানাতেন। মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল, যখন অধিক সংখ্যায় অতিথির আগমন ঘটতো তখন তিনি সাহাবীদের মাঝে অতিথিদের ভাগ করে দিতেন আর নিজের ভাগেও কিছু অতিথি রেখে স্বয়ং তাদের আতিথ্য করতেন। এমনই এক উপলক্ষে অতিথি বন্টনের পর তিনি নিজের ভাগেও কিছু মেহমান রেখেছেন।

একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন তোহফা (রা.) বলেন, আমি সেসব অতিথিদের অন্তর্গত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাগে পড়েছিল। তিনি (সা.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে ঘরে যান এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি? তিনি (রা.) বলেন, কিছুটা হারিরা (এক প্রকার খাবার) আমি আপনার জন্য রেখেছিলাম। সেদিন মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন আর সেই সামান্য খাবার ছিল তাঁর রোযা খোলার জন্য। যাহোক তিনি (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আয়েশা (রা.) সেই খাবারটুকু একটি পাত্রে করে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তা থেকে সামান্য একটু নেন বা দু'একটি গ্রাশ হয়তো নিয়ে অতিথিদের বলেন, আপনারা বিসমিল্লাহ্ পড়ে খেতে আরম্ভ করুন। তিনি (রা.) বলেন, আমরা আমরা খাবারের প্রতি না তাকিয়ে তা খাচ্ছিলাম এবং আমরা সবাই পেট পুরে খেয়েছি। এরপর তিনি (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন পান করার কিছু আছে কি না? হযরত আয়েশা (রা.) কিছুটা পানীয় আনেন। তা থেকেও তিনি (সা.) যৎসামান্য পান করেন। এরপর বলেন, বিসমিল্লাহ্ পড়ে আপনারা পান করুন। তিনি (রা.) বলেন, আমরা এর প্রতি না তাকিয়েই তা থেকে পান করছিলাম আর আমাদের পিপাসা পুরোপুরি নিবারণ হয়।

এ ছিল মহানবী (সা.) এর আতিথেয়তা। তিনি (সা.) প্রথমে তা এজন্য খেয়েছেন বা

এর স্বাদ নিয়েছেন, খেয়েছেন বলা ঠিক হবে না, দোয়ার জন্যই হয়তো মুখে নিয়ে থাকবেন। তাঁর দোয়ার বরকতে যেন সবার জন্য তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয় আর কার্যতঃ তাই হয়েছে। অনুরূপভাবে দোয়ার ফলে খাবারের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্ত আরো বহু ঘটনা রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, তিনি (সা.) খাবারে দোয়া করার ফলে স্বল্প পরিমান খাবারও অনেকেই পুরো তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেয়েছে। এছাড়া অনেক সময় অনেক অতিথি বড় কষ্টদায়ক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করে থাকে যার ফলে মেজবানের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাবার আশংকা দেখা দেয় কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.)-এর কত মহান এবং বিস্ময়কর নমুনা আমরা দেখতে পাই। এক রাতে একজন আতিথ্য গ্রহণ করে, এরপর হয় উদরাময়ের ফলে বা শত্রুতা বশতঃ বা জেনেশুনে সে বিছানা নষ্ট করে এবং সকালে উঠে চলে যায় বা পালিয়ে যায়।

মহানবী (সা.) তাকে কিছু বলার পরিবর্তে বা কোন আপত্তি করার পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই বিছানা ধৌত করতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ যতটা অতিথির অধিকার প্রদান করা সম্ভব তাই আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শে বা জীবনচরিতে দেখতে পাই। তিনি (সা.) যে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন এর ফলাফল যা প্রকাশ পেয়েছে তাহলো, আমরা সাহাবীদের (রা.) জীবনেও অতিথির খাতিরে কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সেই ঘটনাটিও এক অনন্য ঘটনা, যখনই আপনারা তা পড়বেন এর নতুন এক স্বাদ পাবেন, একজন সাহাবী যখন মহানবী (সা.)-এর অতিথিদের জন্য নিজ সন্তানদের ফুসলিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দেন আর নিজেও অনাহারে রাত কাটান অথচ কোনভাবেই অতিথিকে তা বুঝতে দেন নি। এক আনসারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমার হাতে একজন অতিথি তুলে দেন তখন আমি ঘরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি, ঘরে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলেন, সামান্য খাবার আছে যা বাচ্চাদের জন্য রাখা হয়েছে। তখন উভয়ে পরামর্শ করেন, বাচ্চাদের কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এরপর অতিথির সামনে খাবার নিয়ে আসো আর কোন অজুহাতে চেরাগ বা প্রদীপ নিভিয়ে দাও। অতিথির সামনে খাবার আনা হয় আর কোনভাবে চাদর নেড়ে গৃহকর্তী প্রদীপ নিভিয়ে দেন। এরপর আরও সিদ্ধান্ত হয়, আমরা দেখাবো এই অন্ধকারে আমরাও খাবার খাচ্ছি। কেননা যদি এমনটি করা না হয় তাহলে হয়তো অতিথিও খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। আর মেহমান হয়তো সঠিকভাবে খাবার খেতে পারবে না কেননা খাবার পরিমানে স্বল্প ছিল। এই পরিকল্পনার অধীনে তারা অতিথিকে আহার করান এবং মেহমান পেট ভরে খাবার খান। পরের দিন এই আনসারী যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলেন, তোমাদের এই পরিকল্পনার অধীনে অতিথিকে খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি এমন ছিল যে, খোদাও এতে হেসে উঠেছেন।

অতএব এই আতিথ্য খোদার এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সাহাবীরা নিজ প্রাণ বরং নিজেদের সন্তান-সন্ততির ওপরও অতিথিদের প্রাধান্য দিতেন। নিশ্চয় এমন মানুষ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে উভয় জগতের নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হয়। সাহাবীদের মাঝে এই প্রেরণা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ দেখে এবং তাঁর শিক্ষার কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, ***"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার হয়ত ভালো কথা বলা উচিত কিংবা নীরব থাকা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার প্রতিবেশীর সম্মান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার অতিথির সম্মান করা উচিত।"*** অতএব এটিই মু'মিন হওয়ার মাপকাঠি। ঈমান যখন পূর্ণতার দিকে যাবে তখন এরফলে খোদার সন্তুষ্টিও লাভ হবে আর খোদার সন্তুষ্টি লাভ হলে মানুষ উভয় জগতের নিয়ামতে ধন্য হয়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের হাতে অতিথি সোপর্দ করার পর মেহমানদের বা অতিথিদের জিজ্ঞেসও করতেন, কেমন আতিথ্য হয়েছে? একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার আব্দুল কায়েস গোত্রের অতিথিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল আসলে মহানবী (সা.) আনসারদের ওপর তাদের আতিথ্যের ভার অর্পণ করেন। আনসাররা তাদেরকে সাথে নিয়ে যান। প্রত্যুষে যখন তারা উপস্থিত হন তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, রাতে মেজবানরা তোমাদের কেমন আতিথ্য করেছে? তারা উত্তর দিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা বড় মহান মানুষ। তারা আমাদের জন্য নরম বিছানা করেছেন এবং আমাদের আরামের ব্যবস্থা করেন। আমাদের সুস্বাদু খাবার খাইয়েছেন আর কিতাব এবং সুন্নতের শিক্ষাও দিয়েছেন। তাদের বৈঠকও হয় যাতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর স্মরণের নিমিত্তে হয়।

কাজেই এহলো মেজবানের দায়িত্ব। যাদের ঘরে অতিথি আসছেন তাদের উচিত রাতে বৃথা কথা-বার্তায় সময় নষ্ট না করে বেশির ভাগ সময় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের স্মরণে অতিবাহিত করা। নেকী এবং পুণ্যের কথা বলা উচিত আর পুণ্যের কথা শেখানো উচিত। এদের মাঝে বালক-বালিকা এবং যুবকরাও থাকে। এখন আমাদের জলসায় আহমদীরা ছাড়াও অনেক বড় সংখ্যায় অ-আহমদী অতিথিরাও আসেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা অবস্থান করেন। সর্বত্র অতিথি সেবকের টীম রয়েছে। যারাই এই টীমের সদস্য বা কর্মী বা অতিথিসেবক যারাই রয়েছেন তাদের উচিত সকল আবাসস্থলে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাতে আগমনকারীরা অনুভব করে যে, তারা কোন জাগতিক অনুষ্ঠানে নয় বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন।

উন্নত মানের আচার-আচরণ এবং স্বভাব-চরিত্র তুলে ধরুন। রাতের বেলা বা দিনের কোন অংশে কর্ম বিরতি পেলে বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট না করে ধর্মীয় আলোচনা করুন তাহলে অতিথিদের ওপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আর তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, এরা সম্পূর্ণরূপে জগত বিমুখ হয়ে এই কয়েকটি দিন কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়েছে আর এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সেবাও করছে আর এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখে অতিথিদেরও ধর্মীয় কথা-বার্তা

বলছে। অতএব কর্মীদের পক্ষ থেকে এটি এক প্রকার তবলীগও আর একইভাবে এর মাধ্যমে আমাদের বালক-বালিকা এবং যুবকদের তরবীয়তও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লর ফযলে আমাদের অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়াকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। সাহাবীগণ (রা.) এই কথা বুঝতে পেরে যেখানে তাদের অর্থাৎ আগমনকারী প্রতিনিধি দল যাদের দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তাদের সর্বোত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করে, তাদেরকে সুস্বাদু খাবার খাইয়ে নিজেদের খিদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে তাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত ঘাটতি পূরণেরও চেষ্টা করেছেন যাতে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে স্বজনদের তরবীয়ত করতে পারেন আর সর্বোত্তম ভাবে ইসলামের বাণীও নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

আমাদের নিযাম বা ব্যবস্থাপনায়ও তবলীগ এবং তরবীয়ত বিভাগ রয়েছে। জলসার দিন গুলোতে এর টীমও গঠিত হয়। রাতে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মানুষের সাথে বিভিন্ন বৈঠকও হয় । অতএব আপন পর সবাইকে এই আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বটি কর্তব্যরত সবার। এর জন্যও সঠিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতএব কর্তব্যরত লোকদের ও অন্য সবাইকে এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। স্মরণ রাখবেন, আপনাদের নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ, আপনাদের কথা-বার্তা এগুলোও আতিথেয়তারই অংশ। শুধু খিদমত করাই যথেষ্ট নয়। এ দিনগুলোতে এদিকেও মনোযোগ দেয়া উচিত। বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের জন্য আতিথেয়তার কেমন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন আর কীরূপ তরবীয়ত করেছেন এরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি।

অতিথির সম্মান ও সমাদর সংক্রান্ত একটি ঘটনা আছে, একবার কাদিয়ানে আগত একজন অতিথি যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতও করেছেন আর শিষ্যত্বের বা মুরীদির সম্পর্কও ছিল । তিনি এই শিষ্যত্বের প্রেরণার অধীনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পা টেপা আরম্ভ করেন। ইত্যবসরে কামরার দরজা বা জানালায় এক হিন্দু বন্ধু এসে কড়া নাড়ে। সেই সাহাবী বলেন, আমি উঠে জানালা খুলতে উদ্যত হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলেন এবং বলেন, আপনি আমাদের অতিথি। আর মহানবী (সা.) বলেছেন, অতিথির সম্মান করা আবশ্যক। দেখুন! এখানে এখন দু'টো অবস্থা বিরাজমান। একটি হলো, মুরীদ বা শিষ্যের যার অধীনে তার বাসনা অনুসারে তাকে পা টিপে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর দ্বিতীয় দিক হলো, অতিথি সংক্রান্ত। অতিথির সম্মানের দৃষ্টিকোন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি নিজ অনুসরণীয় নেতার নির্দেশের অধীনে আগত অতিথির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে এবং আগমনকারী ব্যক্তির সম্মানার্থে স্বয়ং তার জন্য গিয়ে দরজা খুলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। শেঠী গোলাম নবী সাহেব, একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী আহমদী ছিলেন; যিনি পিণ্ডিতে দোকান করতেন। হযরত মিঞাঁ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসি। শীতকাল ছিল আর ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় কাদিয়ান পৌঁছি। রাতে খাবার খেয়ে আমি যখন শুয়ে পড়ি এবং রাতের একটি বড় অংশ কেটে যায় তখন কেউ আমার দরজায় কড়া নাড়ে। আমি উঠে দরজা খুলে দেখি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ***তাঁর এক হাতে গরম দুধ ভর্তি গ্লাস আর অপর হাতে ছিল লণ্ঠন। আমি হুযূরকে দেখে বিচলিত হই কিন্তু হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সাথে বলেন, কেউ দুধ পাঠিয়েছে তাই আমি ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি। আপনি এই দুধ পান করুন। আপনার হয়তো দুধ পান করার অভ্যাস রয়েছে।*** শেঠী সাহেব বলতেন, আমার চোখে অশ্রুবারী নেমে আসে। সুবাহানাল্লাহ্! কত উন্নত চরিত্র, আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত মসীহ্ তাঁর সেবকদের খিদমত করাকে কতটা উপভোগ করছেন আর একই সাথে কতই না কষ্ট সহ্য করছেন।

কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের লোকদের জন্য তিনি (আ.) তাদের বিশেষ রুচি অনুসারে খাবার রান্না করাতেন। যদিও জলসার দিনগুলোতে প্রশাসনিক কারণে তিনি সবার জন্য এক প্রকার খাবারই রান্না করাতেন যেন বেশি সমস্যা না হয় আর সবাই যেন খাবার পায়। কিন্তু আজকাল আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর জামাত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক অভিজ্ঞ আর স্বেচ্ছাসেবীও যথেষ্ট রয়েছে, উপায়-উপকরণও রয়েছে পর্যাপ্ত এবং অনায়াসে বৃহত্তর অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব। তাই জলসার ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রথমতঃ সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ অ-আহমদী এবং বিশেষ অঞ্চলের লোকদের জন্য এবং রোগীদের জন্যও খাবার রান্না করা হয়ে থাকে। এতে কোন অসুবিধা নেই আর সমস্যাও নেই, সমস্যা হওয়া উচিতও নয়। কেউ কেউ অকারণে এমন প্রশ্নের অবতারণা করে যে, অমুক লোকদের জন্য পৃথক খাবার কেন রান্না করা হচ্ছে? এমন লোকদের বড় মনের পরিচয় দেয়া উচিত। অবশ্য সেই বিশেষ অ-আহমদী অতিথি যাদেরকে সচরাচর তবশীরের অতিথি আখ্যা দেয়া হয়, সচরাচর জলসায় অংশগ্রহণকারীরা কি খায় তা এদেরকে বুঝানোর জন্য সাধারণ খাবারও তাদের সামনে রাখা উচিত। অনেকেই স্বাগ্রহে সেই খাবার খেয়ে থাকেন। যাহোক আসল কথা হলো, কৃত্রিমতা থাকা উচিত নয়। পূর্বে ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না তাই পৃথক ব্যবস্থা করা হতো না। এখন ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাই অতিথি সম্মানের দাবি হলো, অ-আহমদী অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা। রাবওয়াতেও যখন জলসা হতো তখন একটা পরহেযী বা বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও ছিল আর বিদেশীদের জন্য পৃথক খাবারও রান্না করা হতো। কাজেই এখানেও যদি এমন খাবারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মোটের ওপর আহমদীদেরকে সাধারণ ব্যবস্থাপনার অধীনে যা রান্না করা হয় তাই খাওয়া উচিত। অনুরূপ ভাবে যারা ওহ্দাদার বা পদাধীকারী এবং কর্মী বা কর্তব্যরত যারাই আছেন তাদেরও সেই সাধারণ খাবারই খাওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, কারো যদি বিশেষ কোন সমস্যা থাকে বা

কোন সময় কোন বিশেষ অতিথির সাথে কেউ যদি কর্তব্যরত থাকেন তাহলে তখন অতিথির সাথে খাবার খেতে পারেন। কিন্তু মোটের উপর সবার এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করা উচিত অর্থাৎ সাধারণ খাবারই খাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আকূল হয়ে চাইতেন যে ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যেন কোন কৃত্রিমতা প্রদর্শিত না নয়। তিনি (আ.) এটিও বলেছেন, অকৃত্রিমভাবে বিশেষ অতিথিদের সাথে যদি ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যবহার করতে হয় তাহলে তাও করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একবার কতিপয় অতিথি সঠিক খাবার পাননি। ব্যবস্থাপনার ভ্রান্তির কারণে তাদের যত্ন নেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন যে কতক অতিথির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, 'রাতের বেলা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, রাতে অতিথিশালায় লোক দেখানো আচরণ করা হয়েছে বা সঠিক ভাবে দেখাশোনা করা হয়নি। যারা পরিচিত ছিল তাদেরকে দেয়া হয়েছে আর কতককে খাবার দেয়া হয়নি। সঠিকভাবে সেবা করা হয়নি। এ কারণে তিনি (আ.) অতিথিশালার কর্মীদের ছয় মাসের জন্য অব্যহতি দেয়ার নির্দেশ জারী করেন এবং শাস্তি দেন। তাঁর প্রকৃতির কোমলতা সত্ত্বেও, অতিথিদের আতিথেয়তায় লোক দেখানো এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর পছন্দ হয়নি। তাই তিনি সেই কর্মীদের শাস্তি দেন এবং লঙ্গর খানার খাবারের ব্যবস্থা নিজের তত্ত্বাবধানে করান।

অতএব অতিথি সেবা বিভাগকে অনেক সতর্ক থাকা উচিত। কোন স্থানে বা কোনভাবেই যেন কারো কষ্ট না হয়। অতিথি সেবা বিভাগ জলসার ব্যস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সঠিকভাবে এবং যথা সময়ে এই বিভাগের কাজ সমাধা করা অন্যান্য অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়ক হয়। অতিথি সেবা, শুধু খাবার খাওয়ানো বা লঙ্গর খানার ব্যবস্থা করাই নয়। এতে লঙ্গর খানার ব্যবস্থাও রয়েছে, খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থাও রয়েছে, সেই মজুদ এবং সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে। সরবরাহ ইত্যাদিতে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে রান্নার বিভাগও মুখ থুবড়ে পড়ে। যথা সময়ে খাবার খাওয়ানো সম্ভব হয় না। আর একই কারণে জলসার অনুষ্ঠানমালাও অনেক সময় যথা সময়ে আরম্ভ হয় না। এরপর আতিথেয়তার আরেকটি দিক হলো আবাসনের ব্যবস্থা। বিছানা সরবরাহ করাও একটি দায়িত্ব। জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে সঠিকভাবে সবকিছু সরবরাহ করা আবশ্যক। আরেকটি দিক হলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং গোসলখানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও এর অন্তর্গত। পার্কিংয়ের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাও আতিথেয়তারই অন্তর্গত একটি বিষয়। পার্কিংয়ে যদি সমস্যা হয় বা বিশৃঙ্খলা থাকে, তাহলে যেখানে অতিথিদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেখানে জলসার অনুষ্ঠানমালাও প্রভাবিত হয়। এছাড়া বৃষ্টির কারণে রাস্তার সমস্যা দূরীভূত করার ব্যবস্থা রয়েছে এটিও আতিথেয়তা অর্থাৎ রাস্তার চলাচলের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। এরপর বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বাগীর ব্যবস্থা রয়েছে। দশ, পনের বা বিশ মিনিটের দূরত্বে যেসব পার্কিং এর জায়গা নেয়া হয়েছে সেখান থেকে জলসা গাহ্ পর্যন্ত আনার জন্য শাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে, এটিও আতিথেয়তা। এরও সঠিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ অনেক এমন কাজ রয়েছে যা আতিথেয়তার অধীনে আসে। যদি আতিথেয়তার সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা নিখুঁত হয় তাহলে বাকী কাজ সামান্যই থেকে যায় আর সেগুলো তখন নিজ থেকেই সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। অতিথিদের চিকিৎসা সেবা দেয়া এটিও আতিথেয়তার অন্তর্গত বিষয়। অতএব জলসার আশি ভাগ কাজ বা আমি মনে করি এর চেয়েও বেশি কাজ সরাসরি আতিথেয়তা বা অতিথিসেবার অধীনে এসে যায়। তাই সকল কর্মীকে স্মরণ রাখা উচিত, আতিথেয়তা কেবল অতিথিসেবা বিভাগেরই কাজ নয় যারা অতিথি সেবার ব্যাজধারী বরং সব বিভাগই অতিথি সেবা বিভাগ। অতিথিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা, তাদের সম্মান করা, সকল কষ্ট থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লা সব কর্মীকে সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর জলসাও খোদা তা'লার কৃপায় সকল অর্থে বরকতময় হোক।

আজ ১৪ই আগষ্টও যা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করুন আর স্বার্থপরনেতা এবং স্বার্থপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অপকর্ম থেকে এই দেশকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা জনগণকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারা এমন নেতা নির্বাচন করতে পারে যারা সৎ এবং সততার দাবী অনুসারে কাজ করবে। তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ বিষয়ের গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দিন যে, এ দেশের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা ইনসাফ বা ন্যায় বিচার এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের মাঝে নিহিত। যুলুম ও অন্যায় এড়িয়ে চলার মাঝে এই দেশের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পনের মাঝে এ দেশের অস্তিত্বের নিশ্চিয়তা নিহিত। বাহ্যতঃ সবাই আল্লাহ্‌র নাম নেয় এবং বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে করছি কিন্তু বিশ্ব প্রতিপালক, রহমান এবং রহীম আল্লাহ্‌র নামে সর্বত্র যুলুম এবং অত্যাচার চলছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, যিনি সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ তাঁর নামে এই যুলুম এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। আহমদী, যারা দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু যাহোক পাকিস্তানী আহমদীরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততাই প্রদর্শন করবে। এ কারণেই দোয়া করতে হবে, আল্লাহ্ এই দেশকে নিরাপদ রাখুন, যালেম এবং স্বার্থপরদের হাত থেকে এই দেশকে নিষ্কৃতি দিন। দেশের অস্তিত্ব এবং নিরাপত্তার হুমকি বাইরের চেয়ে ভেতরের শত্রুর পক্ষ থেকেই বেশি। স্বার্থপর নেতা এবং মৌলভীদের পক্ষ থেকে সেই হুমকি রয়েছে। যদি এরা খোদা-ভীতির সাথে দেশকে পরিচালিত করে তাহলে বহিরাগত কোন শক্তি এ দেশের ক্ষতি করতে পারবে

না । যাহোক পাকিস্তানী আহমদীদের স্বদেশের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানী তাদেরকেও সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা দিন এবং এ দেশের অস্তিত্ব স্থায়ী হোক।

নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো এসবের একটি হলো, হার্ডাসফিল্ড যুক্তরাজ্যের জনাব রফিক আফতাব সাহেবের পুত্র জনাব কামাল আফতাব সাহেবের । ইনি ২০১৫ সনের ৭ই আগষ্ট লিডস হাসপাতালে লিকিউমিয়া রোগের কারণে ৩৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন'। তিনি বিভিন্নভাবে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও ইয়র্কশায়ার খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ আর দক্ষিণ হার্ডাসফিল্ড জামাতের সেক্রেটারী তরবীয়ত হিসেবে খিদমত করছিলেন। অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে হাসপাতালে নিজের কক্ষে বসেই লিকিউমিয়া গবেষণার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে মানবসেবা এবং তবলীগে রত ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অসুস্থতা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও সম্প্রতি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হয় তখন হাসপাতালেই টিভি লাগানোর ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে বসেই আমার সরাসরি সম্প্রচারিত বক্তৃতা শুনেন।

জাতীয় পত্রিকা গার্ডিয়ান তাকে ২০১৪ সনের 'ভলান্টিয়ার অব দা ইয়ার'-এর সম্মানে ভূষিত করেছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন আর রোগের প্রকোপ সত্ত্বেও বড় সাহসিকতার সাথে এবং হাসি মুখে সময় অতিবাহিত করছিলেন। কষ্ট প্রকাশ পায় এমন কোন অভিব্যক্তি ছিল না অথচ খুব কষ্টে ছিলেন তখনও। খিলাফতের সাথে পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল সর্বদা। তার ভাই ফারুক সাহেব লিখেন, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেঠ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ১৯৫৩ এবং ১৯৭৪ এর পরিস্থিতিতে কামাল আফতাব সাহেবের দাদা জনাব জামালুদ্দীন সাহেবের ঘরে আক্রমনের ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়। তার দাদা জামালুদ্দীন সাহেব ছয় মাস খোদা তা'লার পথে বন্দীদশাও অতিবাহিত করেন। কামাল সাহেব অত্যন্ত মিশুক, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সৎসাহসী, অন্যদের সাহয্যকারী এবং সর্বজনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহমদীদের পাশাপাশি অ-আহমদীরাও তা স্বীকার করতো। তার সম্পর্কে কারো কাছ থেকে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় নি। বড় ছোট সবার মাঝে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পিতা-মাতার সেবা করতেন, ভাই-বোনের দেখাশুনা করতেন, রীতিমত নামায পড়ায় যত্নবান ছিলেন। মানব সেবার কাজে ছিলেন অগ্রগামী। হিউমেনিটি ফার্স্ট এর "গিফট অব সাইট" (অন্ধজনে দেহ আলো) প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত-কর্মকর্ত ছিলেন। পূর্ব আফ্রিকায় আই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করছিলেন। খুবই কর্মঠ দায়ীইলাল্লাহ্ ছিলেন। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। হাসপাতালে নিজের চিকিৎসাকালে ডাক্তার এবং যারা তার খিদমত করছিলেন তাদেরকে জামাতের সাথে পরিচিত করান। বরং তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, আমি সেখানে টিভি লাগিয়েছি এবং এমটিএ এর সংযোগ নিয়েছে আর তাদেরকে অনুষ্ঠান দেখাই। অনুষ্ঠানের বরাতে তবলীগের পথও সুগম হয়। মজলিস আনসারুল সুলাতানুল কলম এর খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। টিভি, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় শতাধিক ইন্টারভিউর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছিয়েছেন।

তার এক ভাই ইউসুফ সাহেব বলেন, জামাতের সাথে দুর্বল সম্পর্ক রাখে এমন খোদ্দাম ও আতফালদের সর্বদা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং সম্পর্কের সুবাদে জামাতের নিকটতর করার চেষ্টা করতেন। তাদের হৃদয়ে খিলাফতের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। প্রায় সময় খোদ্দাম নিয়ে লন্ডন আসতেন যেন মসজিদ ফযলে নামায পড়া যায় এবং যুগ খলীফার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদ্দামদের সাধারণভাবে এবং আমেলার সদস্যদের বিশেষভাবে নামাযের প্রতি শুধু যে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তাই নয় বরং এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপও নিতেন। এমনকি ফজরের নামাযে কোন কোন খোদ্দামকে ঘর থেকে নিয়ে আসতেন। ডাক্তার হাফিয সাহেব তার অসুস্থতা সম্পর্কে বলেন, অসুস্থতার সংবাদ জানার পর কামাল আফতাব সাহেব নিজেই আমাকে জানিয়েছেন এবং বলেন, খোদার সন্তুষ্টিতেই আমি সন্তুষ্ট। আমার এতে কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। রোগ নির্ণয়ের পর তার সবচেয়ে বড় যে দুঃশ্চিন্তা ছিল তাহলো, নেপালের ভূমিকম্পের পর হিউম্যানিটি ফার্স্টের জন্য কিছু ইন্টারভিউ রেকর্ড করা হচ্ছিল। তিনি আমাকে বলেন, ইন্টারভিউ অবশ্যই অনলাইন বা অন এয়ার হওয়া উচিত যেন জগদ্বাসী জামাতের মানব সেবার কথা জানতে পারে। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বড় কষ্টদায়ক একটি ব্যাধি ছিল কিন্তু রোগের সময়ও তিনি সর্বদা মুচকি হাসতেন। হাসপাতালে অবস্থানকালে আমাকে বলেন, তবলীগের কোন সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয় কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে ***তিনি যদি ইংরেজি জানতেন তাহলে তিনি এই ভাষার মাধ্যমে তবলীগের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন***।

আমাদের প্রেসের ইনচার্জ আবেদ ওয়াহীদ বলেন, কামাল সাহেব অন্যান্য জামাতী খিদমত ছাড়াও আমাদের অফিসের জন্য মিডিয়ার অনেকের সাথে নুতন যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে ফোন এবং ইমেইলের মাধ্যমে সাংবাদিকদের জলসায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার কাজ করছিলেন। কেন্দ্রীয় মিডিয়া টিম প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সময় ফোন করে আদম ওয়াকার সাহেবের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যিনি আমাদের এই টিমের একজন সদস্য আর কখনো কোন ত্রুটি দেখলে আবেগঘন কণ্ঠে বলতেন, আমাদের কাজের গুরুত্ব বোঝা উচিত। তিনি বলেন, জলসায় ডিউটির সময় ঘুম পুরা না হওয়া সত্ত্বেও যখনই অফিসে আসতেন তাকে আমাদের সবার চেয়ে বেশি সতেজ দেখা যেত। তার ইতিবাচক চিন্তা এবং স্বভাব-প্রকৃতির সবার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। মানুষের

সাথে নির্দ্বিধায় ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে যোগাযোগ করার সামর্থ ও যোগ্যতা রাখতেন। তিনি আরও লিখেন, নিজের মৃত্যুর মাধ্যমেও প্রচার মাধ্যম পর্যন্ত আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কারণ হয়েছেন। বিবিসি, আইটিভি, বেলফাস্ট টেলিগ্রাফ ইত্যাদি তার মৃত্যুর পর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কামাল সাহেবকে সাধুবাদ জানায় আর জামাতের কাজের প্রশংসা করে।

আইটিভির সাংবাদিক হেথার ক্লার্ক বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমার শব্দের ঘাটতি হওয়া উচিত নয় কিন্তু কামাল সাহেবের মৃত্যুতে আমার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, ভাল মানুষ এত দ্রুত পৃথিবী থেকে চলে যান! এখন তার নাম এবং কাজকে আমাদের জীবিত রাখা উচিত।

একইভাবে ইয়র্কশায়ার আইটিভি নিউজের প্রধান মার্গারেট বলেন, তিনি খুব ভাল এবং স্নেহশীল এক মানুষ ছিলেন। তাকে দেখে মনে হতো, তিনি পুরো জীবন আনন্দের মাঝে কাটিয়েছেন। আমরা আমাদের টিভিতে তাকে সাধুবাদ জানাব। হার্ডাসফিল্ড জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, খুবই অনুগত এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামাত এবং খিলাফতের সাথে পাগলের ন্যায় ভালোবাসা রাখতেন যা দেখে আমাদের ঈর্ষা হতো। নামাযে বিশেষ করে ফজরের নামাযে খুবই নিয়মিত ছিলেন। মানব সেবার গভীর প্রেরণা, চেতনা এবং আগ্রহ ছিল। অনেক সময় রিপোর্ট প্রেরণে দেরী হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা চাইতেন।

অ-আহমদীরা তার চ্যারিটি ওয়াকের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এ কথা সবাই লিখেছে যে, তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল, যখনই সুযোগ পেতেন তবলীগ করতেন। হার্টলিপুল থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, গত বছর ডিসেম্বরে ওয়াক্‌ফে আরযীতে আমরা আয়ারল্যান্ড যাওয়ার তৌফিক পাই। তিনি রিজিওনাল কায়েদ আর আমি স্থানীয় কায়েদ ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে আমীরে কাফেলা নিযুক্ত করেন আর এই পুরো সফরকালে আমি কখনও অনুভব করিনি যে, কামাল সাহেব এই অধমের সম্মান এবং আনুগত্যে কোন ত্রুটি করেছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তবলীগ করতেন। আমাদের আয়ারল্যান্ডের মুবাল্লিগ ইব্রাহীম নোনান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতেন, খ্রিষ্টধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের কীভাবে তবলীগ করা উচিত। সফরকালে এক খাদেম আমাদের সাথে ছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পরে পরীক্ষাও নেন। একইভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অন্য সকল কর্মীরা সবাই তার প্রশংসা করছেন।

হার্ডাসফিল্ড-এর একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, শৈশব থেকেই আমি তাকে চিনি। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী, কখনও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতেন না আর অহংকারীও ছিলেন না। শৈশব থেকেই বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন আর পাগলের ন্যায় জামাতের কাজের আগ্রহ রাখতেন। একথা বলা বাড়াবাড়ি হবে না যে, সত্যিকার অর্থে তিনি নিজের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দায়ীইলাল্লাহ্ হিসেবে এক সফল মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি। যেখানেই সুযোগ পেতেন তবলীগ আরম্ভ করতেন। তার কর্মস্থলে মানুষকে অনেক বই-পুস্তক দিতেন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন। তার পরিচিতির গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। সর্বত্র তিনি জামাতের পয়গাম পৌঁছাতেন।

এক খাদেম লিখেন, খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ধর্মের খিদমতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আগে আগে ছোটার বা সম্মুখে আসার কোন আগ্রহ ছিল না বরং পেছনে থেকে কাজ করাকে বেশি উপভোগ করতেন। কখনও প্রশংসার জন্য তিনি কাজ করতেন না। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে অন্যদের নসীহত করতেন। কুরআন এবং হাদীসের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। অধ্যয়নের অভ্যাস ছিল। আগ্রহভরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়তেন। যখনই ইংরেজি ভাষায় কোন বই পেতেন অন্যদেরকেও তাৎক্ষণিকভাবে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন, অমুক বইয়ের অনুবাদ ইংরেজিতে পাওয়া যাচ্ছে তা পড়। এক কথায় বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার বর্ষীয়ান পিতা-মাতাকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন। তাদের মর্মবেদনা দূর করুন। তার ভাই এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দেরও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য, মনোবল ও দৃঢ়তা দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব মোহাম্মদ নাঈম আওয়ান সাহেবের যিনি জার্মানীর মুশতাক আওয়ান সাহেবের সন্তান। তিনি ৩৬ বছর বয়সে জার্মানীর রাইন নদীতে নিমজ্জিত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার সাথে তার ১২ বছর বয়স্ক এক ছেলেও নিমজ্জিত হয়, আর পিতা পুত্র উভয়েই ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন'। নাঈম আওয়ান সাহেব লন্ডনেই বসবাস করছিলেন । ৩১শে জুলাই স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে পিতামাতার সাথে দেখা করার জন্য জার্মানী গিয়েছিলেন। সেখানেই বিনোদনের সময় রাইনের বালুময় তীরে হাল্কা পানিতে সন্তানদের নিয়ে গোসল করছিলেন। দু'টো বড় জাহাজ বা ফেরী সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পানির উঁচু ঢেউ আসে আর ঢেউয়ের আঘাতে তার পরিবারের পাঁচ সদস্য ভেসে যায়। সেখানে উপস্থিত এক জার্মান ব্যক্তি চেষ্টা করে তিনজনের প্রাণ বাঁচান কিন্তু নাঈম সাহেব যখন নিজের ছেলেকে ডুবতে দেখেন তখন তার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি নিজেই পানিতে ঝাঁপ দেন বা এগিয়ে যান।

আমার মনে হয় আগেই পানিতে ছিলেন কিন্তু পিতা পুত্র উভয়েই সেই প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান। তার লাশ সেদিন রাতেই পাওয়া গিয়েছিল আর ছেলের লাশ পাওয়া যায় পরের দিন। তিনি কসুর নিবাসী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের প্রদৌহিত্র এবং লাহোরের শহীদ জনাব মুবারক আলী আওয়ান সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। জার্মানীর উইযিংঘান জামাতে মজলিসের কায়েদ হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। উইযিংঘানে বাইতুল হুদা নির্মাণকালে ওয়াকারে আমলের জন্য অসাধারণভাবে সময়ের কোরবানী করেন। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে পরিবারসহ যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন। এখানেও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক সক্রিয়

সদস্য ছিলেন । রীতিমত নামাযের জন্য মসজিদে আসা, নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করা, ওয়াকারে আমলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করা তার রীতি ছিল। ২০১২ সনে ওমরাহ্ করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও মিশুক একজন মানুষ ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দু'কন্যা স্নেহের রাজিয়া আওয়ান যার বয়স দশ বছর এবং নাতাশা আওয়ান যার বয়স চৌদ্দ বছর, পিতামাতা এবং তিনজন ছোট ভাই ও বোন রেখে গেছেন। ফারুক আফতাব সাহেব, যিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন কর্মী আর প্রথমে যার নামাযে জানাযার কথা বললাম অর্থাৎ কামাল আফতাব সাহেবের ভাই, তিনি বলেন, নাঈম আওয়ান সাহেবকে আমি বেশ কয়েক বছর থেকেই চিনতাম। অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের অধিকারী, নেক এবং অন্যদের সাহায্যকারী মানুষ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন কিন্তু কারও কাছে এর উল্লেখ করেন নি আর কখনও কোন সাহায্যও নেন নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এক উৎকৃষ্ট উদাহারণ ছিলেন। মসজিদ ফযল হালকার কায়েদ বলেন, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদের সাহায্য করতেন কিন্তু কখনও কারও বোঝা হওয়া পছন্দ করতেন না। কাউকে নিজের সমস্যার কথা বলতেন না। একইভাবে জার্মানীর বাদহামবুর্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের জামাতে ৩রা আগস্ট সোমবার জার্মান বন্ধুদের সাথে একটি তবলীগি অধিবেশন হওয়ার ছিল। তিনি বলেন, আমি নামায সেন্টারে কাজের অগ্রগতির খবরাখবর নেয়ার জন্য গেলে দেখি, নাঈম আওয়ান সাহেব যিনি তার ভাই-বোনদের সাথে বা পিতামাতার সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন তিনিও সেখানে কাজ করছেন। তাকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি এখানে কোত্থেকে আসলেন। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইয়ের সাথে চলে আসলাম এই কাজে অংশ নেয়ার জন্য যেন এই তবলীগি অধিবেশনে আমারও কিছুটা ভূমিকা থাকে।

যুক্তরাজ্যের সব জলসায় ধর্মের সেবায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তার এক বন্ধু আসেম সাহেব লিখেন, জলসার প্রায় এক মাস পূর্বে ছুটি নিয়ে তিনি পুরো মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে ওয়াকারে আমলে অংশ নিতেন। কঠোর পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। সকল ভারী কাজের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন আর তার সন্তানদের আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

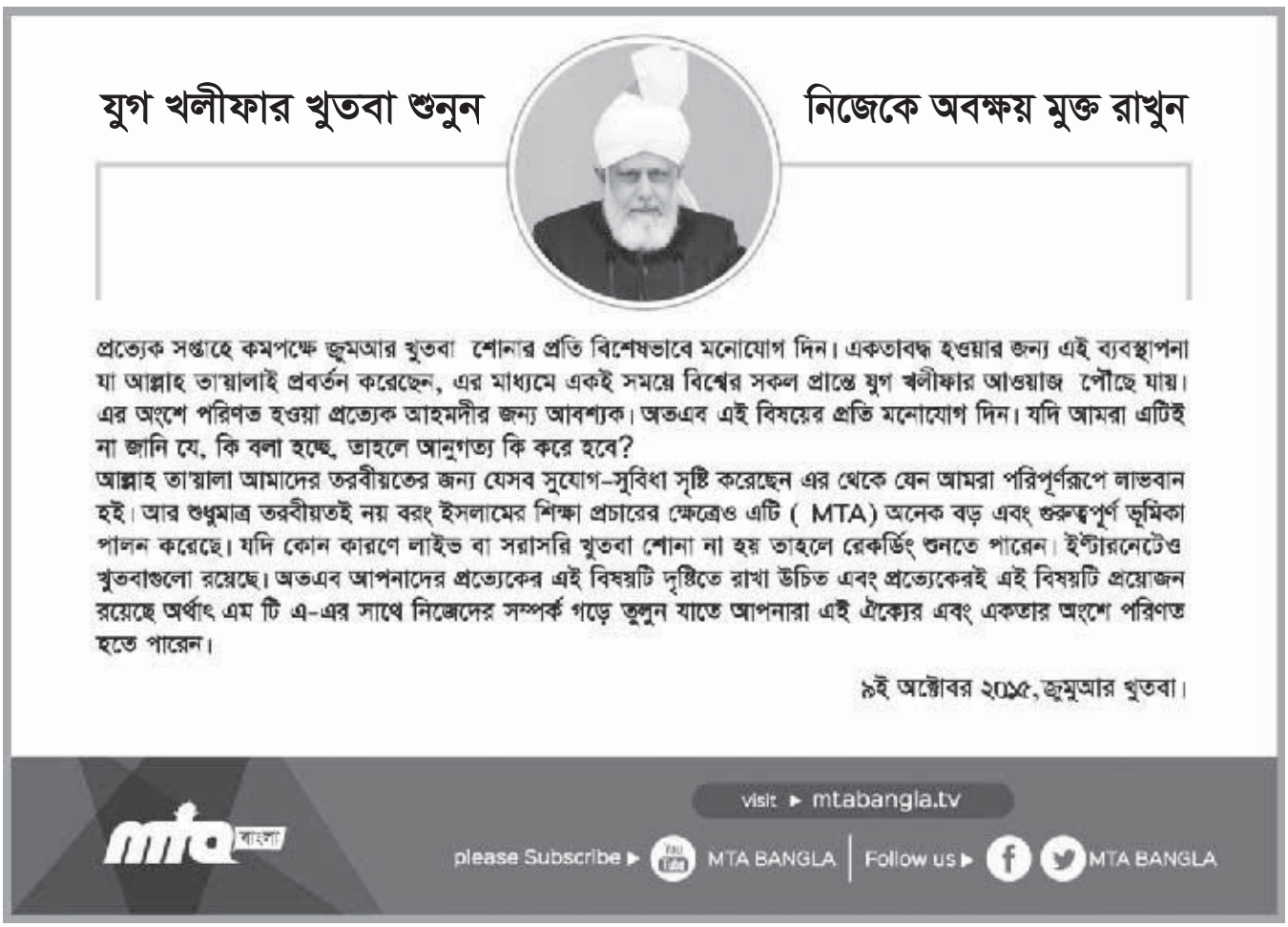

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৫তম কিস্তি)

এ স্থলে আমরা এ বিষয়টি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না যে, 'ইলহাম ও কাশ্‌ফ' (তথা ঐশীবাণী ও দিব্যদর্শণ)-এর অকাট্য যুক্তি ও প্রতিষ্ঠিত প্রমাণস্বরূপ হওয়ার বিষয়টি কোনো কোনো শুষ্ক তার্কিক, দার্শনিক ও প্রকৃতিবাদী যদি স্বীকার নাও করেন তবুও কিন্তু পরিপূর্ণ মা'রিফত (সূক্ষ্ম-জ্ঞানতত্ত্ব) ও গভীর বোধ ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন সকল মুহাদ্দিস (হাদীসবিদ) ও সূফিকুল (আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শীগণ) এটি সাদরে-স্বাচ্ছন্দে স্বীকার ও বিশ্বাস করে থাকেন। এ সম্পর্কে আমাদের বন্ধু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব তাঁর পত্রিকা 'ইশায়াতুস্-সুন্নাহ' ৭ম খণ্ডের ১২নং সংখ্যায় সবিস্তারে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় অভিমতের সমর্থনে উল্লেখিত মুহাদ্দিস ও সূফিগণের মধ্যকার ইমাম আব্দুল ওহ্‌হাব শা'রনী প্রণীত গ্রন্থ 'মীযানুল কুবরা' এবং শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রচিত 'ফুতূহাতি মক্কীয়া' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এগুলো থেকে উদ্ধৃত কিছু অংশ আমরা দর্শক ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি।

ইমাম সাহবে তাঁর প্রণীত কিতাব 'মীযান'-এর ১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'কাশফের অধিকারী (বা দিব্যদর্শীগণ) একীন ও দৃঢ়বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'মুজ্‌তাহিদীনের' (তথা অনুধাবন ও উদ্ভাবন দক্ষদের) সমমর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে থাকেন। বরং কখনো কখনো কতক মুজ্‌তাহিদীনকেও ছাড়িয়ে যান। কেননা তাঁরা সে একই উৎস থেকে অঞ্জলি ভরে (গ্রহণ করে) থাকেন যেখান থেকে শরীয়ত উৎসারিত হয়।'

এরপর এস্থলে ইমাম সাহেব এও বলেন, 'কাশ্‌ফের মর্যাদাধিকারী (বা দিব্যদর্শকগণ) সেই সব শাস্ত্রীয় জ্ঞান-বিদ্যার মুখাপেক্ষী নন, যা মুজ্‌তাহিদগণের ক্ষেত্রে তাঁদের ইজ্‌তিহাদের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য শর্তস্বরূপ নির্ধারিত। আর কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনের মর্যাদা লাভকারীর অভিমত ও বক্তব্য কতক উলামার দৃষ্টিতে আয়াত ও হাদীসের মতো (বা সমতুল্য)।'

অতঃপর ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, 'কোনো কোনো হাদীস যদিও মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ বা সন্দেহযুক্ত, কিন্তু 'আহলে কাশ্‌ফ' তথা কাশ্‌ফের মর্যাদা লাভকারী ব্যক্তিদেরকে সে-সব হাদীসের প্রমাণিকতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। যেমন, 'আসহাবী কান্‌নুজুম'-হাদীসটি মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে জেরা মুক্ত নয়। কিন্তু কাশ্‌ফের মর্যাদা লাভকারীদের দৃষ্টিতে এটি 'সহীহ্' (প্রমাণ সিদ্ধ) বটে।'

অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আমাদের নিকট এমন কোনো দলিল-প্রমাণ নেই, যা আহ্‌লে-কাশ্‌ফ বা কাশ্‌ফের মর্যাদা লাভকারীদের নাকচ করে- যৌক্তিক, শাস্ত্রীয় বা শরীয়তগত কোনো দিক দিয়েও। কেননা শরীয়ত স্বয়ং কাশ্‌ফের সমর্থক।'

অতঃপর ৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন, 'বহুসংখ্যক ওলি-আল্লাহ্ (বা আওলিয়া)-এর দিক থেকে সুখ্যাতি রয়েছে যে, তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে রূহানী জগতে বা কাশ্‌ফী অবস্থায় মজলিসে (তথা আলোচনা আসরে) মিলিত হয়েছেন। আর তাঁদের এই দাবী তাঁদের সমসাময়িকগণ স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।'

অতঃপর ইমাম শা'রানী সাহেব সে-সকল সমর্থনকারীদের নাম উল্লেখ করেন, তাঁদের মাঝে রয়েছেন একজন 'ইমাম' মুহাদ্দিস জালালউদ্দীন সুইউতীও।' তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি ইমাম সুইউতির দস্তখত করা একটি চিঠি তাঁর অন্যতম সহচর শায়খ আব্দুল কাদের সাজলীর কাছে দেখতে পাই। সেটি কোনো ব্যক্তির নামে একখানা পত্র ছিল। সে ব্যক্তি তার কোনো বিষয়ে (ইমাম সাহেবকে) সমসাময়িক বাদশার কাছে সুপরিবেশের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তাই ইমাম সাহেব তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'আমি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক 'যয়ীফ' (ত্রুটিযুক্ত) বলে আখ্যাত হাদীসসমূহের সংশোধন ও শুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে থাকি। এতদ্দেশ্যে এ যাবৎ পঁচাত্তর বার জাগ্রত (কাশফী) অবস্থায় তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হয়েছি। বাদশার সমীপে যাওয়ার দরুন উক্ত 'উপস্থিতি' থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ার ভয় বা শংকা যদি আমার না থাকতো তাহলে আমি দূর্গে গিয়ে বাদশার কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করতাম।'

শায়খ মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) তাঁর প্রণীত 'ফতূহাত' গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়ে যে-সব তত্ত্ব-তথ্য বর্ণনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ হলো, "ঐশী 'বেলায়াত'ধারীগণ কাশ্‌ফের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর দরবার থেকে নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে

প্রার্থী হয়ে থাকেন। তাঁদের মাঝে কারও যখন কোন ঘটনা উপলক্ষে হাদীসের প্রয়োজন হয় তখন তাকে হযরত নবী করীম (সা.)-এর 'যিয়ারত' (সাক্ষাৎ) লাভে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। জিব্রীল (আ.) অবতীর্ণ হন এবং হযরত নবী করীম (সা.) জিব্রীলের কাছে ওলির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর অবগত হয়ে ওলিকে তা জানিয়ে দেন। অর্থাৎ আত্মিক প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় জিজ্ঞাসিত বিষয়টি জিব্রীলের অবতরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে।" অতঃপর শায়খ ইবনে আরবী বলেন, 'এমনি ধারায় হযরত নবী করীম (সা.)-এর বহু সংখ্যক এমন হাদীস রয়েছে যা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সহীহ্ নয় আর আমাদের দৃষ্টিতে সেগুলো সহীহ্, তেমনি বহুসংখ্যক হাদীস (তাঁদের দৃষ্টিতে) মওযু' বা জাল আর কাশ্‌ফের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশনায় সেগুলো সহীহ্ সাব্যস্ত হয়ে যায়।'

অনুরূপভাবে মৌলবি আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়ন সাহেব রঈসুল-মুহাদ্দেসীন হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর বহু সংখ্যক বাণী ও বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য উলামা ও ফুকারা তথা দরবেশ- ওলীদের সাক্ষ্যসমূহও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমরা ওই সবগুলো এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে পারি না এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই।

ইল্‌হাম ও কাশ্‌ফের সম্মান ও উচ্চমর্যাদা কুরআন শরীফে প্রমাণিত। যে-ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করলেন এবং একজন নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন– যার বর্ণনা কুরআন করীমে রয়েছে- সেই ব্যক্তি কেবল একজন 'মুলহাম' (ইল্‌হামপ্রাপ্ত) ছিলেন, নবী ছিলেন না। ইল্‌হাম ও কাশ্‌ফ সম্পর্কিত বিষয়টি ইসলাম ধর্মে এমন দুর্বল বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি যার জ্যোতির্ময় শিখা ও উজ্জ্বল কিরণ শুধুমাত্র জনসাধারণের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত হতে পারে। এটিই তো এক উজ্জ্বল সত্য এবং ইসলামের সপক্ষে সেই উন্নতমানের নিদর্শন যা কিয়ামতকাল ব্যাপী ইসলামের অতুলনীয় সম্মান, গুণ ও মর্যাদা প্রকাশক। এগুলোই তো সেই বিশেষ বরকত ও আশিষ যা অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের (এক শ্রেণীর) উলামা এই ইলহাম (ঐশীবাণী)-এর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নবী করীম (সা.)-এর হাদীসাবলীর প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শতাব্দীর পরেপরে একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যকীয়।

এখন আমাদের উলামা যাঁরা হাদীসের অনুসরণ ও অনুগমনের দাবীদার তাঁরা সুবিচার সম্মত ও ন্যায় সঙ্গত ভাবে বাতলিয়ে দিন, এই সাম্প্রতিক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্তির মাধ্যমে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী কে করেছেন? এমনিতে সর্বদা দ্বীনের 'তাজদীদ' তো হচ্ছে, (সংস্কার ও পুণ:প্রতিষ্ঠার কাজ তো হয়ে থাকে) কিন্তু পবিত্র হাদীসটির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় তো হলো, ওই মুজাদ্দিদ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবেন। অর্থাৎ ঐশী সান্নিধ্যপুষ্ট জ্ঞানরাশী ও স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী সহকারে আসবেন।

এখন বাতলিয়ে দিন, এ অধম যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে তাহলে অন্য কে আগমন করেছেন যিনি এই হিজরী চৌদ্দশতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ হবার সেভাবে দাবী করেছেন যেভাবে এ অধম করেছে তথা ঐশীবাণীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় দন্ডায়মান হয়েছে? 'তাফাক্কারু ওয়া তানাদ্দামু ওয়াত্‌তাকুল্লাহা ওয়া লা তাগ্‌লূ' (অর্থঃ গভীর ভাবে চিন্তা করুন ও অনুতপ্ত হোন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করুন ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করুন। সীমালঙ্ঘন করবেন না–অনুবাদক)।

এ অধম যদি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার স্বীয় দাবীতে ভুল করে থাকে তাহলে আপনারা সবাই কিছু চেষ্টা-সাধনা করুন যাতে আপনাদের ধারণা অনুযায়ী যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি যেন এ সময়ে এই মুহূর্তে আকাশ থেকে নেমে আসেন। কেননা আমি এখন মওজুদ রয়েছি আর আমার দাবী নাকচ বা মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া কেবল এরূপেই বিবেচিত হতে পারে যে এ মুহূর্তে তিনি (হযরত মসীহ্) যেন আকাশ থেকে নেমে উপস্থিত হন, যাতে আমি অভিযুক্ত বলে সাব্যস্ত হতে পারি। আপনারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে সবাই মিলে দোয়া করুন যাতে করে মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.)কে শীঘ্র আকাশ থেকে নামতে দেখা যায়। আপনারা সত্যবাদী হলে এই দোয়া কবুল হয়ে যাবে। কেননা সত্যবাদীদের দোয়া মিথ্যুকদের মোকাবেলায় সততঃ কবুল হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জানবেন যে, এই দোয়া কখনও গৃহীত হবে না। কেননা আপনারা অসত্য ও ভুল পথে পরিচালিত। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তো এসে গেছেন। কিন্তু আপনারা তাঁকে শনাক্ত করেন নি। এখন আপনাদের এই কল্পিত প্রত্যাশা কখনও পূর্ণ হবে না। এ যুগ পেরিয়ে যাবে এবং এদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি মসীহ্ ইবনে মরীয়মকে নামতে দেখতে পাবে না।

অথচ হিজরী তেরো শতাব্দীর অধিকাংশ উলামা হিজরী চৌদ্দশতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব নির্দিষ্ট বলে নির্দেশ করে গেছেন। অনেকে তো চৌদ্দশতাব্দীর লোকদের ওসীয়ত হিসেবে এ-ও বলে গেছেন, 'আপনারা যদি তাঁর যুগ লাভ করেন তাহলে তাঁকে আমাদের 'আসসালামু আলাইকুম' বলবেন। 'রঈসুল মুহাদ্দেসীন' শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহ্.)-ও তাঁদেরই একজন।

পরিশেষে আমি এ-ও ব্যক্ত করতে চাই যে, আমার পরেও কেউ যে মসীহ্‌র সদৃশ হয়ে আসতে পারেন এটা আমি অস্বীকার করি না। কেননা নবীগণের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি দুনিয়ায় সর্বদা হতেই থাকেন। বরং খোদা তা'লা সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমার নিকট প্রকাশিত করেছেন, 'আমারই ঔরশযাত সন্তানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি পয়দা হবেন যিনি বহু বিষয়ে মসীহ্‌র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন। তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারীদের পথ সোজা করে দেবেন। তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন এবং যারা সন্দেহ-শংসয়ে শৃঙ্খলিত হবে তাদের রেহাই দান করবেন। 'ফারযান্দে দেলবন্দ গ্রামী আর্জমান্দ্ মাযহারুল হাক্কে ওয়াল-উলা কাআন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্‌সামা'–সম্মানিত, মহৎ, প্রিয় পুত্র। সত্যের বিকাশস্থল, উচ্চ-যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

কিন্তু এ অধম খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত এক বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'প্রতিশ্রুত মসীহ্'র নামে এসেছে। 'ওয়াল্লাহু আ'লামু ওয়া ইল্‌মুহু আহ্‌কামু' (অর্থঃ আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে জ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট– অনুবাদক)।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলূল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪৩)

বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ [৩৫]

"পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা ইহুদি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট অবস্থিত বাইবেলের নুতন ও পুরাতন নিয়মে মহানবী মোহাম্মদ [দ.] সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বানী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে–কিন্তু তবুও তাহারা সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে গ্রহণ করিতেছে না। প্রতিশ্রুত নবীকে অস্বীকার করিলে তাহাদের ধর্ম গ্রন্থকে অস্বীকার করা হয়, কেননা প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমন তাহাদের ধর্মগ্রন্থেরই সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত সত্যতার প্রমাণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তৌরাত ও ইনজিলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বলেনঃ

"যাহারা অনুসরণ করে এই প্রেরিত ভাববাদী 'উম্মিকে' [মোহাম্মদকে (দ.)] যাহার বিষয় লিখিত রহিয়াছে তাহাদের নিকট অবস্থিত তৌরাত ও ইন্‌জিলে।" [আরাফ, ১৫৮আয়াত]

"এবং যখন তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে একজন রছুল আগমন করিলেন, তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রকাশ করিতে [তখন] যাহাদিগকে পুস্তক দেওয়া হইয়াছে তাহাদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পিঠের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল যেন তাহারা কিছুই জানে না।" [বাকারা, ১০২আয়াত]

এই বিষয়ে সত্যান্বেষীগণের জন্য বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলি হইতে মাত্র কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

১। ইশ্মায়লীয়দের সম্বন্ধে সদা–প্রভুর প্রতিশ্রুতি ঃ

[][ক] মথি, (১৬:১০-১১)ঃ সদাপ্রভুর দুত হাগারকে বলিলেন,–'আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করিব যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। সদাপ্রভুর দুত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইশ্মা'য়েল রাখিবে, কেননা সদাপ্রভু তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন।"

এইখানে হাজেরা বা হাগার–এর পুত্র ইশ্মায়েলের বংশধরদের সম্বন্ধে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা অগণিতভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ইসমায়েলের বংশে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)–এর আগমনের ফলে পুর্ণতা লাভ করিয়াছে।

[খ] আদি, (১৭ ঃ ১০, ১১, ১৩, ১৪)ঃ সদাপ্রভু আব্রাহামকে বলিলেন,–"তোমাদের সহিত ও তোমার ভবিষ্যত বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক ছেদ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম ছেদন করিবে। তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। ...আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে। কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্ন- ত্বক পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে ; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।"

[গ] (আদি, ১৭ ঃ ২৫)ঃ ভাববানীতে বলা হইয়াছে যে আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের [আ.] বংশের সহিত সদাপ্রভুর চিরস্থায়ী নিয়ম হিসাবে লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন বা খৎনার প্রচলন হইয়াছে। যাহারা এই নিয়ম ভঙ্গ করিবে তাহারা ইব্রাহিমের বংশ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। এই নির্দেশানুযায়ী ইশ্মায়েলের ত্বক ছেদন হইয়াছিলঃ "আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাহার বয়স তের বৎসর।" [আদি ১৭ ঃ ২৫–২৬]

[ঘ] আব্রাহামের অপর পুত্র ইসহাকের বংশধর ইস্রায়লীয়গণও যীশু পর্যন্ত এই ঐশ্বরিক নিয়ম পালন করিয়াছেঃ "আর যখন বালকটির ত্বক ছেদনের জন্ম আটদিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল (লুক, ২ঃ ২১)।" কিন্তু যীশুর পর পৌল এই নিয়ম রহিত করিয়া দেন। ফলে তাহারা আব্রাহামের লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হয়। এই বিষয় সম্বন্ধে যীশু ভাববানী করিয়া বলিয়া-ছিলেন. "এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।"[মথি. ২১ ঃ ৪৩]

[ঙ] [আদি, ১৭ ঃ ২০] সদাপ্রভু আব্রাহামকে বলিলেন,– "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে

ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব ; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।"

হজরত ইব্রাহিমের (আ.) একটি প্রার্থনা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছেঃ "প্রভু ! তুমি ইহাদের [ইশ্মায়লীয়দের] মধ্য হইতে এমন এক ভাববাদী (রসূল) উৎপন্ন কর, যিনি তোমার নিদর্শন সমূহ শুনাইবেন এবং শিক্ষা দিবেন ব্যবস্থা–গ্রন্থ ও জ্ঞান–বিজ্ঞান আর পবিত্র করিবেন মানুষকে" [বাকারা, ১৩০]।

[চ] [আদি, ১৮ ঃ ১৮] সদা প্রভু বলিয়াছেন,–"আব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি উৎপন্ন হইবে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাতেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"

খ্রিষ্টানগণ বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা যীশু আসিয়াছিলেন কেবল বনি–ইস্রাইলের জন্য। অতএব, সমগ্র পৃথিবীবাসী তাঁহার দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। যীশু বলেন, "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই"(মথি ১ঃ২৪ আরো দেখুন মথি ৫ঃ১৭–২০ এবং ১০ঃ৬–৭)। তাহাছাড়া খ্রিষ্টানগণ ঈশ্বরের চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সদা প্রভুর অঙ্গীকৃত আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মোহাম্মদ (দ.) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, কেননা তিনিই বিশ্বের সকল জাতির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বা 'রহমতুল্লিল আলামিন' রূপে আগমন করিয়াছেন (সূরা আম্বিয়া)।

[ছ] (আদি, ২১ ঃ ১৮–২১) ইশ্মায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভু হাগারকে বলিলেন, "তুমি উঠিয়া বালকটিকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর; কারণ আমি উহাকে এক মহা– জাতি করিব। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল, আর তথায় গিয়া কুপাতে জল পুরিয়া বালকটিকে পান করাইল। পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্ত্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। সে পারণ প্রান্তরে বসতি করিল।"

উল্লেখ্য যে, মক্কা সহ সমগ্র হেজাজ প্রদেশকে পারণ বা ফারান বলা হইত। মক্কা হইতে মদিনা যাওয়ার পথে 'ওয়াদি ফাতেমা' নামক একটি স্থান আছে, সেখানে বালকেরা যাত্রীদের কাছে ফুল বিক্রয় করে। এই সকল ফুল কোথা হইতে আনা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, 'মিন বারিয়াতে ফারাণ' অর্থাৎ 'পরাণ প্রান্তর হইতে।' Adam Clark তাঁহার বাইবেলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "Bedouins and Wandering Arabs are the descendants of Ishmael" অর্থাৎ 'বেদুইন ও যাযাবর আরবেরা ইশ্মায়েলের বংশধর।' অতএব, সদাপ্রভুর এই প্রতিশ্রুতিও মরু–দুলাল মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভাববাণীতে যে কুপের কথা বলা হইয়াছে তাহা 'জমজম' নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

২। মোশি বা মূছা সদৃশ ভাববাদীঃ

(ক) (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮–২০)

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫১ বৎসর পূর্বে সদাপ্রভূ মোশিকে জানাইয়া ছিলেনঃ–'আমি উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পুর্ব্বক তাহা বলে, কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"

স্বয়ং যীশুখৃষ্ট নিজেও 'দ্বিতীয় বিবরণ', ১৮ অধ্যায় ১৮–২০ পদে উপরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করেন এবং বলেন যে প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইসমাইল বংশে আবির্ভূত হইবেন। যেমন প্রেরিতদের সাক্ষ্যে লিখিত আছেঃ "মোশি ধর্মযাজকগণকে বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে। আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, প্রজা লোকদের মধ্য হইতে সে উচ্ছিন্ন হইবে।" ('প্রেরিতদের কার্য বিবরণ', ৩ ঃ ২২–২৩)

যীশু ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রতিশ্রুত মহানবী আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট যাহা শ্রবণ করিবেন কেবল উহাই শুনাইবেন। (এসম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

খ্রিষ্টানগণ বলেন এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যীশুর আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই দাবি সত্য বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। ***চারটি প্রধান কারণ হইলঃ***

প্রথম ঃ (আদি,১৬:১২ ; ২৫ : ১৮) যীশু কখনও মোশির সদৃশ বলিয়া দাবী করেন নাই।

দ্বিতীয় ঃ যীশু মোশির ন্যায় নুতন ব্যবস্থা নিয়া আগমন করেন নাই। [মথি ৫ ঃ ১৭–১৯]

তৃতীয় ঃ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে যে এই ভাববাদী ইস্রায়লীয়দের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ইশ্মায়লীয়দের মধ্য হইতে হইবেন। কেননা আব্রাহামের সন্তানগণই ইশ্মায়েলের ভ্রাতৃবৃন্দ। কিন্তু যীশু ইশ্মায়লীয় ছিলেন না। তাহা ছাড়া, ইস্রায়লীয়-দের মধ্যে মোশির ন্যায় কোন ভাববাদীর জন্ম হয় নাই। যথা, "মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।"(দ্বি বি ৩৪ ঃ ১০)

চতুর্থত : [দ্বি:বি; ৩৪:১০] ভাববানীতে বলা হইয়াছে যে, মিথ্যা দাবিকারীকে মরিতে হইবে। অর্থাৎ যে ঈশ্বরের নামে মিথ্যা দাবী করিবে তাহাকে বধ করা হইবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এই কথার পরও খ্রিষ্টভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, যীশুকে শূলে দিয়া বিরুদ্ধবাদীগণ বধ করিয়াছিল।

ওপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর ওপরে আরোপ করা যায় না। এখন প্রমাণ পেশ করিয়া দেখানো হইবে যে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী মোহাম্মদের [দ.] আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

[১] ইস্রায়েলের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে এই ভাববাদী উৎপন্ন হইবেন। অতএব, ভাববানী অনুযায়ী ইস্রায়েলের ভ্রাতা ইসমায়েলের মধ্য হইতে মোহাম্মদের [দ.] উদ্ভব হইয়াছে।

[২] তিনি মোশির তুল্য হইবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের ওপর সাক্ষী করিয়া এক

রছুল পাঠাইয়াছি যদ্রূপ রছুল আমরা পাঠাইয়াছিলাম ফেরআউনের নিকট।" [মোজাম্মিল, ১৬ আয়াত]। অতএব হজরত মোহাম্মদই [দ.] হইয়াছেন মুছা [আ:] সদৃশ নবী। তিনি মোশির ন্যায় এক নুতন ব্যবস্থা বা শরীয়ত নিয়া আগমন করিয়াছেন। খোদার আদেশে তিনি তাঁহার সশস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন যদ্রূপ মোশি তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে ভাববাদী হওযার দাবি করেন। মোশিও চল্লিশ বৎসর বয়সে দাবি করিয়াছিলেন। যথা, "পরে চল্লিশ বৎসর পুর্ণ হইলে সীনয় পর্বতের প্রান্তরে এক দূত একটা ঝোপে অগ্নিশিখায় তাঁহাকে [মোশিকে] দর্শন দিলেন।"[প্রেরিত ৭ঃ৩০]। মোশির পর চতূর্দশ শতাব্দিতে যেমন মশীহের আগমন হইয়াছিল তদ্রুপ মহানবীর পর চতুর্দশ শতাব্দিতেও প্রতিশ্রুত মশীহের আগমন হইয়াছে। ভাববানীতে বলা হইয়াছে যে "ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে যে জাতি তাহার ফল দিবে।" [মথি ২১ ঃ ৪৩]।

[৩] ভাববানীতে বলা হইয়াছেঃ 'তাহার মুখে আমার বাক্য দিব।' আল্লাহ্ তা'লা বলেন, " ইহা (কুরআনের বাক্য) পরাক্রমশালী করুণা- নিধানের তরফ হইতে [মোহাম্মাদের] নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে।" (ইয়াছিন, ৬ আয়াত) (উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন হলো 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র কথা এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন (১৫ ঃ ১০)। অন্যান্য ধর্ম–পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুতির কোন প্রমান নেই।)

[৪] 'আমার নামে তিনি আমার বাক্য বলিবেন।'–এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দেখিতে পাই, সর্ব প্রথম প্রতিশ্রুত মহানবীর প্রতি যাহা অবতীর্ন হইয়াছিল তাহা এই, " পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে। " (সূরা আলাক)। ইহা ছাড়া কোরআন শরীফের সুরা 'তাওবা' ব্যতিত প্রত্যেকটি 'সূরা' আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করা হইয়াছে (যথা– বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম)। মহানবী তাঁহার প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরম্ভ করিতেন।

[৫] ইহার পর সদা প্রভু বলেন, "যে কেহ কর্ণপাত না করিবে; তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" প্রেরিত, ৩ : ২৩ পদে আছে "যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে "।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দেখিতে পাই যে, যাহারা মহানবীর আহব্বানে কর্ণপাত করে নাই তাহারা সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র আরবে একজনও মুর্ত্তি–পুজক অবশিষ্ট নাই। ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে, " মিথ্যা ভাববাদীকে মরিতে হইবে " অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সত্য নবীকে রক্ষা করিবেন, কেহই তাঁহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে না। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ শত্রুর কবল হইতে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–কে রক্ষা করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ " এবং আল্লাহ্ তোমাকে লোকদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন।" (মায়েদা, ৬৭ আয়াত)। অন্যত্র আছে, " এই ভাববাদী (রসূল) যদি আমাদের নামে কোন বাক্য বাক্য বানাইয়া বলিত তবে আমরা তাহার দক্ষিন হস্ত ধারন করিয়া তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম।" [হাককা, ৪৫-৪৭ আয়াত] ।

ওপরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে মহানবী মোহাম্মদের (সা.) মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব, বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্য কোন ভাববাদীর উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

(চলবে)

মধ্য পন্থা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ

মাহমুদ আহমদ সুমন

‘আমরা আসলে কুরআন পাঠ করি না, আর পাঠ করলেও এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি না। আমরা যদি এর ওপর আমল করতামই তাহলে আজকে সারা বিশ্বের এই করুন দশা হত না।’

ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলাম কল্যান ও শান্তির ধর্ম। ইসলাম এমন একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম যেখানে কাউকে কোন বিষয়ে অতিরঞ্জিত কিছু করার শিক্ষা দেয় না। ইসলাম সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বনেরই শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা এটাই যে, তার বান্দা যেন মধ্য পন্থা অবলম্বন করে জীবন পরিচালনা করে কোন ভাবেই যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন, ‘আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর স্বর হলো গাধার স্বর’ (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৯-২০)।

এই আয়াতদ্বয় থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ কোন অহংকারী ও দাম্ভিককে যেমন পছন্দ করেন না অপর দিকে তিনি চান তার বান্দা যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এ বিষয় পবিত্র কুরআনের অন্যত্রে আল্লাহ্পাক বলেন, ‘আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা (গোটা) মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এ রাসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়’ (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৪)। কুরআনে এতো স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা গ্রহণ না করে করছি উল্টো। আমাদেরকে কেবলমাত্র কুরআন পাঠ করলেই চলবে না, বরং এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের ওপর পরিপূর্ণ আমল করতে হবে আর না হয় আমরা নিম্নের হাদীসের বাস্তব দৃষ্টান্ত হব।

হাদীসে যেভাবে এসেছে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন মু’মিন, যে পবিত্র কুরআন পাঠ করে আর এর ওপর আমল করে সুসজ্জিত হয়ে যায়, সে এক কমলা-লেবুর মত যার স্বাদও মজাদার আর গন্ধও সুবাসযুক্ত। আরেক মু’মিন যে কুরআন পাঠ করে না, কিন্তু এর নির্দেশনার ওপর আমল করে নিজেকে সাজায়, সে খেজুরের ন্যায় যার স্বাদতো সুমিষ্টই হয় কিন্তু সুগন্ধি থাকে না। আবার কুরআন পাঠকারী মুনাফেক (কপট বিশ্বাসী) এর উপমা হল সুগন্ধযুক্ত ঘাসের মত, যার সুবাস হয় আকর্ষণীয় কিন্তু স্বাদে তিক্ত বিস্বাদময়। আর কুরআন পাঠ না কারী মুনাফেকের উপমা হলো এক শশার মত যা বিস্বাদে পূর্ণ আর অসহনীয় কটুগন্ধযুক্ত। (বুখারী, কিতাব ফযায়েলে কুরআন)

আসলে আজকে আমরা কুরআন পাঠ করি না, আর পাঠ করলেও এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি না। আমরা যদি এর ওপর আমল করতামই তাহলে আজকে সারা বিশ্বের এই করুন দশা হত না। বিশ্বময় যেন আজ কেবল অশান্তি আর অশান্তিই বিরাজ করছে। বিশ্ব আজ কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিসের ন্যায় ফেলে রেখেছে, যার ফলে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যথার্থই বলেছেন, ‘কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিসের মত ফেলে রেখো না কারণ এতেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যারা কুরআনকে সম্মান দান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। যারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির ওপর কুরআনকে প্রাধান্য দান করবে, আকাশে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই' (কিশতিয়ে নূহ)।

তিনি (আ.) আরও বলেন- 'পবিত্র কুরআন নিজস্ব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্টে আর স্বকীয় জ্যোতিতে এর আজ্ঞানুবর্তীদেরকে নিজ পানে আকর্ষণ করে তাদের অন্তর জ্যোতির্ময় করে তুলে। আবার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে খোদা তা'লার সাথে এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে দেয় যে, সেই সম্পর্ক এমন অটুট যে, ধারালো তরবারী যা কেটে টুকরো টুকরো করতে সক্ষম, এরও আঘাতে তা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। পবিত্র এই গ্রন্থ অন্তর্চক্ষু খুলে দেয়, পাপের দুর্গন্ধময় প্রবাহকে বন্ধ করে দিয়ে খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের মিষ্টি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সংবাদ তাকে দান করেন আর দোয়া কবুল হওয়া বিষয়ে নিজ বাক্য দ্বারা (ঐশীবাণী) অবগত করে থাকেন। প্রত্যেকেই, যারা সেই ব্যক্তির সাথে বিরোধিতা করে যে, কুরআন করীমের সত্যিকার অনুসরণকারী, খোদা তা'লা নিজের অকাট্য নিদর্শনের দ্বারা তার মাঝে বিকশিত হয়ে প্রমাণ করে দেন যে, তিনি তাঁর সেই বান্দার সাথে রয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামের আজ্ঞানুবর্তীতা যে করে' (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২৩, পৃ: ৩০৮-৩০৯)। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী মধ্যপন্থা অবলম্বন করতাম তাহলে হয়তো বিশ্বের বর্তমান যে যুদ্ধাবস্থা তা দেখতে হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন, 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক বা রহমান বলে ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক, সব সুন্দরতম নাম তাঁরই। আর তুমি তোমার দোয়া অতি উঁচু স্বরেও করো না বা অতি নিম্ন স্বরেও (করো না), বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১১১)। তাই আমরা যা কিছুই করি না কেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণণা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'দ্বীন সহজ। যে কেউ দ্বীনের কাজে বেশি কড়াকড়ি করে তাকে দ্বীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং দ্বীনের কাছাকাছি হও, আর হাসি মুখে থাক আর সকালে ও রাতের কিছু অংশে ইবাদতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণণা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না'। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনাকেও না? হুজুর (সা.) বললেন, না, আমাকেও না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রহমত ও ফজল আমাকে ঘিরে ফেলে। এজন্য তোমরা মধ্যম পন্থা, সিরাতুল মুস্তাকিম অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রয়াশ চালিয়ে যাও' (বুখারী, কিতাবুল মারজা)। আমরা কি পারি না, আমাদের এই সুন্দর জীবনটাকে কুরআন ও হাদীসের আলোয় গড়ে তুলতে? আসুন না, আমরা সবাই সবার কল্যাণের চিন্তা করি, কোন বিষয়ে বারাবারির পরিবর্তে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি। আমরা যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থার ওপর আমল করে জীবন পরিচালনা করতাম তাহলে ঝগড়া-বিবাদ আর নৈরাজ্য সংঘটিতই হতো না।

হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তাঁর (সা.) চোখ ছিল রক্তিম, কণ্ঠস্বর ছিল উঁচু, আর তাঁর উত্তেজনাও বেড়ে গিয়েছিল। এমন লাগছিল যে, কোন সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণে অপেক্ষমান, এমন ভয়ই তিনি আমাদের দেখাচ্ছিলেন, তিনি (সা.) বলেন, ঐ সেনাদল সকালে সন্ধ্যায় যে কোন মুহূর্তে আক্রমণে উদ্যত। তিনি (সা.) আরও বলেন, আমার আগমন আর ঐ মুহূর্তকালকে এমন সন্নিকটবর্তী করা হয়েছে এটা বলতেই সাথে তিনি শাহাদত অঙ্গুলী আর এর সাথের আঙ্গুলটি একত্রে মিলিয়ে দেখালেন, যেভাবে এই দু'টি আঙ্গুল একত্রে মিলে-মিশে আছে। আবার তিনি একথাও বলেন, এবারে আমি তোমাদেরকে বলছি যে, সর্বোত্তম ধর্মীয় উপদেশ বাণী আল্লাহ্‌র কিতাব আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ। সর্বনিকৃষ্ট হলো ধর্মে নব্য রীতিনীতির প্রচলন করা আর সেইসব নব্যতা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়।" (সহি মুসলিম, কিতাবুল জুমুআতি) আসুন না, আমরা সবাই সর্বোত্তম পথ অবলম্বন করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রকৃত অনুসারী হই আর মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করি। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাটাও মহানবী (সা.)-এর একটি রীতি ছিল, তিনি (সা.) সব সময় মধ্য পন্থা অবলম্বন করতেন, তাই আমাদেরকে এই সুন্নতটি অনুসরণ করে চলতে হবে। আমরা যদি এর ওপর আমল করি তাহলে আমাদের পরিবারগুলোতে যেমন শান্তি বিরাজ করবে তেমনি বিশ্বের বড় বড় ক্ষমতাধরেরা যদি এই নীতির ওপর আমল করে চলেন তাহলে বিশ্বেও শান্তি বিরাজ করবে এটা নিশ্চিত।

একটি হাদীস হযরত আমর বিন আওউফ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের কোন একটি সুন্নত এমন ভাবে জীবিত রাখে যে লোকেরা তা অনুশীলন করতে থাকে এক্ষেত্রে আমলকারী প্রত্যেক ব্যক্তির পুণ্যের সমপরিমাণ সুন্নতকে জীবিতকারী সেই ব্যক্তির পুণ্যে যোগ হতে থাকবে, আর এতে করে আমলকারী ব্যক্তিগণের কোন একজনেরও পুণ্যের পরিমাণে কোন কমতি হবে না। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোন নতুনত্বের সংযোজন ঘটায় আর লোকেরা তা করতে থাক তা হলে এর ওপর আমলকারী সকলের পাপের ভার তারই ওপর বর্তাবে। আর এতে সেই ব্যক্তিদের স্ব স্ব পাপের দায়ভারে কোনই কমতি হবে না"। (সুনানে ইবনে মাজা, বাব মিনা মাহ্‌ইয়া সুন্নাতা, কাদ উমিতা)

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এক শ্রেণীর আলেম-উলামার উদ্ভব হয়েছে যাদের পদচারণা এর পূর্বে থাকলেও এবার এসব আলেম-উলামা নতুন আঙ্গীকে সাধারণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াশ করছে। এসব আলেম-উলামা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আহমদী মুসলমানদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন গ্রন্থের কর্তিত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বা কোন কোন উদ্ধৃতির বিকৃত অর্থ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এদের আচার-আচরণ এদের পূর্বসূরীদের থেকে ব্যতিক্রমী হলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে প্রতিষ্ঠিত তাই এযুগে যুক্তি, দলীল এবং নিদর্শন এ জামা'তকেই দেয়া হয়েছে। এই দৃঢ় ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর একটি একটি করে খণ্ডন করাই আমার এই 'মিরআতুল ইয়াকীন' তথা বিশ্বাসের আয়না-এর অবতারণা। এসব আলেম-উলামার পূর্বসূরীরা যেমন এই ঐশী জামা'তের বিপরীতে টিকতে পারেনি এরাও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা টিকবে না।

পাঠকের কাছে অনুরোধ, আপনারা মনোযোগসহকারে লেখাটি পড়বেন। যুক্তি ও দলীলে কোন ধরনের সংশয় ও প্রশ্ন থাকলে সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী বরাবর পাঠিয়ে দিবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্পর্কে যেসব আপত্তি করা হয় তার মাঝে সবচেয়ে জঘন্য আপত্তি হলো- মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) নাকি স্বয়ং আল্লাহ্ হবার দাবি করেছেন। নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক। এসব ঠান্ডা মাথার বিদ্বেষীরা এই স্পর্শকাতর আপত্তি করে সাধারণ মানুষকে সহজেই নিজেদের কথার জালে আটকে ফেলতে পারে। এই আপত্তি শুনা মাত্রই প্রত্যেকেই স্বভাবতই বলবে: ঠিক, মির্যা সাহেব এ দাবি করে থাকলে নিশ্চয় তিনি মিথ্যাবাদী। আমিও তা-ই বলবো এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা উর্দূ-আরবীর জ্ঞান কম রাখেন তাদেরকে এসব নামসর্বস্ব আলেমরা রূহানী খাযায়েন ৫ম খণ্ডের ৫৬৪ পৃষ্ঠার একটি আরবী লেখার কর্তিত উদ্ধৃতি দেখিয়ে বলে দেন যে, এই যে এখানে মির্যা সাহেব লিখেছেন তিনি খোদা।

এক্ষেত্রে পাঠকের স্মরণ রাখতে হবে, পূর্ণাঙ্গীন বাক্য বা বিষয়বস্তু উল্লেখ না করে কোন কর্তিত অংশ উপস্থাপন করলে অনেক বিপত্তিই হতে পারে এমনকি ইতিবাচক বিষয়ও নেতিবাচক হয়ে যেতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন 'লা তাকরাবুস্ সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা' তোমরা নামাযের কাছেও যাবে না যখন তোমরা অচেতন অবস্থায় থাক। এখানে যদি শুধু প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা হয় অর্থাৎ 'লা তাকরাবুস সালাত' তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না- তাহলে এটি কত মারাত্মক হতে পারে! ঠিক এধরনের কাজই করেছেন ঈমানের দাবিদার এসব নামসর্বস্ব আলেমগণ। তবে মু'মিন বান্দাদের জন্য মৌলভীদের এমন তাকওয়া বিবর্জিত কর্মকাণ্ড মোটেও অবাক করার মত নয়। হাক্কানী আলেম ও ধর্ম সম্পর্কে যারা সামান্য জ্ঞানও রাখেন তারা জানেন প্রত্যেক যুগেই যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সতর্ককারী আসেন তাঁর সাথে সমসাময়িক আলেম-উলামারা এ ধরনেরই আচরণ দেখিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র প্রতি কামেল ঈমান না থাকার কারণে এবং বিদ্বেষের কারণে

তারা এক প্রকারের অন্ধত্বের শিকার হয়ে তারা এমন হীন কাজ লাগামহীনভাবে করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি রহম করুন আর তাদের চোখ খুলে দিন।

আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে অতিসম্প্রতি একটি সংগঠন 'খতমে নবুয়্যত মারকায' তাদের কাদিয়ানী বিরোধী প্রচারপত্রে আপত্তিসমূহের মাঝে আল্লাহ্ হবার দাবির বিষয়ে যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন তাহলো: 'আমি নিজেকে স্বয়ং আল্লাহ্‌রূপে দেখতে পেলাম এবং একীন করে নিলাম যে, আমি তিনিই' *(রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৪)*।

> এ যুগে যখন কিনা মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহ্ তা'লা নিজের বিকাশস্থল হিসাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে বেছে নিয়েছেন।

চলুন, আমরা এখন এই উদ্ধৃতিটিকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রচিত 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকের উদ্ধৃত পৃষ্ঠার মূল উদ্ধৃতির সাথে মিলিয়ে দেখি। মূল উদ্ধৃতি আরবী ভাষায় লিখিত এর অনুবাদসহ তুলে ধরা হলো,

روحانی خزائن جلد۵ ۵۶۴ آئینہ کمالات اسلام

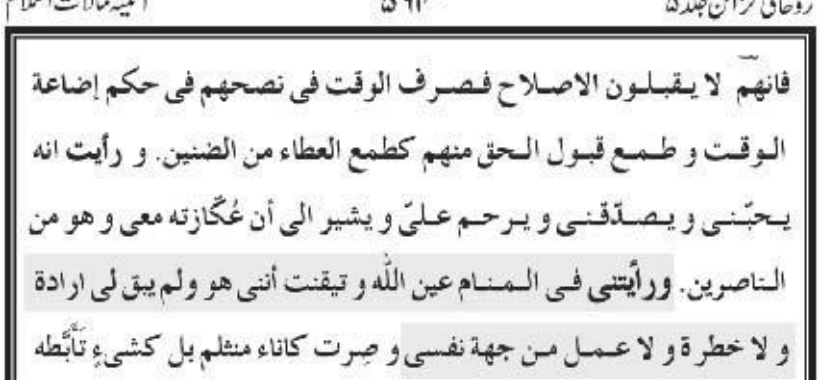

فانهمّ لا يقبلون الاصلاح فصرف الوقت فی نصحهم فی حكم إضاعة
الوقت و طمع قبول الحق منهم كطمع العطاء من الضنين. و رأيت انه
يحبّنی و يصدّقنی و يرحم علیّ و يشير الی أن عُكّازته معی و هو من
الناصرين. ورأيتنی فی المنام عين الله و تيقنت أننی هو ولم يبق لی ارادة
و لا خطرة و لا عمل من جهة نفسی و صِرت كاناء منثلم بل كشیءٍ تأبّطه

রাআইতুনি ফিলমানামি আইনাল্লাহি ওয়া তায়াক্বানতু আন্নানী হুয়া লা ইয়াবক্বা লী ইরাদাতুন ওয়া লা খাতরাতুন ওয়া লা আমালুন ফী ওয়াজহাতি নাফসী"।

অর্থ: আমি ***স্বপ্নে*** নিজেকে আল্লাহ্ হিসাবে দেখেছি এবং দৃঢ়ভাবে মনে হয়েছে আমিই তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং আমার কোন ইচ্ছাই আমার নিজ অধীনে থাকলো না, আমার কোন চিন্তাধারা এবং কোন কাজের আমার নিজের বলে আর কিছুই রইল না।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় এসব আলেম-উলামারা শুধুমাত্র শত্রুতা বশত এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসেই প্রথম অংশ অর্থাৎ 'রাআইতুনী ফিলমানামি' অর্থাৎ আমি স্বপ্নের মাঝে নিজেকে দেখি' এই বাক্যটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এ ধরনের স্পষ্ট ছল ও প্রতারণা একদিকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণ করছে অপর দিকে এ জামা'তের বিরোধিতায় সংগঠিতভাবে কর্মরত আলেম-উলামার আধ্যাত্মিকতা ও ঈমানের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছে। জেনে-শুনে এমন একটি প্রতারণা প্রমাণ করছে এরা পরকালে পূর্ণ বিশ্বাস করে না আর আল্লাহ্‌র শাস্তিরও এরা কোন পরোয়া করে না।

পাঠক! এখন আসা যাক এই প্রশ্নে, মির্যা সাহেব যে বক্তব্যটি রেখেছেন তা কি আসলেই আপত্তিকর? আহমদীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হয়েছে এতে কেন তারা মধ্যবর্তী একটি শব্দ 'স্বপ্ন' বাদ দিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই শব্দ বাদ দেয়া নিজেই প্রমাণ করে এসব আলেম উলামা ভালো করেই জানেন, উক্ত বর্ণনা যদি স্বপ্নের হয়ে থাকে তাহলে আর কোন আপত্তি থাকে না। আর তাই সাধারণ মানুষের কাছে উক্ত বক্তব্যটি যেন আপত্তিকর সাব্যস্ত হয় এসব নামধারী আলেম ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শব্দ বাদ দিয়ে নিজেরাই একটি উদ্ধৃতি বানিয়ে আপত্তিকর হিসাবে উপস্থাপন করেছে। সকলেরই জানা, স্বপ্নের বিষয় আক্ষরিক অর্থ নেয়া অজ্ঞের কাজ। স্বপ্ন তাবীর তথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে বুখারী শরীফ, কিতাবুর রুইয়াতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যেখানে বলা হচ্ছে, 'ইন্না রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা বাইনানা আনা না-ইমুন রাআইতু ফী ইয়াদাইয়্যা সাওয়ারাইনে মিন যাহাব।' অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখি আমার দুই হাতে সোনার বালা পরানো হয়েছে। আমি এ দু'টোকে কেটে ফেললাম এবং অপছন্দ করলাম। *(বুখারী, কিতাবুর রু'ইয়া; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারী শরীফের ১০ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৫৪ হাদীস নং- ৬৫৫৮)* সাধারণভাবে জাগ্রত অবস্থায় কোন পুরুষের সোনা পরিধান করা হারাম কিন্তু মহানবী (সা.) স্বপ্নে সোনার বালা পরেছেন আর এ সোনার বালা যে আসলে সোনার বালা নয় বরং অন্য কিছু এ হাদীসেই রসূল (সা.) এর ব্যাখ্যাও করেছেন। হারাম বা নাজায়েজ বিষয়ও স্বপ্নে মানুষ দেখতে পারে কিন্তু সেটার যথোপোযুক্ত ব্যাখ্যা বা তাবীরও রয়েছে। স্বপ্নে দেখা বিষয়কে জাগ্রত অবস্থার সাথে বিচার করা নিতান্তই অজ্ঞতা। আল্লামা সায়্যেদ আব্দুল গনি নাবলসীর কায়রো থেকে মুদ্রিত তা'তিরুল আনাম ফি তা'বিরিল মানাম-এর ৯০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'যে ব্যক্তি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখে যে, সে আল্লাহ্ সুবহানাহু তালা হয়ে গেছে তাহলে এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।' অতএব বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট।

এখন আরেকটি প্রশ্ন থাকে, বুঝলাম এটি স্বপ্ন ছিল কিন্তু এ স্বপ্ন দেখে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে কি নিজে খোদা হবার দাবি করেছেন? এ বিষয়টি যাচাই করে দেখা উচিত। আসলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ স্বপ্ন দেখার পর কী তাবীর করেছেন। আখেরী যুগের এসব আলেম-উলামাদের প্রতি আক্ষেপ! তারা শুধু তাদের পূর্বসূরীদের ভুলকে গাধার ন্যায় বহন করে চলছেন, নিজেরা একবার উদ্ধৃতিটি পড়েও দেখেন নি। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই এই স্বপ্নের তাবীর করেছেন,

'(স্বপ্নে) আমার আল্লাহ্-রূপে নিজেকে দেখার অর্থ হচ্ছে কায়ার দিকে ছায়ার প্রত্যাবর্তন এবং খোদা-প্রেমিকদের সাথে এরকম ঘটনা অনেক সময়ই ঘটে থাকে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ যখন কোন মঙ্গলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন আমাকে তাঁর উদ্দেশ্য ও একত্ববাদের বিকাশস্থলে পরিণত করেন। সৎকর্মশীল, কুতুব ও সিদ্দীকদের সাথে তিনি এ ধরনেরই আচরণ করে থাকেন।'

এখানে মির্যা সাহেব তাঁর স্বপ্নের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বলছেন নিজেকে আল্লাহ্ হিসাবে দেখার তাবীর হলো, আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে তাঁর যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন তার ইচ্ছাসমূহ এবং উদ্দেশ্যসমূহের বিকাশস্থল হবেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁকে দেখে আল্লাহ্ অস্তিত্বে মানুষ ঈমান আনবে। আর সব যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিতদের মাধ্যমে এভাবেই, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এ যুগে যখন কিনা মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহ্ তা'লা নিজের বিকাশস্থল হিসাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে বেছে নিয়েছেন। এটি পড়ার পর সৎ অন্তকরণের কারো কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সূফি মতবাদের মত ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ বা হুলুলিয়্যানে বিশ্বাস করেন? আপত্তিকারীরা যদি উদ্ধৃত বক্তব্যের একটু পূর্বাপর পড়ে নিত তাহলে তাদের মনে কোন প্রশ্নেরই উদ্রেক হতো না বরং বুঝতে পারতো কীভাবে ইসলামের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ ও ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করছেন। ইসলামের স্বপক্ষে লিখিত মির্যা সাহেবের এই আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের উদ্ধৃত উদ্ধৃতির ঠিক এক পৃষ্ঠা পরেই স্বপ্নের বিষয়টিকে এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যা পড়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঘুনাক্ষরেও কোথাও আল্লাহ্ হবার দাবি করেন নি। তিনি বলেছেন, আমি স্বপ্নে যে বিষয়টি দেখেছি এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঐশী নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যার কিছু ঊর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর কিছু পৃথিবীর সাথে। এই ঘটনার মাধ্যমে আমি 'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ' (সব কিছুই খোদার অংশ) মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণাকে বুঝাই না আবার এর মাধ্যমে আমি 'হুলুলিয়্যিন' (অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে খোদা কারো মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যান) মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণাকেও বুঝাচ্ছি না বরং এ ঘটনাটি ঠিক তেমনই যেমনটি মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ নফল ইবাদতের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বুখারী শরীফে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর সেই হাদীসটি হলো:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ...আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে।...' *(বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব বাবুত তাওয়াযু; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারী শরীফের ১০ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৩ হাদীস নং- ৬০৫৮)*

উপরোক্ত তাবীর এবং মহানবী (সা.) এর হাদীস থেকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা একেবারে স্পষ্ট। এতে কেবল হীন বিদ্বেষী এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীনরা এবং ঈমানশূণ্য ব্যক্তিরাই আপত্তি করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা সত্যান্বেষীদের হেদায়েত দান করুন।

mss1982a@gmail.com

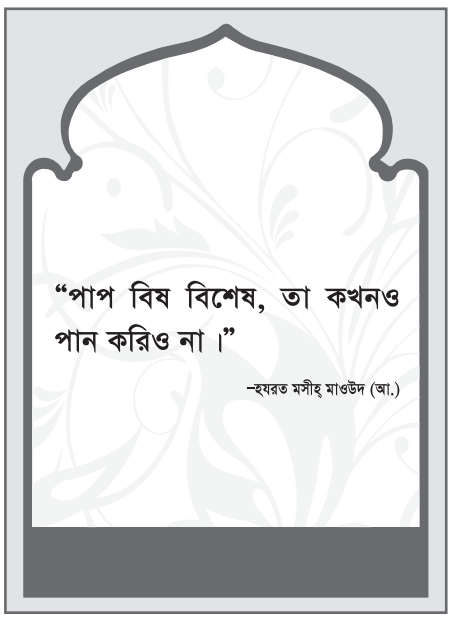

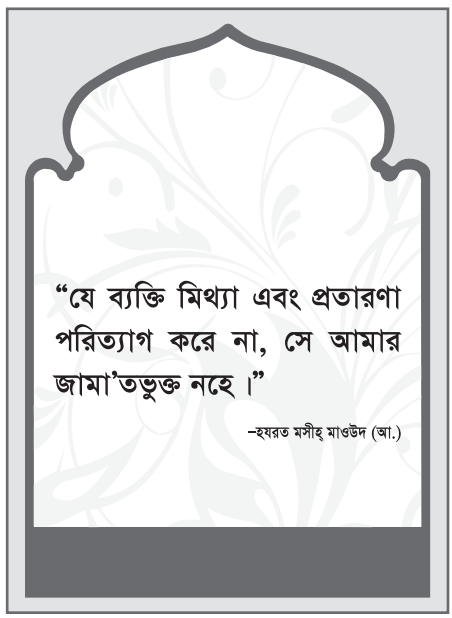

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
২৩ নভেম্বর, ২০১৫

জোরপূর্বক নয় বরং ভালবাসার মাধ্যমে ইসলামকে ছড়িয়ে দিন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, প্রধান

জাপানের নাগোয়াতে বায়তুল আহাদ মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল বক্তব্য

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ২১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জাপানের নাগোয়াতে বায়তুল আহাদ মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য হিসেবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সান্ধ্যকালীন এই আয়োজনে শতাধিক অ-আহমদী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অতিথি যোগদান করেন।

জুমুআর সাপ্তাহিক খুতবা প্রদানের আগের দিন মাননীয় হুযূর (আই.) জাপানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সর্বপ্রথম এই মসজিদটি উদ্বোধন করেন।

বক্তৃতা প্রদানের সময় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ইসলামী ইবাদতের প্রকৃত ধারণা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্যের মাঝে পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণের উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়।

মাননীয় হুযূর (আই.) প্রথমেই বলেন, সবরকম সন্ত্রাস এবং উগ্রপন্থা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ

"আমি পরিষ্কার ভাবে এটি বলতে চাই যে, ইসলামের শেক্ষা এবং সত্যিকার মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং সামাজিক ঐক্য আনয়নের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে মসজিদসমূহ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হল এমন স্থান সংকুলান করা যেখানে মানুষ সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে এবং সমাজে ভালবাসা, সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্য বিস্তার করা।"

ইসলামী ইবাদতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ আরবী অভিধানে মসজিদের ইবাদত এবং প্রার্থনা 'আস-সালাত' হিসেবে পরিচিত। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সমৃদ্ধি এবং আশীর্বাদ।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ অতএব, যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণে ইবাদত করে তারা কখনও নিষ্ঠুর হবে না আর নির্দয়ও হবে না বরং তারা হবে সহানুভূতিশীল, সম্প্রীতিশীল এবং অন্যের প্রতি সর্বোত্তম হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী এবং মানবতার জন্য অশেষ কল্যাণের উৎস।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন হুযূর (আই.) সেই উদ্দেশ্যের রূপরেখা তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) মানবজাতিকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে তারা যেন তাদের স্রষ্টার পরিচয় উপলব্ধি করে তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করে। সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়কে প্রতিহত করতে এবং একে অপরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ও পরস্পরের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য করুণার উৎস ছিলেন এবং তিনি এই ঘোষণা

দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ধর্মচর্চার বিষয়ে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ অনুচিত।

ইসলামের প্রসারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচেষ্টা উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা নয় বরং ভালবাসার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতে হবে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জামা'ত এবং মসজিদসমূহ এই উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করে যে উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বাঘর নির্মিত হয়েছিল। আমাদের মসজিদ হল সেই বাতিঘর যা দ্বারা আশপাশ আলোকিত হয়।

আধ্যাত্মিক এই নেতা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিবিধ মানবসেবামূলক উদ্যোগের কথা বলেন।

উদাহরণস্বরূপ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভাবগ্রস্তদের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বের প্রত্যন্ত স্থানে বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ আহমদী মুসলমানদের প্রচেষ্টা হল ব্যথিতদের দুঃখমোচন করা। তাদের দুঃখ, হতাশা এবং মর্মবেদনা দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তাদের চাহিদা পূরণ করা এবং নিজ যোগ্যতায় যেন তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করা।

জিহাদের ধারণা সম্পর্কে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান যুগে প্রকৃত তরবারির জিহাদ নয় এবং সংশোধনের নিমিত্তে স্বপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদ হল আমাদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের উন্নতি সাধনের জিহাদ এবং এই জিহাদ হল বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রসারের জিহাদ। জাপানেও আমাদের লক্ষ্য এটাই যেন এই সম্মানিত জাতির মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন ঃ আমরা জাপানের অধিবাসীদেরকে এটি জানাতে চাই যে, ইসলামই সেই ধর্ম যা আমাদের স্রষ্টার পরিচয় উপলব্ধি করার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং মানবসেবার লক্ষ্যে তাঁর সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপন করে। এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই মসজিদ, যা জাপানে আমাদের প্রথম মসজিদ, সর্বদা এই শহর এবং দেশব্যাপী এই বাণী পৌঁছাবে।

পরিশেষে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ এই মসজিদের মিনার উচ্চকণ্ঠে এটিই প্রচার করবে যে, ইসলাম শান্তি, সুরক্ষা এবং ভালবাসার ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার ও পরস্পরের অধিকার পরিপূরণের ধর্ম।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন ঃ প্রকৃত সত্য এটাই এবং সবসময় এটিই থাকবে যে, ইসলামই সেই ধর্ম যার শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কোন তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এর পূর্বে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রোতামন্ডলীর সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জাপানে মসজিদ উদ্বোধনের জন্য তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অভিবাদন জানান এবং হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)কে দেশটিতে স্বাগত জানান।

২০১১ সালে জাপানে সংঘটিত ভূমিকম্প এবং সুনামির পরবর্তী সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মানবসেবা এবং সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডের জন্য তারা তাদের প্রশংসা পূনর্ব্যক্ত করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় এবং এরপর হুযূর (আই.) বক্তিগতভাবে প্রত্যেক অ-আহমদী মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জাপানে খাঁটি ইসলামের বার্তা নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকার

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২৬ নভেম্বর, ২০১৫)

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বনেতা, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তাঁর সাম্প্রতিক জাপান সফরে জাপানী গণমাধ্যমের মধ্যে আশাহি সংবাদপত্র, চগাই নিপ্পোউ সংবাদপত্র, চুকিও টিভি এবং শিঙ্গেতসু নিউজ এজেন্সির সাথে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকারে তাঁকে ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা, বাইতুল আহাদ মসজিদের উদ্বোধন এবং বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, বিশেষত প্যারিসের সন্ত্রাসী হামলার আলোকে প্রশ্ন করা হয়।

বাইতুল আহাদ মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে চুকিও টিভি'র প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "কেবলমাত্র মসজিদ নির্মাণ করাটাই যথেষ্ট নয়, বরং একটি মসজিদ তৈরির সত্যিকারের উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন এটি একক খোদা তা'লার আরাধনায়, অন্যের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে এবং ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারে ব্যবহৃত হবে।"

চুকিও টিভির পক্ষ থেকে সম্প্রতি প্যারিসে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলা সম্বন্ধে করা প্রশ্নে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলাকে কেবলমাত্র তীব্রভাবে নিন্দা করা যায়। একে একমাত্র চরম নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আইসিস-এর ন্যায় দল বা অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ করছে, কেননা ইসলাম কেবল শান্তি ও ভালবাসার প্রতি আহ্বান করে, বর্বরতা এবং অন্যায়ের প্রতি নয়। এসব সন্ত্রাসবাদী শ্রেণী ইসলামের নামকে কলঙ্কিত করা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারছে না।"

সিঙ্গেতসু নিউজ এজেন্সি কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জাপানের প্রতি আশা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "আমরা একটি ধর্ম প্রচারক সংগঠন আর তাই আমাদের কাজ হল ইসলামের সত্য শিক্ষার প্রচার করা। আমি দেখলাম যে, জাপানের মানুষেরা বেশ ধার্মিক এবং ভাল আদব কায়দা সম্পন্ন, তাই আমি নিরাশাবাদী নই। আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন অনেক জাপানী মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবেন।"

চুগাই নিপ্পোউ এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)কে প্রশ্ন করা হয় যে, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাস দমনে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাস এবং চরমপন্থীদের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমি এর জন্য অনেক আগে থেকেই আহ্বান করে যাচ্ছি।"

আসাহি সংবাদ পত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, জাপানী জাতি এবং লোকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা কী?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "পৃথিবী আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জাপানী মানুষরা যুদ্ধ বিগ্রহের বিধ্বংসী ফলাফল সম্পর্কে অন্যদের থেকে ভাল জানে। তাই, একটি জাতি হিসেবে জাপানের উচিত, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো।"

সংবাদ

ঢাকা জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে গত ২৭/১১/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার ৪নং বকশীবাজার দারুত তবলিগ কমপ্লেক্সে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, ঢাকা জামাত। জলসায় রসূল করীম (সা.) এর জীবনীর ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলাইমান এবং উপস্থিত জেরে তবলিগগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ। এছাড়া গত ০৪/১২/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার ৪নং বকশীবাজার দারুত তবলিগ কমপ্লেক্সে এমনই এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন আমীর, ঢাকা জামাত। এতে রসূল করীম (সা.) এর জীবনীর ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন ও উপস্থিত জেরে তবলীগগণের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর প্রদান করেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান

উত্থলীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/১২/২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উত্থলিতে এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাজীব মাহমুদ চৌধুরী। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব তাহের হালিম রুমি এবং বাংলা নযম পেশ করেন জনাব শাহিনুর রহমান। নবী করীম (সা.) এর জীবনের আলোকে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন মৌলবি রফিকুল ইসলাম, মওলানা খালিদ হোসেন এবং মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৫জন মেহমানসহ ৪৭ জন উপিস্থিত ছিলেন।

মহিউদ্দিন আহমদ

মাহীগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/১১/২০১৫ তারিখ জনাব মোশারফ হোসেন-এর সভাপতিত্বে মাহিগঞ্জের বড়দরগাহ্ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্ন-উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ মাসুম আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর নযম পরিবেশন করেন মৌ. আসলাম আহমদ। অতঃপর সীরাতুন নবী (সা.) এর জলসায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব খালেক হোসেন, নও মোবাইন জনাব খলিলুর রহমান সোহেল এবং মৌ. আসলাম আহমদ। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর প্রশ্ন-উত্তরপর্ব শুরু হয়। এতে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ২৮/১১/২০১৫ তারিখে বড়দরগাহ জনাব জহির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪২জন উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ মাহীগঞ্জের উদ্যোগে দেওয়ানটলি হালকায় তরবিয়তী ও তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জের দেওয়ানটলি হালকায় আব্দুর রহমান সাহেবের বসায় আহমদী ও নন-আহমদী মিলে তরবিয়তী সভা ও তবলীগি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ। এতে তরবিয়তী ও তবলিগী বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন আহমদী ও ৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন

আব্দুর রহমান

শীতবস্ত্র বিতরণ

মাসিক কর্মসূচী মোতাবেক দেশের শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে আহমদী বাড়ী থেকে শীতবস্ত্র সংগ্রহ এবং সেই সাথে সামর্থ্যবান সদস্য হতে খেদমতে খালক খাতে অনুদান আদায় করা হয়। আদায়কৃত অর্থের মাধ্যমে কম্বল ক্রয় করা হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট ৩০টি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য কম্বল ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ও গরম কাপড় বিতরণ করা হয়।

ইমরান সাইদ

তালিম দফতর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালিম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৫ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ৮ম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি এ সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৬ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৫/১২/২০১৫ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ, নযম উর্দু ও বাংলা পাঠ করেন যথাক্রমে আতাই রাব্বী ও নুরুদ্দীন আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানব প্রেম এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। সবশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তবলীগ এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি। উপস্থিত জেরে তবলীগদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ১১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জামাতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২০/১১/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ কাউছার আহমদ। বাংলা নযম পেশ করেন শামীম আহমদ।

এরপর রসূল (সা.) এর দৈহিক গঠন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ মুজাফফর উদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর, নারায়ণগঞ্জ। 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদুর রহমান, তারপর প্রধান অতিথি মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন মহানবী (সা.)-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণনা করেন। তারপর সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্নোত্তর শেষে ইজতেমায়ী দোয়া হয়। উক্ত জলসায় ৬ জন মেহমানসহ মোট ১৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ৯ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ২০১৫ মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুরের ৯ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব ফজলে ইলাহীর সভাপতিত্বে ২৭ নভেম্বর সমাপনী অধিবেশনে মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৫ পেশ করেন মোন্তাযীম উমূমী জনাব আবু জাকির আহমদ। আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর এর সম্মানীত নায়েব আমীর জনাব আব্দুল হান্নান নসীয়তমূলক বক্তব্য পেশ করেন। ইজতেমায় মোট ৯টি তালিমী প্রতিযোগিতা ও ৬টি খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হালকা সমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। কাজী পাড়া হালকার জয়ীম জনাব তালহা শের আলীর হাতে শ্রেষ্ঠ হালকার ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও মোকামী ও আহমদনগর হালকাকে উত্তম হালকা ঘোষণা করা হয় ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

আবু জাকির আহমদ

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়ার সদস্যা হাসেনা বেগম গত সেপ্টেম্বর মাসে হার্টের সমস্যাজনিত কারণে তারুয়াতে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমার স্বামী মরহুম মজিজুল হক, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার বিভিন্ন কাজে জামা'তের খেদমত করেছেন। মরহুমার পিতা ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভাদুঘরের মরহুম চিনুমিয়া মাষ্টার। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি মৃত্যুকালে তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে, উনিশ জন নাতি-নাতনী এবং দুই জন, পৌত্র পৌত্রী রেখে গেছেন। জামা'তের প্রতি মরহুমার অগাধ ভালবাসা ছিল। সব সময় জামাতের কথা বললে খোদার জামা'ত বলতেন এবং আহমদীয়াত নিয়ে কেউ কটুক্তি করলে তিনি রেগে গিয়ে তাকে বুঝাতেন। তিনি পাড়া প্রতিবেশীর সাথে খুব ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতেন। সব সময় মানুষের উপকার সাধনে চেষ্টা করতেন। তিনি খুব অতিথি পরায়ণ ছিলেন। জলসা সহ জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় তিনি মেহমানদের চা-নাস্তা খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করতেন। যথাসাধ্য তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। সকল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি খুব নেক মহিলা ছিলেন। জানাযা নামাযের পর তারুয়ার আহমদী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে এই জন্য জামাতের সকলের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমার বড় ছেলে
এহেছানুল হক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নেই। তাই তোমরা এ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো।"

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

শুভ বিবাহ

* গত ২৮/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ আফসানা আক্তার, পিতা-আবদুল আলীম গাজী, গ্রাম+পোঃ হরিনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মাহমুদুল হাসান, পিতা আনিছুর রহমান তরফদার, গ্রাম: বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর জেলা-সাতক্ষীরার বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৬/১৫

* গত ১৪/০৯/২০১৫ তারিখ সম্পা আক্তার, পিতা মোহাম্মদ আলী, গ্রাম-টেক্সদীঘির পাড়, পোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ শামছুর রহমান, পিতা-মোহাম্মদ গোলাম আহমদ, গ্রাম: গোয়ালপাড়া, পোঃ ফুলতলা হাট, জেলা-পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ) হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৭/১৫

* গত ০৫/১০/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ শারমিন আক্তার (সুমী) পিতা-মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান মল্লিক, গ্রাম- উত্তর বেদকাশী পোঃ বেদকাশী, কয়রা, জেলা-খুলনার সাথে এস, এম, রায়হান আহমদ, পিতা, এস, এম, শরীফ আহমদ, গ্রাম-মীরগাং, পোষ্ট- যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরার বিবাহ ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৮/১৫

* গত ৩০/০৯/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ দুলালী খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, উত্তর ভাবানীপুর, ভেড়ামারা, জেলা-কুষ্টিয়ার সাথে মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল করিম, গ্রাম: মাজদিয়া, পোঃ মাজদিয়া, জেলা কুষ্টিয়ার বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৯/১৫

* গত ৩০/০৯/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ সাজেদা আক্তার মরিয়ম, পিতা-আবদুস সাত্তার, গ্রাম: আলী আরা, পোঃ সৌকারা, লাঙ্গলকোট, জেলা-কুমিল্লার সাথে আরিফ হোসেন, পিতা-গোলাম হোসেন, গ্রাম-রমজান বেগ, খাসকান্দি জেলা-মুন্সিগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১০/১৫

* গত ১৪/০৮/২০১৫ তারিখ ইসরাত জাহান চাঁদমনি, পিতা-আফ্রাদ হোসেন, তারুয়া, পো. তারুয়া, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ তিমন, পিতা- মোহাম্মদ ফেরদৌস, গাবতলী মাজার রোড, গাবতলী, মীরপুর, ঢাকার বিবাহ ২০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১১/১৫

* গত ২৮/০৮/২০১৫ তারিখ সিলিমা শুভা প্রিয়া, পিতা-জনাব এম.এ. কাশেম, ৬৪/এ, ইস্পাহানী পার্ক রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এর সাথে আতাউল কাইয়ুম চৌধুরী, পিতা-বাবুল আহমদ চৌধুরী, ফ্লোর-০৫, হাউজ-২৭, রোড-০২, সেক্টর ০৪, উত্তরা, ঢাকার বিবাহ ৫০০,০০০/- টাকা (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১২/১৫

* গত ২৮/০৯/২০১৫ তারিখ বুশরা মজিদ, পিতা-আবদুল মজিদ, ১নং কে.বি. ফজলুল কাদের রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম-এর সাথে নাহিদ রাব্বি, পিতা-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কয়লার ঘর, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১৫০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৩/১৫

* গত ১২/১০/২০১৫ তারিখ হোসনে আরা খাতুন (ভাবনা), পিতা-মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গোপিনাথপুর, নাজির পুর, গুরুদাসপুর, নাটোর-এর সাথে জামালউদ্দিন আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, পাঁচ পুরুলিয়া, নাটোর-এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৪/১৫

* গত ১৪/১০/২০১৫ তারিখ আলিয়া রিফ্‌ফাত, পিতা-মাহবুব হোসেন, লেইন : ০২, বাড়ী-২১১, ফ্লাট: ৬ তলা, বারিধারা, ঢাকা'র সাথে আশফাক আহমদ, পিতা-মরহুম আসগর আহমদ, ক্রিষ্টান প্যালেস, ভূইয়া গলি, খুলশী, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৭,২০,০০০/- টাকা (সাত লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৫/১৫

* গত ১৭/১০/২০১৫ তারিখ আমিনা আহমদ (মনি), পিতা-মরহুম রুহুল আমীন, নোয়াগাঁও, পোঃ গৌরারং, জেলা সুনামগঞ্জ-এর সাথে জুয়েল আহমদ, পিতা-মরহুম বশির আহমদ, নলৌয়র পাড়, পো: গৌরারং, জেলা-সুনামগঞ্জ এর বিবাহ ১,১৫,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৬/১৫

* গত ৩০/১১/২০১৫ তারিখ ফারিয়া হোসেন আভা, পিতা-জাকির হোসেন, গ্রাম: বালিয়া, পো: সারকারখানা, থানা পলাশ, জেলা-নরসিংদীর সাথে মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, পিতা-সহিদ আহমদ, গ্রাম: আহমনগর, পো: ধাক্কামারা, জেলা পঞ্চগড় এর বিবাহ ১,২০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৭/১৫

* গত ২৩/১০/২০১৫ তারিখ আফিফা পারভীন শান্তা, পিতা-আনিসুর রহমান, ৫৮/১ কদমতলা, পোঃ বাসাবো থানা সবুজবাগ, ঢাকা'র সাথে এস, এম, আমানুর রহমান, পিতা- এস. এম. মতিউর রহমান, বাড়ী-২ রোড-১/বি, পশ্চিম নন্দিপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা'র বিবাহ ৪,৮০,০০০/- টাকা (চার লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৮/১৫

* গত ২৩/১০/২০১৫ তারিখ সাফিয়া ইরান, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, গোয়ালদী, পোঃ আমিনপুর, সোনারগাঁ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে রাহাতুল হাসান, পিতা-ইব্রায়েতুল হাসান, ফ্লাট-২, এন/ কৃষ্ণচূড়া, ২৪. বি. সি, শহীদ মিনার রোড, কল্যাণপুর, ঢাকা'র বিবাহ ৩,৬০,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩১৯/১৫

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

গত শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জামাতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আহমদীয়াত বিরোধী আলেম-উলামা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আসছে এবং অপবাদ দিয়ে আসছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় যে অপবাদ আর যদ্বারা তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করে তাহলো, তিনি নাকী নাউযুবিল্লাহ্ নিজেকে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় মনে করেন। আজও এসব স্বার্থপর ও নামধারী আলেম-ওলামা যেখানে তাদের শক্তি ও জোট আছে সেখানে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে এই একই আপত্তি করে এবং নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে।

হুযূর বলেন, তাদের এই আপত্তির কোন ভিত্তি নেই কেননা ১৮৮০ থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৮ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক ঘেঁটে দেখলেই এর অসারতা প্রমাণ করা সম্ভব।

এরপর হুযূর একাধারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বই থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন যাতে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)–এর শ্রেষ্ঠত্ব, মোকাম বা মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

যেমন বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে তিনি (আ.) বলেন, "এখন আকাশের নীচে কেবল একজনই নবী এবং একটিই ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), যিনি সকল নবীর চেয়ে বেশী মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ, আর সব রসূলের চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ। যিনি হলেন, খাতামুন নবীঈন ও মানবশ্রেষ্ঠ। যাঁর অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে আর আঁধাররাজি দূরীভূত হয় আর এই জগতেই সত্যিকার নাজাত লাভের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। আর কুরআন শরীফ হলো, খাঁটি ও পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনা ও পবিত্রকরণ প্রভাবে ভরপুর, যার মাধ্যমে সত্যিকারের জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভ হয় এবং মানবীয় দুর্বলতা থেকে মন পবিত্র হয় এবং মানুষ অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য, সন্দেহের বাতাবরণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে হাক্কুল ইয়াকীন (বা দৃঢ় বিশ্বাস)-এর পর্যায়ে উপনীত হয়।

এরপর আয়নায়ে কামালতে ইসলাম পুস্তকে তিনি (আ.) বলেন, 'সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ উৎকর্ষ মানবকে, যা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি-মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা-জহরতে। তা ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। অতএব ঐ নূর বা জ্যোতি দান করা হয়েছে সেই মানবকে এবং পদমর্যাদার নিরিখে একই বৈশিষ্ট্যধারী অন্য লোকদেরও অর্থাৎ তাদেরকে যারা কিছুটা হলেও সেই রঙ ধারণ করেছেন...। এই সুমহান মর্যাদা, পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল আমাদের নেতা ও মনিব, আমাদের পথপ্রদর্শক, নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর মাঝে; যিনি পরম সত্যবাদী ও সত্যায়িত।'

এরপর তিনি তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হাকীকাতুল ওহীতে বলেন, "আমি সব সময় বড় আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি, এ আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর সুউচ্চ মাকামের সীমা কল্পনা করা যায় না, তাঁর পবিত্র প্রভাব অনুমান করা মানবের সাধ্যের বাইরে। বড়ই দুঃখের বিষয়, যেভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে তাঁর মর্যাদাকে মূল্যায়ন করা হয় নি। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস-পৃথিবীতে যার বিলুপ্তি ঘটেছিল তিনিই সেই অনন্য বীর যিনি তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরম ভালবাসা গড়ে তোলেন আর সৃষ্টির সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়। তাই যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন সেই খোদা তা'লা তাঁকে সকল নবী আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন আর তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করে দেন।"

এরপর মহানবী (সা.) অতুলনীয় শান ও মহিমার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) ইতমামুল হুজ্জত গ্রন্থে বলেন, "সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায় সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয়

"এখন আকাশের নীচে কেবল একজনই নবী এবং একটিই ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), যিনি সকল নবীর চেয়ে বেশী মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ, আর সব রসূলের চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ। যিনি হলেন, খাতামুন নবীঈন ও মানবশ্রেষ্ঠ। যাঁর অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে আর আঁধাররাজি দূরীভূত হয় আর এই জগতেই সত্যিকার নাজাত লাভের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়।"

খোদা! এ প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দুরূদ বর্ষণ কর যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযিল করনি। এ অসীম মর্যাদাবান নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলে ছোট ছোট যত নবী দুনিয়ায় এসেছেন, যেমন- ইউনুস, আইয়ুব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাকি, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ তাঁদের সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে থাকতো না, যদিও তারা সবাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত এবং খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন ছিলেন। এ কেবল সেই নবীরই (সা.) অনুগ্রহবিশেষ যে, এ নবীগণও পৃথিবীতে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। হে আল্লাহ্! তাঁর (সা.) প্রতি, তাঁর বংশধরগণ এবং তাঁর সাহাবীগণের সবার প্রতি তুমি দুরূদ, রহমত ও বরকত নাযিল কর"।

এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক কিশতিয়ে নূহ্'তে বলেন, "আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নেই। তাই তোমরা এ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (বা পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এ দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে- আল্লাহ্ তা'লা সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.)- তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এ নবী চিরকালের তরে জীবন্ত"

এরপর সিরাজুম মুনির গ্রন্থে বলেন, "আমরা যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকাই তখন সমগ্র নবুওতের ধারায় কেবল এক ব্যক্তিকেই অসীম সাহসী, চিরঞ্জীব ও আল্লাহ্ তা'লার অতীব নৈকট্যপাপ্ত নবী হিসাবে দেখতে পাই- অর্থাৎ সেই নবীকূল সর্দার, রসূলদের গৌরব, সমস্ত প্রেরিত পুরুষের মাথার মুকুট-যাঁর নাম হলো, মুহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। যাঁর ছায়াতলে দশটি দিন অতিবাহিত করে এমন জ্যোতি: লাভ করা যায় যা ইতোপূর্বে হাজার বছরেও পাওয়া যেতো না। অতএব শেষ ওসীয়তটি হচ্ছে, প্রত্যেক প্রকারের জ্যোতি: আমি এই মহান রসূল, নিরক্ষর নবীর অনুসরণে লাভ করেছি। আর যে-ই অনুসরণ করবে, সে-ও লাভ করবে। আর এমন গ্রহণীয়তা সে অর্জন করবে যার ফলশ্রুতিতে তাঁর কাছে কিছুই আর অসম্ভব থাকবে না। সেই চিরঞ্জীব খোদা, যিনি মানুষের অন্তরালে থাকেন, তিনি তার খোদা হয়ে যাবেন আর সব মিথ্যা উপাস্য তাঁর পদতলে দলিত-মথিত হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কল্যাণমন্ডিত সাব্যস্ত হবে আর ঐশী শক্তিসমূহ তাঁর স্বপক্ষে কার্যকর থাকবে।"

এছাড়া আরো অনেক উদ্ধৃতি হুযূর পাঠ করেন এবং বলেন, রসূল প্রেমে বিভোর হয়ে যিনি এমনটি লিখেছেন তাঁর রসূল প্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো বা তাঁর বিরুদ্ধে রসুল অবমাননার অপবাদ আরোপ কতবড় অন্যায়।

হুযূর বলেন, আহমদীদের দায়িত্ব হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র পাঠ করা এবং তা অনুধাবনের চেষ্টা করা এবং বিশ্ববাসীর কাছে এই অমূল্য বাণী পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এসব নামধারী আলেম-ওলামাকে বিবেক বুদ্ধি দিন আর সাধারণ জনগণকে এদের খপ্পর থেকে মুক্ত করুন, যাতে তারা যুগ ইমামকে মেনে খোদার আশিস লাভে সক্ষম হয়।

অস্ট্রেলিয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুইন্সল্যান্ড এর একটি প্রতিনিধিদল ব্রিসবেন সিটি সেন্টারের স্টেট পার্লামেন্ট পরিদর্শন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুইন্সল্যান্ড এর ৩৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে ব্রিসবেন সিটি সেন্টারের স্টেট পার্লামেন্ট পরিদর্শন করেন। এই শিক্ষামুলক ভ্রমনের মাধ্যমে আহমদী যুবকরা সংসদের ইতিহাস এবং কুইন্সল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে। ৩৫ সদস্যের আহমদী দলটির মাঝে ১২ বছরের ছাত্র থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি, মেডিসিন এবং নৃবিজ্ঞান পেশার সাথে যুক্ত মানুষ ছিলেন।

পার্লামেন্টের দু'পক্ষের রাজনীতিবিদের সবাই যুবাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান; যাদের মাঝে কুইন্সল্যান্ডের প্রিমিয়ার এনাস্টেসিয়া প্যালাসেও ছিলেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালে কুইন্সল্যান্ড লেগিস্লেটিভ সংসদের মহামান্য স্পীকার পিটার ওয়েলিংটন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দলটিকে স্বাগত জানান। যুবাদের ভ্রমণের অংশ হিসেবে ছিল, পুরো সংসদ ভবন ঘুরে দেখানো, দর্শনার্থী গ্যালারি হতে সরাসরি সংসদ অধিবেশন দেখা, 'রাজনীতিতে যুবকদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনায় অংশ নেয়া। পুরো ভ্রমনে গাইড হিসেবে ছিলেন লিনাস পাওয়ার, এমপি এবং ডানকান পেগ, এমপি। এরপর রাতের খাবারের মাধ্যমে তা শেষ হয়।

সংসদ ভবন পরিদর্শন এবং নির্বাচিত এমপিদের সাথে সরাসরি কথা বলা ছিল অনেকের জন্যই প্রথম অভিজ্ঞতা। 'শিক্ষামূলক', 'উৎসাহব্যাঞ্জক' এবং 'উত্তেজনাপূর্ণ' এই তিন শব্দে যুবারা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে আয়োজিত চ্যারিটি ওয়াক

যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে হাজার হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে দেয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি অন্যদের নেতিবাচক মনোভাব দূর করার উদ্দেশ্যে, গত রবিবার পুরো যুক্তরাজ্য থেকে শত শত তরুণ আহমদী মুসলমান একত্রিত হয়েছিল ম্যানচেস্টারের হ্যাটন পার্কে । যুক্তরাজ্য এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থার জন্য আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের শত শত সদস্য ১০কিলোমিটার পদব্রজে অংশগ্রহণ করে চার লক্ষাধিক পাউন্ড সংগ্রহ করেছে, দাতব্য সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে: CLIC Sargent, Save the Children, NSPCC, Barnardos, Royal British Legion, UNICEF, Silverline, এবং Macmillan Cancer Support ইত্যাদি। ইংল্যান্ডের সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার Ryan Sidebottom, এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন এবং তার নিজের অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরেন।

এবারের এই দাতব্য পদব্রজ বা চ্যারিটি ওয়াকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "বিশ্ব মানবতার প্রতি সহানুভূতি"। এটি প্রথম চালু করা হয় ১৯৮৫ সালে, এ সময় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়; যারা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ এবং বিশ্বাসের দিক থেকে উপেক্ষিত। "বিশ্ব মানবতার প্রতি সহানুভূতি" বলতে পবিত্র কুরআনে মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হয়েছে এবং তাঁর জীবনচরিতে দাতব্য এবং সামাজিক হিতসাধন মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড হতে অনুপ্রেরণা নিয়েই আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন প্রতি বছর এ কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে যেসব আপত্তি উঠেছিল, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর জবাব দেয়ার সুযোগ হয়েছে বলে মনে করছেন অংশগ্রহণকারীরা। এদিকে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন এই সম্প্রদায় এবং পপি আপিল সংগ্রহের ব্যাপারে বলেন, "এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আপনাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে সমাজের প্রতি আপনাদের দায়বদ্ধতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং শান্তির বার্তা বহন করে। আমি অভিনন্দন জানাই এই ধরণের ইতিবাচক কাজের, যা ব্রিটেনে অবস্থিত তরুণ আহমদী মুসলমানরা করছে এবং আমি নিশ্চিত এরকম ইতিবাচক এবং গঠনমূলক কাজে অবদান রাখাতে এরূপ মহতি কার্যক্রম অন্যদেরও ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত এবং যুক্তরাজ্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মির্যা ওয়াকাস আহমদ এর সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ দিকনির্দেশনা দেয়া হয় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন যুক্তরাজ্যের ভেতর সবচেয়ে বড় মুসলিম তরুণ সংগঠন এবং এই সংগঠনটি চরমপন্থাকে প্রতিহত করার জন্য যুবকদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

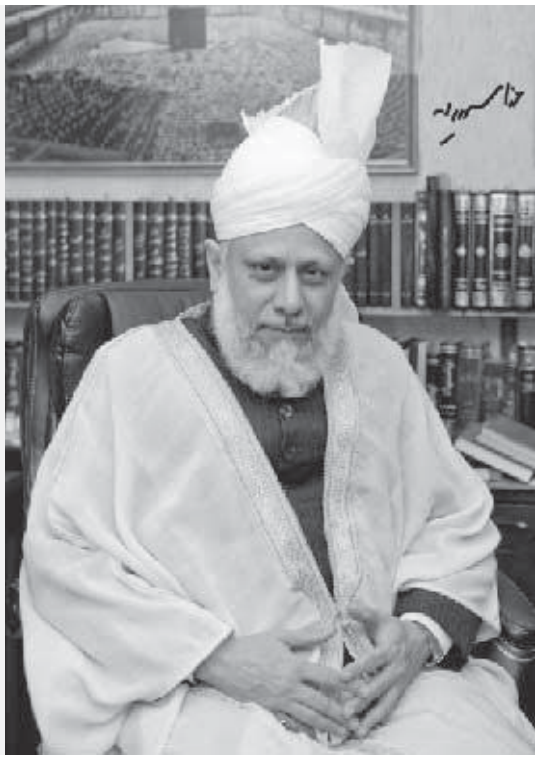

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 12th Issue

The Ahmadi Fortnightly

31st December, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা®

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

**"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্‌ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"**

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৮

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com